www.bhraman.com

Subscribe Online: www.swarnakshar.in

ISSN 0971-8885 ডিসেম্বর ২০১২ □ ২০ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

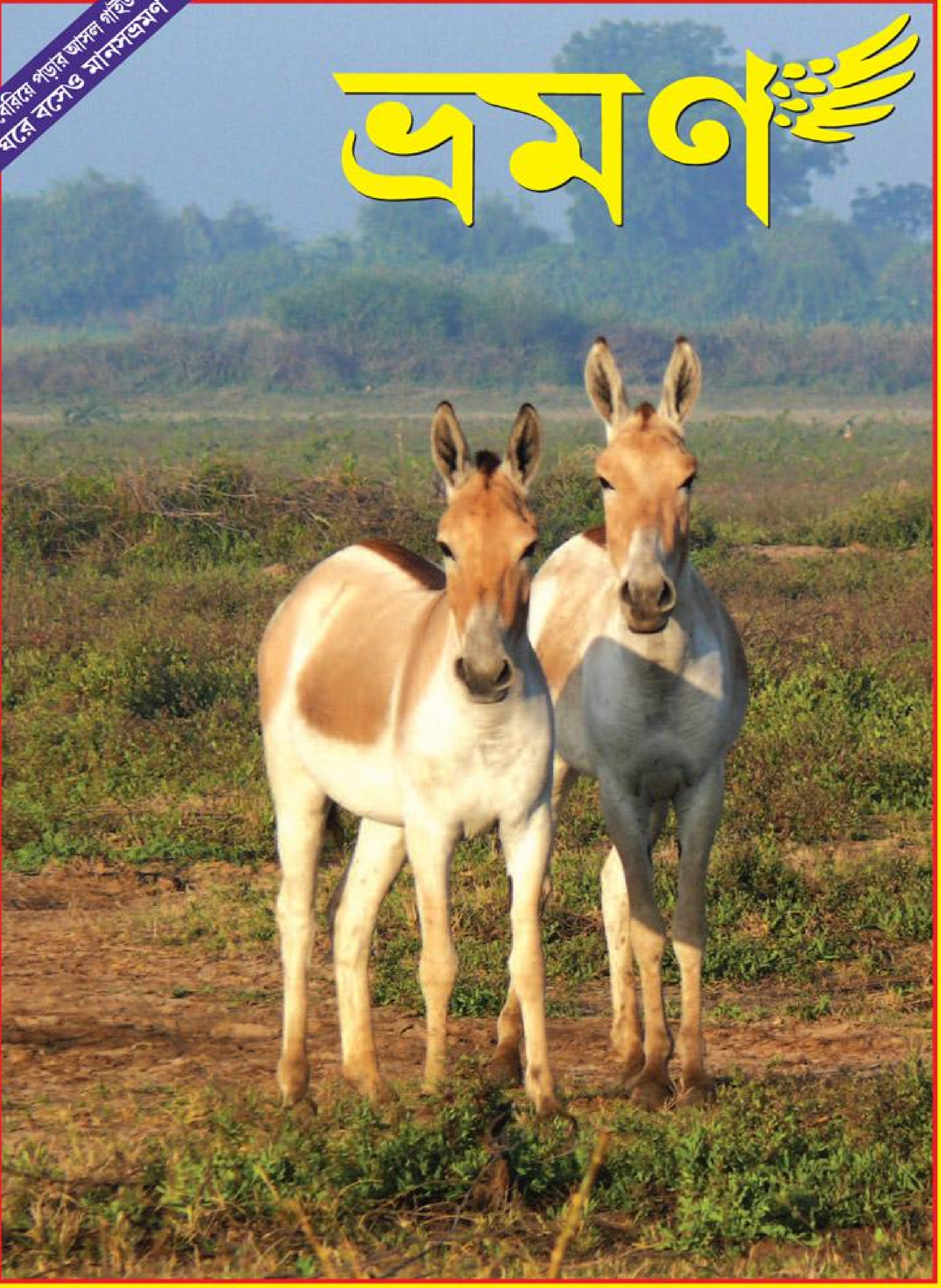

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে বুনো গাধা

দেবজ্যোতি
ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

বেড়াতে চলুন
দেশ-বিদেশ

খরচ ১ টাকারও কম

বাড়িতে রাখুন টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার নতুন বাংলা দৈনিক 'এই সময়'।
দিনে এক টাকারও কম খরচে। দেশ-দুনিয়ার খবর, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, বিনোদন
ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলো - সব নিয়ে, ঝকঝকে রঙিন ব্রডশিট।
আজই যোগাযোগ করুন আপনার খবরের কাগজ বিক্রেতার সঙ্গে।
অথবা এস এম এস করুন 'ES' 58888 নম্বরে বা 033 3989 8090 নম্বরে ফোন করুন।

এইসময়
সংবাদপত্র

ভ্রমণ

সূচিপত্র

বিংশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১২ পৌষ ১৪১৯

54 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

46 ক্রুগারের জঙ্গলে
সুব্রত দত্ত

8 মিজোরামের পথে পথে
অনিন্দিতা বসু

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

30
কাজিরাঙার জঙ্গলে
সুমিত চক্রবর্তী

42 কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে
মিতা দত্ত

75 বনের পাতা

76 তথ্যেচিত্রে প্যাংগট

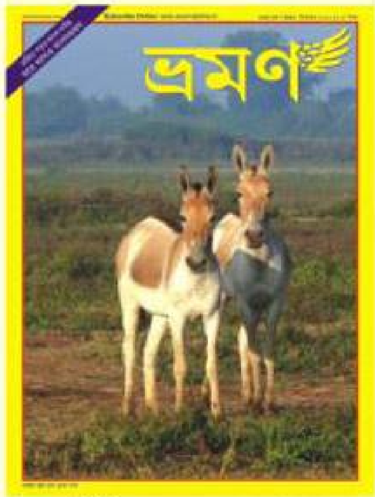

প্রচ্ছদ পরিচিতি: কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে বুনো গাধার ছবিটি তুলেছেন **পিনাক দত্ত**

38 মেম্বাদের দেশ মেচুখাতে
পৃথ্বীরাজ ঢ্যাং

19 ২০টি পিকনিক স্পট

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
Bhraman Travel Magazine

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
14 একনজরে ছয় ভ্রমণ
25 পাঠকের পাতা
52 ভ্রমণজিজ্ঞাসা 61 ফিরে দেখা
63 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
70 হলিডে হোম
72 রেলের সময়সূচি
74 ভ্রমণশব্দছক
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে প্যাংগট
78 নোটবই
81 আমার দেখা ভারত

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২০ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১২
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

পাহাড়ের শিরে গ্রাম, নাম তাই শির-গাঁও। দার্জিলিংয়ের ম্যল থেকে আঠাশ-ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকদায় এই ছোট্ট নেপালি গ্রাম। এক নেপালি পরিবারে গত শীতের মতো এবারের শীতেও আমার দু'দিনের বসবাস। একশো বছরের পুরনো বাড়ি। ইংরেজ আমলে তৈরি মিলিটারি বাংলো। সেটাই এখন সাইনো হেরিটেজ।

এরকম ঘরোয়া থাকা বা হোম-স্টে এখন দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্সে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দেখে ভালো লাগে। এ আমার অনেক দিনের কল্পনা। বুদাপেস্টে, প্যারিসের উপকণ্ঠে, থবিলিসিতে কখনও কখনও এরকম পরিবারের একজন হয়ে থেকেছি। এভাবে দেশটাকে অনেকটাই ভেতর থেকে দেখা হয়ে যায়।

আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে পর্যটকদের এরকম ঘরোয়া থাকার পরিকল্পনা নিয়ে পর্যটনবিষয়ক আলোচনাচক্রে পর্যটনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যন্ত্রী, চালক, পালকদের পেয়ে নানা সময়ে আমার সীমিত ধ্যানধারণা, অসীম আবেগ ও সামান্য অভিজ্ঞতার কথা যথাসাধ্য বলেছি, সেইসঙ্গে দ্রুতবর্ধমান গ্রামীণ পর্যটনের ক্ষেত্রেও যত্রতত্র হোটেল, রিসর্টের বদলে ভূমিসন্তানদের গৃহে ছোট ছোট আতিথ্যদানের বিরাট ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছি, লিখেওছি অনেক বার।

লিখেছি, তার কারণ, যে-কোনও বিখ্যাত বা পর্যটকপ্রিয় স্থানকেও তার শাখা-প্রশাখায়, শিরা-উপশিরায় না ছুঁতে পারলে আমার তো বেড়াবার খিদেই মেটে না। দেশ-দেশান্তরে, নানা অঞ্চলে দেখেছি, বিখ্যাত জায়গার বিস্তার শুধু তার বিন্দুতেই বাঁধা নেই। সেই বিস্তার আর তার শিরা-উপশিরার স্পন্দন পাওয়া যায় স্থানীয়দের ঘর-সংসারে, আচার-অনুষ্ঠানে, সংস্কারে-সংস্কৃতিতে।

দার্জিলিংয়ে আমি তো কতবারই এসেছি, শহরের বাইরে কাছে-পিঠে লেপচাজগৎ, রিম্বিক, সীমানা, ধোতরে, বিজনবাড়ি, কাঁইজলিয়া— এরকম অনেক জায়গা ঘুরেছি, অথচ কয়েক বছর আগেও এ-জেলার সবুজে-ঢাকা পাহাড়ি রাজ্য তাকদার কথা জানতাম না।

দার্জিলিং দেখেছি বিভিন্ন ঋতুতে, কখনও একই ঋতুতে একাধিক বার। সে-দেখা রাজ্যপালের মতো মনোরম গ্রীষ্মাবকাশ কাটানো নয়, কিংবা, মুখ্যমন্ত্রীদের মতো গুরু দায়িত্ব সামলাবার ফাঁকে ঝাঁকিদর্শনও নয়, এ শুধু আমার সমতলবাসী চোখে পাহাড়ের ঢালে ছড়ানো এই আশ্চর্য স্বর্গরাজ্যের রূপ-রং-রহস্য বার বার দেখতে আসা। একবার তো সরকারি আতিথ্যে এক ডিসেম্বরেই এসেছিলাম তিনবার।

দার্জিলিং কখনও পুরনো হয় না। তার কাঞ্চনজঙ্ঘা, ম্যল, গ্লিনারিস, টাইগার হিল নিয়ে সে আজও হাজার হাজার পর্যটককে হাতছানি দেয়। এখন বরং পুরনো হবার দুঃখে নয়, পুরনো দার্জিলিং হারানোর দুঃখেই মন কাতর হয়। এখনকার ঘিঞ্জি দার্জিলিং শহর আমাকে তাই আর তেমন টানে না।

তুলনায় নির্জন, সবুজ পার্বত্যরাজ্য সেই পুরনো দার্জিলিংয়ের খোঁজে আমি এখন এ-জেলার নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াই। এরকমই পেয়েছি এখনও-প্রায়-ততটাই-সবুজ তাকদা। তার পাহাড়সারির দূর দূর ঢালে ছোট ছোট নেপালি গ্রামগুলো।

দিনের বেলা দেখি একের পর এক সবুজ পাহাড়সারি ক্রমশ সামনে এগিয়ে আকাশের সঙ্গে একফালি শূন্য বজায় রেখে থেমে আছে। সন্ধেয় দূরে দূরে সেইসব পাহাড়ের ঢালে তারাদের বসতি জেগে ওঠে। অথবা সে যেন গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন দেওয়ালি। ভাইটিকার দিন চোখজুড়নো লামাহাটা থেকে ফেরার পথে জিপে বসেই চোখে পড়ল দূর পাহাড়ের মাথায় শির-গাঁওয়ে যে বাড়িতে আমি আছি, সেই বাড়ির আলোর ফুটকি, তার ঠিক বিশ-ত্রিশ সিঁড়ি ওপরে যে বৌদ্ধ মন্দির, প্রতিদিন চারবার যে-মন্দিরের পূজার সময় শিঙা ও ঢাকের আকাশভেদী ধ্বনি শোনা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, সেই মন্দিরের আলোকসারি।

বড় বড় ধূপিগাছের মধ্যে বুকে আকাশ-আঁকা হ্রদ নিয়ে লামাহাটা এমনিতেই সুন্দর, তার ওপর সম্প্রতি বনদপ্তর সামনেই একটা পরিপাটি পার্ক তৈরি করেছে, এখন থেকেই পর্যটকদের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। ঘরোয়া রাত্রিবাসের কয়েকটি ব্যবস্থাও দেখলাম। সিনেমার শ্যুটিংপার্টি দেখে একটু ভাবনা হয়। আশা করি পুরো এলাকার প্রকৃতি ও পরিচ্ছন্নতা মানুষের হাতে ক্ষয় হবে না। তবে এবছরই ৫ আগস্ট ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ফলকে মুখ্যমন্ত্রীর ইংরিজি শব্দের বানানবিভ্রাট

এখনও অসংশোধিত রেখে সরকারি কাজে চিরাচরিত অযত্নের প্রমাণ না দিলেই ভালো ছিল। আরও ভালো লাগত রাস্তায় ঘন ঘন থুতু ও শ্লেষ্মা ফেলার কুফল সম্পর্কে রাস্তার ধারে ধারে সচিত্র, সুখপাঠ্য বিজ্ঞপ্তি আঁটায় সরকারি-বেসরকারি বিপুল উদ্যোগ দেখলে। তাকদার বাজার এলাকায় তো এর আশু প্রয়োজন।

তাকদায় এসে এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছে বেশিক্ষণ মন থাকে না। কাছেই পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান চোখ জুড়িয়ে দেয়। সেইসঙ্গে পাহাড়ের কোলজুড়ে দূরে দূরে ছোট ছোট দশ-বারোখানি গ্রাম যখন দিনের আলোয় লিলিপুটের দেশের ঘরবাড়ি হয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকে, সন্ধে নামতেই সেইসব সাধারণ গ্রাম হিরে-জহরতে সেজে ঝলমল করে, তখন তারাভরা আকাশ থেকে আমার হারানো কৈশোর নেমে আসে।

নেপালি পরিবারে থাকায় আমার আরও একটা প্রাপ্তি হল। ভাইটিকার আগের দিন আমাদের কালীপুজোর মতো পরিবারের লক্ষ্মী পুজো। সারা বাড়িতে প্রদীপসজ্জা। দরজায় দরজায় গাঁদা ফুলের ছড়া। পুজো ও ভাইটিকা উপলক্ষে দুয়েকদিন আগে থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা এসে গেছেন। ভাইটিকার আগের দিন নীচের গাঁও থেকে ছেলের দল এসে 'দেওসি' গেয়ে গেল, তার মধ্যে এক কিশোরের সুরে-গাঁথা মর্মস্পর্শী গলা ভোলার নয়। তাছাড়া আমার কপালে শুধু লক্ষ্মীর 'টিকা' নয়, প্রসাদও জুটল।

উৎসবের বাড়িতে দুদিনের একদিনও অতিথির দৈনন্দিন আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ঘটল না। সকালের চা, একটু বেলায় জলখাবার, মধ্যাহ্নভোজন, বিকেলের চা, রাতের আহার, আর বার বার চা— সবই ঘড়ির কাঁটা ধরে।

বেড়ানোর মন নিয়ে এলে শির-গাঁও থেকে ৩ কিলোমিটার হেঁটে তিনচুলে বা সিক্সথ মাইল রোড ধরে গাড়িতে ১৩ কিলোমিটার লামাহাটা ঘুরে আসাই যায়। লামাহাটা বনপথ ধরে শর্টকাটে ৫ কিলোমিটার। শীতের বড় কমলাবাগান দেখতে হলে তা-ও ১২-১৩ কিলোমিটারের মধ্যে। তাছাড়া একবেলায় ঘুরে আসা যায় রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত মংপু।

আমার এসব দেখা হয়নি। শুধু ভাইটিকার দিন বাড়ির সকলের জোরাজুরিতে গিয়েছিলাম লামাহাটা। আসলে, শির-গাঁওয়ের এই শতাব্দীপ্রাচীন মিলিটারি বাংলোয় আমি আসি আমার কাজ নিয়ে। লেখার কাজ আর পত্রিকার কাজের বোঝা বয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসি এই পাহাড়চুড়োয়। চারদিকে প্রায় আকাশ অব্দি ছড়ানো পাহাড়সারির মধ্যে এই নির্জন পাহাড়ি গ্রামে শান্তির মতো নিঃশব্দ পরিবারে সারাদিন নির্বিঘ্নে নিজের কাজে ডুবে থাকতে পারাই আমার মতো ভ্রমণদুর্ভাগার কাছে তাকদার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

তবে তাকদায়, কিছুটা ব্যয়বহুল হলেও পর্যটকদের রাত্রিবাসের সেরা ঠিকানা শুনেছি এখন তাকদা ফরেস্ট হাউস। শুনে, চলে আসার দিন সাতসকালে সেই বনাশ্রম বা আরণ্যক আবাসে গিয়ে মনে হল কোথায় সেই বনশান্তিময় অরণ্যাবাস, এ-যেন হঠাৎ দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল হওয়া হাওড়া স্টেশন!

চারপাশের আশ্চর্য প্রকৃতির বুকে প্রায়-সুনির্মিত এই ক্ষণিকাবাস শেষ পর্যন্ত উৎকট নিসর্গগ্রাসী হয়েই চিহ্নিত হবে না তো?

বনদপ্তরের তৈরি কালিঝোরা বনবাংলো বা মূর্তিনদীর ধারে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন দ্বিতল বাংলো এখানে সম্ভব নয়, নেওড়াভ্যালির কোলাখামে রাজ বসুদের অসামান্য জাঙ্গল ক্যাম্পও এখানে স্বপ্নের মতোই অসম্ভব। অসম্ভব অসমের সাতশিমুলতলার ওরাং বনবাংলো, বা শ্রীলঙ্কার ইয়ালা ভিলেজ হোটেল। ঠিক যে এগুলো সবই সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা অভয়ারণ্য। তুলনায় তাকদার এই অরণ্যাবাস মূলত ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের সান্ধ্য পানাহার, বিশ্রামালাপের ক্লাব-হাউসের রূপান্তর বা সম্প্রসারণ। কিন্তু একথাই বা ভুলি কী করে যে এই বিশ্বের সব অরণ্যই এখন সংরক্ষণের অপেক্ষায়। মানুষের কাছে সব অরণ্যই আজ অভয় চায়।

বনদপ্তরের কাছে আমাদের বিনীত প্রশ্ন, বনে বনে পর্যটনবৃদ্ধির চেয়ে বনের শ্রীবৃদ্ধিই কি এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়? অনেকে এখনও না জানলেও একথা তো এক জীবনদায়ী সত্য যে, বন শুধু বন নয়, বন আমাদের জীবন।

বনে থাকতে হলে বনের নিয়ম মেনে থাকুন, বনের পাখির মতো আসুন।

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

মিজোরামের পথে পথে

লেখা: অনিন্দিতা বসু **ছবি:** পার্থসারথি দত্ত

নিরালা টামডিল হ্রদ, সাইতুল গ্রাম, চামফাই উপত্যকা বেড়িয়ে ইন্দো-মায়ানমার সীমানায় তুইরাল নদী পেরিয়ে ওপারের রিহডিল হ্রদ দর্শন। এইসব অচেনা-অল্পচেনা জায়গাগুলিতে বেড়ানোর উপরিপাওনা মিজো মানুষদের আন্তরিক আতিথেয়তা। সরকারি ট্যুরিস্ট লজে চমৎকার থাকার ব্যবস্থা পাকা করতে পারেন কলকাতা থেকেই।

রিহডিল হ্রদ

মিজোরামের রাস্তায়

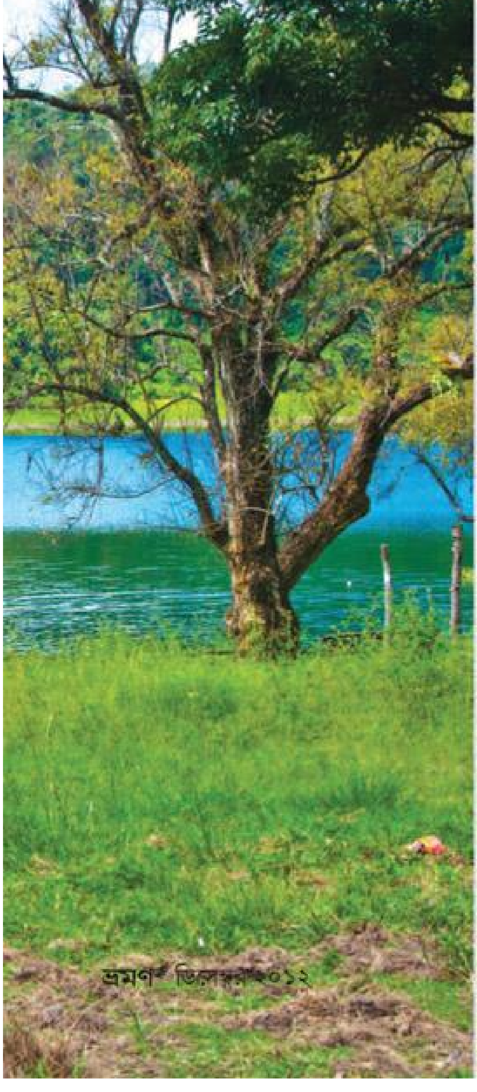

মহাসপ্তমীর পুণ্য সকালে আমরা পাঁচজন দমদম বিমানবন্দর থেকে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর উড়ানে আইজলের উদ্দেশে পাড়ি দিলাম। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে সংক্ষিপ্ত বিরতি দিয়ে আইজলের লেংপুই বিমানবন্দরে যখন বিমান অবতরণ করল তখন ঘড়ির কাঁটা বেলা দুটো ছাড়িয়েছে। এই সুসজ্জিত বিমানবন্দরটি থেকে রাজধানী আইজলের দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার। আমরা লাগেজ সংগ্রহ করে প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে আইজল শহরের চাতলাং ট্যুরিস্ট লজের উদ্দেশে রওনা হলাম।

কলকাতার 'মিজোরাম হাউস' থেকে ইনার লাইন পারমিট নেওয়া হয়েছিল। মিজোরামের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সরকারি ট্যুরিস্ট লজগুলির বুকিংও করে দেওয়া হয়েছিল ওঁদের সাহায্যে।

লেংপুই বিমানবন্দর থেকে আইজল পৌঁছতে লাগল ঘণ্টাদেড়েক। ছোট পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে চলেছি। চওড়া সুন্দর রাস্তা। মাঝে মাঝেই উচ্ছল প্রাণবন্ত সুন্দরী ঝরনার দেখা মিলছে। কখনও শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একচিলতে রোদ্দুর। দুধারে সবুজের

মিজো বাড়ি

মিজো পিতা-পুত্র

রেইক জলপ্রপাত

সমারোহ। এভাবেই প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে করতে এবং খোশমেজাজে গল্প করতে করতে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার পবন পুইয়া আমাদের পৌঁছে দিলেন চাতলাং ট্যুরিস্ট লজে। আইজল শহরে প্রবেশের মুখে রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যামে ৪৫ মিনিট আটকে পড়তে হয়েছিল— সকলেরই এমন ফুরফুরে মেজাজ, যে তাতেও মনকে ক্লান্ত করতে পারেনি।

চাতলাং ট্যুরিস্ট লজে নেমেই মনটা ভরে গেল। চারদিকে এক অদ্ভুত প্রশান্তি— সবেমাত্র সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশে, দূরের পাহাড়ে সন্ধে নামার তোড়জোর চলছে।

লজের ব্যবস্থাপনা এককথায় অতুলনীয়। যেমন থাকার ব্যবস্থা, তেমন চমৎকার খাবার-

রিহডিল হ্রদে

দাবার। মাত্র ৬০০ টাকায় যে বড় ঘর আমরা পেয়েছিলাম, তা যেমন সুসজ্জিত তেমনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খাবারের স্বাদও দীর্ঘদিন মনে থাকবে। তবে সবচেয়ে যা মনে থাকবে তা মিজো মানুষদের আন্তরিক ব্যবহার। হৃদয়ের উষ্ণতার কাছে ভাষা যে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, তা এখানে প্রতি মুহূর্তে বুঝেছি।

পরদিন ৪ অক্টোবর। আমরা 'সিটি ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস'-এর ব্যবস্থাপনায় স্করপিও গাড়ি করে ড্রাইভার মওনার সঙ্গে চামফাই ভ্যালির দিকে যাত্রা শুরু করলাম। অনেকটা পথ, সব মিলিয়ে ১৯৪ কিলোমিটার। ঘণ্টাপাঁচেক যাওয়ার পর সাইতুল ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছলাম। সেখানে দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে রওনা দিলাম টামডিল লেকের উদ্দেশে। রাস্তা খুব ভালো নয়। নির্জন অরণ্যে দিনের বেলাতেও এক গা-ছমছমে অনুভূতি আছে। টামডিল একটি প্রাকৃতিক হ্রদ আর তার চারদিকে গড়ে উঠেছে মিজো সরকারের তৈরি ইকো কটেজ। ব্যবস্থা সুন্দর কিন্তু পর্যটকশূন্য। এই হ্রদে বোটিংয়ের ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো লাগত। তবে সে ব্যবস্থা বর্তমানে না থাকায় আমরা দুপুরের খাবার খেতে সাইতুল লজে ফিরে এলাম। আসা-যাওয়া মিলিয়ে দূরত্ব ৭ কিলোমিটার।

সাইতুল লজ থেকে বেরিয়েছি। চারদিকে গিরিমালা, রাস্তাঘাটের ছোট ছোট দোকানে নানা ধরণের ফলের সম্ভার দেখতে পাচ্ছি। অনেক জায়গায় দোকান আছে, জিনিস আছে, দোকানির দেখা নেই। প্রশ্ন করায় আমাদের ড্রাইভার মওনাভাই জানাল যে, জিনিসের পাশে দাম লেখা থাকে, যার প্রয়োজন সে পাশে রাখা ছোট্ট ব্যাগে টাকা রেখে জিনিসটি নিয়ে যায়। শুনে আমাদের 'আক্কেল গুড়ুম', নিজের কানকে বিশ্বাসই হয় না, এমন স্থান ভারতে আছে!

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক। ঝলমলে নীল আকাশে দেখা দিয়েছে রামধনু— সে রামধনু পাহাড়ের এক গিরিশৃঙ্গ থেকে আরেক গিরিশৃঙ্গে ব্যাপ্ত। কী চমৎকার সে দৃশ্য! দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। প্রায় রাত দশটায় আমরা পৌঁছলাম চামফাই-এর ট্যুরিস্ট লজে। রাতের খাবার অর্ডার দেওয়াই ছিল।

পরদিন ৫ অক্টোবর। সকালে ঘরের বাইরে এসে দেখি চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। এতক্ষণে চামফাই ট্যুরিস্ট লজ চত্বরটি দেখার সুযোগ মিলল। নানা ফুল ও ফল গাছে ভরা ট্যুরিস্ট লজের চারপাশ। ছোট ছোট বেশ কিছু কটেজ আছে। আমাদেরও ভাগ্যে দুটি কটেজ জুটেছিল। আমাদের কটেজের বাঁ-পাশে একটি বড় গন্ধরাজ লেবুর গাছ। কত লেবু ধরে আছে গাছে। ডানপাশে কমলালেবুর গাছ। সবে ছোট ছোট লেবু ধরেছে। প্রত্যেকটি কটেজ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন বাঁশ ও বেতের আসবাব দিয়ে সাজানো। প্রতিটি ঘরে একটি করে বাঁধানো বাইবেল টেবিলের ওপর, পিছনে খোলা বারান্দা। বড় বড় শাল ও সেগুন গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে চামফাই উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। শরতের নীল আকাশ আর সবুজ প্রান্তরের মাঝে হারিয়ে যেতে যেতে কানে আসছিল বিচিত্র একটানা এক ঘণ্টাধ্বনি— একধরণের পোকার ডাক। আজ নবমীর সকাল, তাই এই ঘণ্টাপোকা আমাদের বড় বেশি স্মৃতিমেদুর করে তুলেছিল— বাড়ির দুর্গাদালানের ঢাকের আওয়াজ, ঘণ্টার ধ্বনি, ধুনোর গন্ধ, মন্ত্রপাঠ— সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠছিল।

> চামফাই ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল। সরু পাহাড়ি পথ আর কত না দুরন্ত ঝরনা পেরিয়ে, শালপিয়ালের বন পেরিয়ে— নানা ধরণের ফলের গাছ দেখতে দেখতে চলে এলাম ভারতের শেষ সীমানায়। আঙুরের খেত, কলাবন, কমলা-গন্ধরাজ-মুসম্বি-বাতাবি লেবুর গাছে ভরা পথের দুধার।

সকাল নটায় রওনা হলাম। আমরা আজ ইন্দো-মায়ানমার বর্ডার পেরিয়ে রিহডিল যাব। পথটা অসাধারণ, দুধারে সোনালি পাকা ধানে ভরা মাঠ, আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেসে যাওয়া। আমাদের সামনে দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাত নাড়াতে নাড়াতে পিঠে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে বলে রাখি মিজোরাম রাজ্যে শিক্ষার হার ৯৪ শতাংশ। চারদিকে মিশনারি স্কুল।

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি
গরমে করি ফুল

Endeavour
TOURS

Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	— Hotel	Resort
Ravangla	— Hotel	Resort
Pelling	— Hotel	Resort
Rumtek	—	Resort
Borong	—	Resort
Namchi	— Hotel	Resort
Biksthang	—	Resort
Rinchenpong	— Hotel	Resort
Kaluk	— Hotel	Resort
Hee	— Hotel	Resort
Bermiok	— Hotel	
Chayataal	—	Resort
Uttarey	— Hotel	Resort
Yoksom	— Hotel	Resort
Okhrey	— Hotel	
Versay	— Hotel	

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact:
TAAB Member TAAB
S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

চামফাই ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল। সরু পাহাড়ি পথ আর কত না দুরন্ত ঝরনা পেরিয়ে, শালপিয়ালের বন পেরিয়ে— নানা ধরণের ফলের গাছ দেখতে দেখতে চলে এলাম ভারতের শেষ সীমানায়। আঙুরের খেত, কলাবন, কমলা-গন্ধরাজ-মুসম্বি-বাতাবি লেবুর গাছে ভরা পথের দুধার।

ইন্দো-মায়ানমার বর্ডার এলাকায় আমাদের ইনারলাইন পারমিট ও ভোটার আই কার্ড চেক করা হল। তুইরাল চু পেরিয়ে বর্মা মুলুকে পা দিলাম। ওপারে পৌঁছতেই মাওনাভাই প্রথমেই প্রবল উৎসাহে সুরার দোকানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু এতে আমাদের অনীহা দেখে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে গাড়ি চালানোয় মন দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিজোরাম সুরা-বর্জিত রাজ্য এবং এ-ব্যাপারে রাজ্যের আইন বেশ কড়া। বিধিনিষেধ মেনেই সকলে চলেন। বর্ডার থেকে ২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রিহডিল (ডিল কথাটির অর্থ হ্রদ) একটি বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ। চারদিকে সবুজ বনানী, মনোরম পরিবেশ। এখানে কলকাতা থেকে আসা বেশ কিছু পর্যটকের দেখা পেলাম। লেকের ধারে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

বিকালে চামফাই-এর বাজার এলাকায় ঘুরে আমরা সানসেট পয়েন্টে পৌঁছলাম। ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোলে সূর্য ঢলে পড়ছে। আকাশের কত যে রঙ বদলাচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

সন্ধ্যা নেমে এল। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তা শুনশান। আমরা ফিরলাম লজে। রাত আটটার সময় কিচেন থেকে জানাল যে খাবার প্রস্তুত। মিজোরামের সব গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউস-এর একই নিয়ম। বেলা বারোটায় লাঞ্চ আর রাত আটটায় ডিনার। চমৎকার রান্না— নানারকম মিজো শাকপাতা দিয়ে তৈরি চিকেন কারি এবং আচার খুবই সুস্বাদু। চামফাইতে দেখলাম অনেকেই মাছ খাচ্ছিলেন। তবে ওদের পর্ক উইথ ব্যাম্বু শুট খুবই সুস্বাদু। আমরা সে স্বাদ গ্রহণে এবার বঞ্চিতই থাকলাম।

পরদিন ৬ অক্টোবর। আমরা জলখাবার খেয়ে আইজলের উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে মোবাইল কানেকশন না থাকায় সাইতুল লজে যোগাযোগ করা গেল না। আমাদের সঙ্গে যেটুকু শুকনো খাবার ছিল তা দিয়েই দুপুরের আহার সারা হল। চাতলাং ট্যুরিস্ট লজে যখন পৌঁছলাম বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। আমাদের বুকিং করা ছিল, তাই ঘর পেতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

৭ অক্টোবর। আমরা থেনজোয়ালের উদ্দেশে রওনা হলাম। গতদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সকাল নটায় খেয়ে নিলাম। গরম ভাত, চিকেন ও স্যালাড পরম তৃপ্তিতে খাওয়া হল। থেনজোয়াল যাওয়ার পথেই একটি মিজো উপজাতি গ্রাম জাখোয়া পড়ল, আমরা সেটি দেখতে গেলাম। মিজোদের পুরনো ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষিত। একটি পাথরের ফলকে লেখা আছে ব্রিটিশদের সঙ্গে মিজোদের লড়াইয়ের কথা। আইজল থেকে ৭৯ কিলোমিটার দূরে থেনজোয়াল পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। ছোট্ট জনপদ। ঘরে ঘরে তাঁত বসানো। মিজোদের পোশাক তৈরি হচ্ছে। দাম বেশ চড়া। এবার আমরা থেনজোয়াল ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছলাম। চারদিকে বন, শান্ত পরিবেশ। পিছনে একটি সরু নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে। আমাদের অবশ্য এখানে কটেজে স্থান হল না। নতুন গেস্ট হাউসটির দুটি ঘর পাওয়া গেল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তবে পিছনে জঙ্গল থাকায় পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

বেড়াবার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। মার্চ মাসের 'চাপচারকূট' অর্থাৎ ফসল তোলার উৎসব বিখ্যাত।

ইনারলাইন পারমিট

কলকাতায় ইনারলাইন পারমিটের জন্য যোগাযোগ:

লিয়াঁজো অফিসার
মিজোরাম হাউস, ২৪ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড
(বিড়লা মন্দিরের কাছে)
কলকাতা-৭০০ ০১৯ ☎২৪৬১-৫৮৮৭

দু-কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ ফর্ম ডি-তে আবেদন করতে হবে ইনারলাইন পারমিটের জন্য। প্রতি আবেদনের জন্য লাগে ১২০ টাকা।

গাড়ির জন্য যোগাযোগ:

বোলেরো/স্করপিও: ১৫ টাকা কিলোমিটার তেল সমেত, আইজলের বাইরে ৮০০ টাকা নাইট হল্ট; ড্রাইভারের ডর্মিটরি ভাড়া ও খাওয়ার খরচ লাগবে চামফাই ও থেনজোয়ালে।

ডর্মিটরি ভাড়া: চামফাই ৬০ টাকা প্রতি রাত, থেনজোয়াল ২৫০ টাকা প্রতি রাত।

যোগাযোগের ঠিকানা:

সিটি ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
আইজল
☎(০৩৮৯) ২৩১৫০১৩/ ২৩২০৪০৭/ ০৯৭৭৪১-৫৩৭৩৬

আইজলে হস্তশিল্প ক্রয়ের জায়গা:

ZOHANDCO Sales Emporium
☎(০৩৮৯) ২৩৪০৯৬৪
MAHCO Sales Emporium
☎(০৩৮৯) ২৩২২৮৯৩
KVI Sales Emporium
☎(০৩৮৯) ২৩৪২৪৬০
MIFCO Sales Emporium
☎(০৩৮৯) ২৩২৬০২০

মনে রাখবেন

মিজোরাম সুরা-বর্জিত রাজ্য। প্লাস্টিক ব্যাগ যত্রতত্র ফেলা নিষেধ।

সরকারি ট্যুরিস্ট লজে খাবারের মান উৎকৃষ্ট, দামও ন্যায্য। বাইরের হোটেলে দাম প্রায় তিনগুণ। সমগ্র মিজোরামে প্রায় ৩০টির ওপর ট্যুরিস্ট লজ আছে। বি এস এন এল লাইন ভালো চলে।

কোথায় থাকবেন

চাতলাং ট্যুরিস্ট লজ ☎(০৩৮৯) ২৩৪১০৮৩, ২৩৪৯৪২১ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। **বেরাওটলং ট্যুরিস্ট লজ** ☎(০৩৮৯) ২৩৫২০৬৭, ০৯৪৩৬১৫৫১৮৭, ৬টি কটেজ ও ১৯টি ঘর আছে। প্রতিটি কটেজের ভাড়া ৬৫০ টাকা। ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা এবং সাধারণ ঘরের ভাড়া ৪৬০ টাকা।

চামফাই ট্যুরিস্ট লজ ☎(০৩৮৩) ১২৩৫৮৬৬, ০৯৪৩৬১-৪৩৫১৮, ৫টি কটেজ আছে। প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা। ৫টি ঘর আছে। ভাড়া ৪০০-৬০০ টাকা।

সাইতুল ট্যুরিস্ট লজ (☎০৯৮৬২৭-৭৫৩৪২), টামডিল লেকের কাছে। তিনটি ঘর আছে। প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা।

থেনজোয়াল ট্যুরিস্ট লজ (☎০৯৬১২০-৬৫৫২৭) এখানে ৬টি কটেজ ও ৭টি ঘর আছে। ঘরের ভাড়া ২৫০-৭০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ৫০০ টাকা।

রেইক ট্যুরিস্ট লজ (☎০৯৪৩৬১-৪৪৯৪৭) এখানে ৫টি কটেজ ও ১০টি ঘর আছে। ভাড়া ৪০০-৮০০ টাকা।

আইজলের কয়েকটি প্রাইভেট হোটেল:

হোটেল শেফ (☎০৩৮৯-২৩৪৬৪১৮/২৩৪১০৯৭)। **হোটেল রিজ** (☎০৩৮৯-২৩২৩৩৫৮/২৩১০৪০৯)। **হোটেল রয়্যাল** (☎০৩৮৯-২৩১১৫৭৬/২৩১১৫৭৭)। **হোটেল অহিংসা** (☎০৩৮৯-২৩৪১১৩৩/২৩৪৫৫৪২)। **হোটেল ইম্পেরিয়াল** (☎০৩৮৯-২৩৪৮১৬৮)। সব হোটেলই বাজার এলাকায় (জারকাওয়াট) অবস্থিত।

বিশদে জানতে আইজলে যোগাযোগ করুন:

ডিরেক্টর অব ট্যুরিজম
গভর্নমেন্ট অব মিজোরাম
আইজল-৭৯৬ ০০১
☎(০৩৮৯) ২৩৩৩৪৭৩-৪৭৬

আমাদের ঘরের সামনে একটি আমলকি গাছে আমলকি ধরেছে।

এখানে রাতে বেশ একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়। নদীর ঝিরঝির আওয়াজের সঙ্গে তক্ষক সাপের টকটক যুগলবন্দী মন্দ লাগেনি। সঙ্গে একটানা ঘণ্টাপোকার ঘণ্টাধ্বনি তো আছেই। এরমধ্যে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের সকলের কপাল ভাঁজ 'ভ্যানতোয়াং জলপ্রপাত যেতে পারব তো?'

পরদিন ৮ অক্টোবর। সকালে পুরি-সবজি খেয়ে আমরা ভ্যানতোয়াং জলপ্রপাত দেখতে গেলাম। রাস্তা ভালো নয়। মেরামতের কাজ চলছে। তবে আমাদের গাড়িকে তারা যেতে অনুমতি দিল। আমরা ওয়াচ টাওয়ার থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ে নেমে আসা দুরন্ত চঞ্চল জলপ্রপাত (এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম) প্রাণভরে দেখলাম। মওনাভাই আমাদের মতোই এই প্রথম এসেছিল। তারও খুব ভালো লাগল। পরেরবার সে সপরিবারে আসবে বলে জানাল। এরপর লাঞ্চ খেয়ে আমরা আইজলের উদ্দেশে রওনা দিলাম। পথে পড়ল মুইফ্যাং। সেখানেও আছে চমৎকার ট্যুরিস্ট লজ। কেউ চাইলে সেখানেও একরাত কাটাতে পারেন। আইজলে ফিরলাম।

৯ অক্টোবর আমরা রেইকের পথে এগোলাম। রবিবারের ঝকঝকে সকাল। চোখে পড়ল বহু নারী-পুরুষ সুসজ্জিত হয়ে গির্জায় চলেছে। আইজল শহরের চারদিকে অনেক গির্জা। শহর ছাড়িয়ে রোদ ঝলমলে দিন আর হিমেল হাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চললাম রেইক পাহাড়ের পথে। কত নাম না জানা ফুল, সুন্দরী ঝরনা ও খরস্রোতা নদীকে পিছনে ফেলে, আইজল শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের রেইক ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছলাম। ট্যুরিস্ট লজে দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে আমরা একটি মডেল মিজো ভিলেজ দেখলাম। তারপর ট্রেকিং শুরু হল।

আমরা রেইক পাহাড়ের উদ্দেশে গুটিগুটি পায়ে এগোতে লাগলাম। রেইক যাওয়ার পথে কলকাতা থেকে আসা এক অবাঙালি দম্পতির সঙ্গে আলাপ হল। খারাপ রাস্তা আর তার সঙ্গে বৃষ্টি, সবমিলিয়ে পরিস্থিতি খুব সুবিধার ছিল না।

পাথরের ওপর জল পড়ে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল সমস্ত পথ। যা হোক, আমরা ২ কিলোমিটার হেঁটে 'পুক' নামের একটি প্রাকৃতিক গুহা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। রেইক পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হল না। মধ্যাহ্নভোজন সেরে ফিরে এলাম আইজল।

দেখবো এবার জগৎটাকে

২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
Ph: 22192253 / 9433456266 / 9831809491
E-mail: dekhbo.ebar.jagat.taake@gmail.com

Hotel Booking

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, সাংলা, সারাহান, কল্পা, নৈনিতাল, কৌশানি, আলমোড়া, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, তাওয়াং, দিরাং, বমডিলা, ডুয়ার্স, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, সিকিম, ভুটান, নেপাল, রাজস্থান, ভাইজ্যাগ ইত্যাদি।

প্যাকেজ

- **কিরিবুরু-মেঘাতাবুরু**-19/12
- **ভিতরকণিকা**-23/1, 8/2
- **মধ্যপ্রদেশ**-23/2
- **রাজস্থান**-5/3
- **পুরনো সিল্করুট** (জেলেপ লা, আরিতার, পেডং, সিলারি গাঁও)-7/4
- **গড়পঞ্চকোট**-Feb., 2013
- **কাশ্মীর**-20/4

School, College tour, customized package-এর ব্যবস্থা করা হয়।

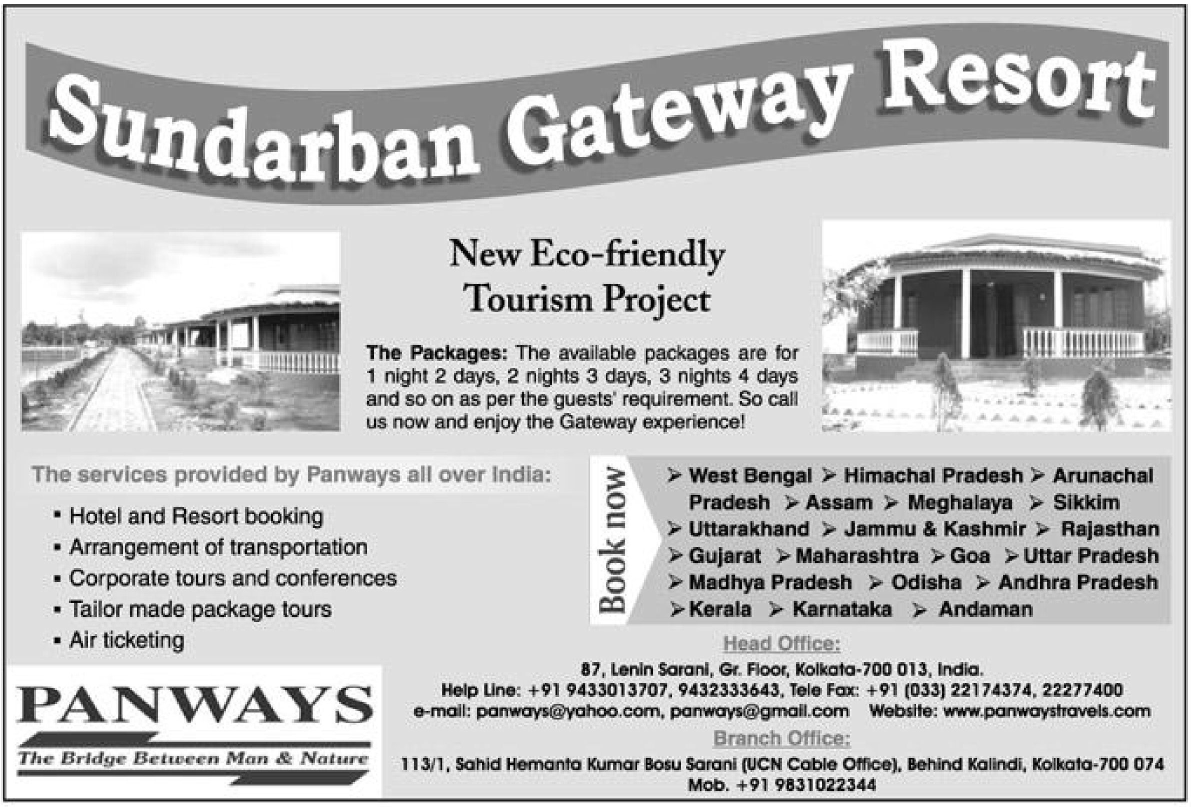

Sundarban Gateway Resort

New Eco-friendly Tourism Project

The Packages: The available packages are for 1 night 2 days, 2 nights 3 days, 3 nights 4 days and so on as per the guests' requirement. So call us now and enjoy the Gateway experience!

The services provided by Panways all over India:

- Hotel and Resort booking
- Arrangement of transportation
- Corporate tours and conferences
- Tailor made package tours
- Air ticketing

Book now

➢ West Bengal ➢ Himachal Pradesh ➢ Arunachal Pradesh ➢ Assam ➢ Meghalaya ➢ Sikkim ➢ Uttarakhand ➢ Jammu & Kashmir ➢ Rajasthan ➢ Gujarat ➢ Maharashtra ➢ Goa ➢ Uttar Pradesh ➢ Madhya Pradesh ➢ Odisha ➢ Andhra Pradesh ➢ Kerala ➢ Karnataka ➢ Andaman

PANWAYS
The Bridge Between Man & Nature

Head Office:
87, Lenin Sarani, Gr. Floor, Kolkata-700 013, India.
Help Line: +91 9433013707, 9432333643, Tele Fax: +91 (033) 22174374, 22277400
e-mail: panways@yahoo.com, panways@gmail.com Website: www.panwaystravels.com

Branch Office:
113/1, Sahid Hemanta Kumar Bosu Sarani (UCN Cable Office), Behind Kalindi, Kolkata-700 074
Mob. +91 9831022344

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓ছায়াতাল ✓গুরুভায়ুর ✓রম্ভা ✓মাওলিনং ✓বিরথি ✓ভাণ্ডারদারা

	ছায়াতাল	গুরুভায়ুর	রম্ভা
কেন যাবেন	প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চতায় পান্না-সবুজ জল নিয়ে ছোট এক সরোবর, যার নাম ছায়াতাল। পেলিং থেকে দূরত্ব মাত্র ৩২ কিলোমিটার। শান্ত নির্জন পরিবেশে কানে আসবে শুধু পাখির কূজন আর চোখের সামনে ধরা দেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ অন্যান্য তুষারশৃঙ্গের অনাবিল শোভা। সূর্যোদয়ে এই তুষারশৃঙ্গে অপরূপ রঙের খেলা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। হোটেলের ভিড় নেই, পর্যটকদের ব্যস্ততা নেই, শুধুমাত্র নির্ভেজাল প্রাকৃতিক পরিবেশে দুয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে কাটাতে চাইলে ছায়াতাল এক অনবদ্য জায়গা।	গুরুভায়ুর বিখ্যাত তার গুরুভায়ুরাপ্পান বা কৃষ্ণ মন্দিরের জন্য। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সারাবছরই উৎসব লেগে থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ অনুষ্ঠিত হয় উৎসভম। নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসবভম। অ-হিন্দুদের এই মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। পুরুষদের খালি গায়ে ধুতি পরে প্রবেশ করতে হয়। গুরুভায়ুর থেকে কাছাকাছির মধ্যে ঘুরে আসতে পারেন পুন্নাথুরকোট্টা এলিফ্যান্ট স্যাংচুয়ারি এবং ৫ কিলোমিটার দূরে চাভাক্কাদ সৈকত। আরবসাগরের বুকে মনোরম সূর্যাস্ত দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।	ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় চিলিকার তীরেই রম্ভা। এখান থেকে চিলিকার জলে নৌকাভ্রমণ করা যায়। হ্রদের অপরদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। এই লেকের বুকে বার্ডস আইল্যান্ড, হনিমুন আইল্যান্ড, ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড ইত্যাদি অনেকগুলো দ্বীপ আছে। রম্ভা থেকে একটা অটো নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন ২২ কিলোমিটার দূরে নারায়ণীমাতার মন্দির। ১১ কিলোমিটার দূরে নির্মলঝর পবিত্র এক ঝরনা। পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে এসে সেই ঝরনাধারা সৃষ্টি করেছে এক জলাধারের। রম্ভা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে চিলিকা হ্রদের ধারে অপর একটি পর্যটনকেন্দ্র বরকুল।
কীভাবে যাবেন	নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছায়াতালের দূরত্ব ১৬৬ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি-জোরথাং- সোরেং কালুক হয়ে হি বাজারে পৌঁছে মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে চড়াই রাস্তা ধরে পৌঁছে যান ছায়াতালে। পুরো গাড়ি ভাড়া করলে খরচ পড়বে মোটামুটি ৩,৫০০-৪,০০০ টাকা। এছাড়া শিলিগুড়ি এস এন টি বাসস্ট্যান্ড থেকে শেয়ার জিপে জোরথাং এসে (ভাড়া মাথাপিছু ১৫০ টাকা), জোরথাং থেকে আবার শেয়ার জিপে ছায়াতাল চলে আসতে পারেন (ভাড়া মাথাপিছু ২৫০ টাকা)। যদি জোরথাং থেকে পুরো গাড়ি ভাড়া করে ছায়াতাল পৌঁছতে চান তবে ভাড়া পড়বে মোটামুটি ১,৫০০-২,০০০ টাকা।	হাওড়া থেকে সরাসরি গুরুভায়ুর যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। চেন্নাই এগমোর এসে সেখান থেকে ট্রেন বদল করে যেতে হবে। হাওড়া থেকে চেন্নাই এগমোর যায় ১২৬৬৩ তিরুচিরাপল্লি এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি, রবি) এবং ১২৬৬৫ কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (সোম)। চেন্নাই এগমোর থেকে গুরুভায়ুর যায় ১৬১২৭ গুরুভায়ুর এক্সপ্রেস। এছাড়া হাওড়া থেকে ট্রেনে চেন্নাই সেন্ট্রালও চলে আসতে পারেন। চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে চেন্নাই এগমোর সহজেই চলে আসা যায়।	কলকাতা থেকে রম্ভা দুভাবে যাওয়া যায়। প্রথমে ট্রেনপথে ভুবনেশ্বর পৌঁছে সেখান থেকে বাসে বা ট্রেনে বালুগাঁও। বালুগাঁও থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে রম্ভা। এপথে বাস, ট্রেকার, অটো সবই পাবেন। অন্যভাবে আসতে হলে হাওড়া থেকে বেরহামপুর আসুন রেলপথে। বেরহামপুর থেকে সড়কপথে বাসে বা গাড়িতে ৫০ কিলোমিটার দূরে রম্ভা। আবার পুরী থেকে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করেও রম্ভা আসতে পারেন।
কোথায় থাকবেন	ছায়াতালের ঠিক পাশেই রয়েছে ছায়াতাল ভিলেজ গেস্টহাউস। এখানে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। এর সামান্য নীচে আরেকটি গেস্টহাউস আছে (এখানে ঘরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি), যার দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। যোগাযোগ: এন কে সুব্বা(☎৯৪৩৪০-১২২১৩/৯৭৭৫৯-১৫১৬৮)।	কেরালা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল নন্দনম (☎ ২৫৫৬২৬৬) এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা। এ সি প্রিমিয়াম ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। ট্যামারিন্ড (☎ ২৫৫২৪০৮) এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা, পাঁচশয্যার এ সি ঘরের ভাড়া ২,৫০০ টাকা। মঙ্গলয়া (☎ ২৫৫৪০৬১) ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: মাধব ইন (☎ ২৫৫২২৯৬), এলিট (☎ ২৫৫৬২১৫), গোবিন্দম রেসিডেন্সি (☎ ২৫৫২৫৪০), অযোধ্যা (☎ ২৫৫৬২২৬), পূর্ণিমা (☎ ২৫৫৬৬৯১)।	রম্ভায় থাকার জন্য রয়েছে ওড়িশা পর্যটনের পান্থনিবাস(☎ ০৬৮১০-২৭৮৩৪৬), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪৫০ টাকা, এ সি কটেজের ভাড়া ২,৯০০ টাকা, ১০ শয্যার শয্যাপ্রতি ভাড়া ২৮০ টাকা। সঙ্গে বেড টি এবং ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: সিকিম পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎ ২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কেরালা ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিস ২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎ ৬৫৩৬-৭১৯০ গুরুভায়ুরের এস টি ডি কোড: ০৪৮৭	বিশদ জানতে যোগাযোগ: ওড়িশা পর্যটন উৎকল ভবন ৫৫, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎ ২২৪৯-৩৬৫৩

একনজরে ছয় ভ্রমণ

	মাওলিনং	বিরথি	ভাণ্ডারদারা
কেন যাবেন	শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে থাইলং নদী। গ্রামটির প্রায় মাঝামাঝি রয়েছে অপূর্ব সুন্দর একটা চার্চ। এখানে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে সুন্দর করে সাজানো ফুলের বাগান। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেতের তৈরি ডাস্টবিন। বিভিন্ন ধরণের দুষ্প্রাপ্য অর্কিডে মোড়া মাওলিনংয়ের পথঘাট। এখানকার অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলি হল: লিভিং রুট ব্রিজ, ব্যালেন্সিং রক, স্কাই ভিউ পয়েন্ট। সবমিলিয়ে এইরকম শান্ত, কোলাহলহীন, দূষণমুক্ত পরিবেশে দুয়েকটা দিন কাটাতে দারুণ লাগবে।	চৌকরি বা পাতাল ভুবনেশ্বর থেকে মুন্সিয়ারি যাওয়ার পথে পাহাড়ে ঘেরা এক ছোট্ট গ্রাম বিরথি। উচ্চতা ১৯৭০ মিটার। থল হয়ে এলে এপথে আপনার সঙ্গী হবে রামগঙ্গা নদী। এই গ্রামের মুখ্য আকর্ষণ বিরথি ঝরনা। পাহাড়ের গা-বেয়ে ১২৫ মিটার ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সুন্দরী বিরথি। কোলাহলহীন শান্ত পরিবেশ এবং প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরা বিরথি মনে থাকে বহুদিন।	সহ্যাদ্রি পাহাড়ের সবুজ ঢালে সাজনো-গোছানো মনোরম শৈলাবাস ভাণ্ডারদারা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৭৫২ মিটার। এখানে আসা যায় সারাবছর। তবে বর্ষার পর ভাণ্ডারদারার সৌন্দর্য সবচেয়ে সুন্দর। সহ্যাদ্রি পাহাড়ে এখান-সেখান থেকে নেমে আসে অসংখ্য জলধারা। ভাণ্ডারদারা প্রভারা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর গতিপথে তৈরি হয়েছে উইলসন ড্যাম। ড্যামের চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেবে। ভাণ্ডারদারায় দুয়েকদিন থেকে দেখে নিতে পারেন অমৃতেশ্বর শিবমন্দির, রতনগড় দুর্গ, আমব্রেলা প্রপাত।
কীভাবে যাবেন	কলকাতা থেকে বিমানে বা ট্রেনে গুয়াহাটি চলে আসুন। গুয়াহাটি যাওয়ার সেরা ট্রেনটি হল ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস। এছাড়াও গুয়াহাটিগামী অন্যান্য কয়েকটি ট্রেন হল ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৭ শিয়ালদা-গুয়াহাটি-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং ১২৫১৭ কলকাতা-গুয়াহাটি গরিব রথ (দ্বিসাপ্তাহিক)। গুয়াহাটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে শিলং আসার জন্য মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস, প্রাইভেট গাড়ি ও শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। এরপর শিলং থেকে গাড়ি ভাড়া করে মাওলিনং আসাই সুবিধাজনক। গাড়িভাড়া কমবেশি ২,৫০০ টাকা।	চৌকরি থেকে বিরথি ৬৪ কিলোমিটার আর পাতাল ভুবনেশ্বর থেকে বিরথি ৭৫ কিলোমিটার। সেক্ষেত্রে নৈনিতাল থেকে গাড়ি ভাড়া করাই সুবিধাজনক। তেল, ড্রাইভার সমেত সুমো জাতীয় গাড়িতে দৈনিক ভাড়া পড়বে ২,৪০০ টাকা এবং অল্টো গাড়িতে দৈনিক ভাড়া পড়বে ২,০০০ টাকা। তবে তেলের দাম কমা-বাড়ার ওপর গাড়িভাড়াও ওঠানামা করে।	হাওড়া-মুম্বই রেলপথের ইগতপুরী স্টেশনে নেমে যাওয়া যায় ভাণ্ডারদারা। হাওড়া থেকে ইগতপুরী যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর) ১২৩২১ মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ), ১২১০২ জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১২১৫২ সমরসতা এক্সপ্রেস (শুক্র, শনি), ১২৮৭০ মুম্বই এক্সপ্রেস (শুক্র)। শালিমার থেকে ইগতপুরী যায় ১৮০৩০ লোকমান্যতিলক এক্সপ্রেস। ইগতপুরী থেকে ভাণ্ডারদারার দূরত্ব ৪৪ কিলোমিটার। এপথে যেতে পারেন ভাড়াগাড়িতে। ভাণ্ডারদারা ভ্রমণে আগ্রহীরা মুম্বইয়ের ১৩৭ কিলোমিটার আগে ইগতপুরী নামতে পারেন।
কোথায় থাকবেন	এখানে থাকার জন্য রয়েছে মাওলিনং গেস্টহাউস (☎৯৮৩০২-০৩৯৭৩), দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। অ্যাটাচবাথসহ দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ১,৮০০ টাকা। চারশয্যার কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা।	এখানে থাকার জন্য রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস (☎০৯৪১০৯১৩১৬৩), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, সুপার-ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। চারশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা। ছয়শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা।	ভাণ্ডারদারায় রয়েছে মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হলিডে রেসর্ট (☎০২৪২৪-২৫৭০৩২, ২৫৭১৭১), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, স্পেশ্যাল দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, তিনশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, তিনশয্যার লেক সাইড কটেজের ভাড়া ২,৭০০ টাকা, ১২ শয্যাঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা (১৭ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি ভাড়া বাড়বে)।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: মেঘালয় পর্যটন ১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ০৪২ ☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ) ভবানীপুর, দেশবন্ধু মার্কেটের কাছে, কলকাতা-৭০০ ০২৫ ☎২৪৮৬৮২৯৫, ৯৩৩৯৮৭৮৯৯৫	বিশদ জানতে যোগাযোগ: মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১ ☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০, ২২৮৪-৫৬৭৮

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

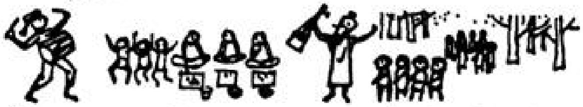

‘চলো দেখে আসি’ বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ ‘সহজ পাঠে’র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

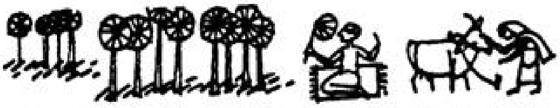

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— ‘চলো দেখে আসি।’

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। ‘এস, এস। চটপট কর। সময় কম।’ এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্‌-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা ‘চলো দেখে আসি’ ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

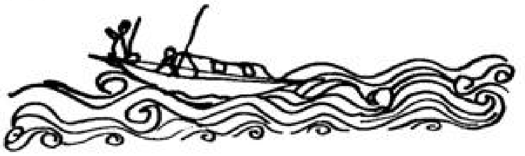

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

নিজস্ব প্যাকেজ— গ্যাংটক পেলিং ইউমথাং- 9 দিন 1-3-2013@9,000. কাশ্মীর 14 দিন 28-3-2013 @13,500/-. সারা ভারত হোটেল বুকিং। প্রত্যহ ইউমথাং ও গুরুদোংমার প্যাকেজ। 98305-29628/99030-64928.

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/97325-45923. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D@2,500/- 2N/3D@3,500/-. তিলাপ্পা প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-, শর্তাবলী প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

কুমায়ুনে একমাত্র বাঙালি ট্র্যাভেল এজেন্সি

Nainital (2N), Jaggeswar (1N), Chaukori (1N), Munsiary (2N), Kausani (1N), Covering Almora, Patalbhubaneswar, Ranikhet, Baijnath, Bageshwar. Kol to Kol. Train-fare, Fooding, Lodging. All sight seeing. DBR 9,800/- (2 sharing), DBR 8,800 (3 sharing) Child 7,500/- (5 to 10 yrs) Child 2,000/- (2 to 4 yrs). 22/3, 24/5. সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল, গাড়ি/বাস ও Corbett সাফারি বুকিং করা হয়। SUNITI TOUR & TRAVELS, AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101 (M): 98301-10177, 98745-26617. www.sunititravels.com H.O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M) 98972-09933, 94519-45541. web:www.sunititravels.com E-mail: little_sparrow 88@yahoo.com

CRISSCROSS TOURS & TREKS

Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Silherigaon, Kolakham Rs. 7,000 onwards (Tailormade) Package includes sightseeing, food & accommodation, transportation. Sikkim-Gangtok, Peling, Rabangla, Lachung, Yumthang (old silk route) Rs. 7,500 onwards (Tailormade) Package includes sightseeing, food & accommodation, transportation. Ph : 99037-84835, 97488-75160 crisscrosstravels@gmail.com

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. ⋆Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. ⋆Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

Pubali Tours & Travels

মধুপুর-শিমুলতলা: 4N/5D-23/01. সুন্দরবন: 2N/3D-22/02. কাশ্মীর: 14N/15D-21/03, 02/04. হিমাচল: 14N/15D-02/04. আসাম-অরুণাচল: 13N/14D-01/05. কুমায়ুন: 14N/15D-06/05. আন্দামান: 6N/7D-04/10. অচেনা উইকএন্ড স্পট। যোগাযোগ: 98317-35373/6450-4196.

শীতের নতুন ঠিকানা— লাখপাঞ্চার

সুন্দরবন, আন্দামান, সিকিম, ডুয়ার্স, ভুটান— আপনার পছন্দমতো দিনে। মার্চ-এপ্রিল 2013-এর জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ প্যাকেজ ও হোটেল, গাড়ি বুকিং। পুরীতে সি ফেসিং রুম। শীতের উইক এন্ড প্যাকেজ। নেচার লাভার্স ক্লাব 2, S. N. Banerjee Rd. 90627-27906, 98315-16442.

SYLVAN TOURS & TRAVELS

রাজস্থান 17/12, নেপাল 22/12, সুন্দরবন 23/1/2013. এছাড়া কাছে-দূরে— পুরী, মন্দারমণি, বকখালি, শান্তিনিকেতন সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 98301-56212, 94334-09706. Web: sylvantravels.com, email : info@sylvantravels.com

SYLVAN TOURS & TRAVELS

ব্যাংকক পাট্টায়া @Rs.19,990/- + airfare + visa সিঙ্গাপুর- মালয়েশিয়া @Rs. 35,500/- + airfare + visa. শ্রীলঙ্কা @ Rs. 29,990/- + airfare + visa 16/1, 20/2, 21/3, 16/4, 21/5. 94334-09706, 98301-56212. email : info@sylvantravels.com

New Eye India Travels

রাজস্থান/কেরালা/ বম্বে-গোয়া/ আন্দামান/ ডুয়ার্স নভেম্বর 2012 থেকে মার্চ 2013 পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার যাত্রা। কমপক্ষে ৮ জন হলে যে-কোনওদিন যে-কোনও প্যাকেজ। 6, C R Avenue, Kol-72, (033) 6459-7052, 97487-56954, 98365-84017, 99034-16136.

Everest Tour & Travels

প্যাকেজ-কাশ্মীর 20/2, 22/3/13. হিমাচল 18/2, 20/3/13. নেপাল 10/2, 25/3. ভুটান 20/1, 23/2. সিকিম (প্রতি সপ্তাহে), এপ্রিলে কল্পা-কিন্নর (গ্রুপে কমপক্ষে ১০ জন)। লে-লাদাখ (জুন/জুলাই)। 94333-92116, 90515-19561, 96743-99546.

প্যাকেজ ট্যুর

আন্দামান প্রতিদিন 1350/-

ভাইজ্যাগ আরাকু 25/1, উত্তর ভারত (হরিদ্বার সহ) 17/1, সিমলা মানালি মণিকরণ 26/12, 24/1, রাজস্থান 22/12, কেরালা-কন্যাকুমারী 6/2 ভুটান 24/12, ভুটান-ডুয়ার্স 8/2, কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী 22/12, নেপাল 22/12, 25/12, গুয়াহাটি-কাজিরাঙা-অরুণাচল 20/1, 22/2, 17/3, 23/3, কুম্ভ স্নান 27/1, 6, 15, 18, 25/2, দার্জিলিং-পেলিং-গ্যাংটক-ইউমথাং-সিল্করুট সহ, সুন্দরবন 24, 25, 26, 30, 31/12, 1, 4, 5, 6/1/2013. S S travel wings, (M): 96740-28866.

S S travel wings

হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ-সিমলা, মানালি, কিন্নর, কল্পা, মণিকরণ, রোটাং পাস, খাজিয়ার, চাম্বা, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর, নৈনিতাল, আলমোড়া, বিনসর, মুন্সিয়ারি, কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী, লে-লাদাখ, (নুব্রা ভ্যালি, খারদুংলা পাস)। এখন বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়। 96740-28866.

S S travel wings

পুরীতে নিজস্ব হলিডে হোম, মন্দারমণিতে Sunview Resort, লাটাগুড়িতে Hotel Dynasty, দার্জিলিংয়ে Traveller's Inn, হরিদ্বারে Kunal Residency. শীতে পিকনিক স্পট ও ছোট ট্যুর, প্যাকেজ বুকিং (M): 96740-28866.

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্র্যাভেলস

প্যাকেজ-ডুয়ার্স 17, 21/12. সিকিম 20, 24/12. দার্জিলিং 14, 21, 28/12. কাশ্মীর 20/12, 18, 24/3, 24/4. সুন্দরবন প্যাকেজ 21, 22, 25, 28, 30/12. ইউমথাং প্যাকেজ 2 রাত্রি 3 দিন 3,000/-, 1 রাত্রি 2 দিন 2,000/-. 60, Chowringhee Rd., 4th Floor, Kol-20, 3262-5588, 99036-93756.

CRISSCROSS TOURS & TREKS

A mixture of pilgrimage, romance, adventure-Kathmandu, Pokhara, Nagarkot, Chitwan, Manakamana darshan. 9N/10D, Kol-Kol, Rs. 13,990 onwards (min 6 pax). Thimpu, Paro, Punakha 6N/7D, Hasimara-Hasimara Rs. 9,990 onwards package includes sightseeing, food & accommodation, transportation, multilingual guide (any date min 6 pax). Ph : 99037-84835, 97488-75160 crisscrosstravels@gmail.com

চলো বেড়াই

সারা ভারত হোটেল, প্যাকেজ ও গাড়ি বুকিং। রেল ও এয়ার ই-টিকিট বুকিং করা হয়। 36, রসা রোড ইস্ট (১ম লেন), কোল -33, 98306-15423, 98301-40509, অলিপকুমার ঘোষ।

বিবেকানন্দ ট্র্যাভেলস

হিমাচলে একমাত্র বাঙালি ট্র্যাভেল এজেন্সি। গাড়ি ও হোটেল বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। ফোন: 98303-75262, 97483-78157. E-mail: travelvivekananda@yahoo.in

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Island Society for Eco Tourism

হাজার মজার আন্দামান— যে-কোনও দিন, যে-কোনও সময়ে, পোর্টব্লেয়ার ওয়াণ্ডুর, জলিবয় চিড়িয়াটাপু, হ্যাভলক, নীল, বারাটাং, মায়াবন্দর, ডিগলিপুর, লিটল আন্দামান (হাট-বে) তে আপনার বাজেট অনুযায়ী অসাধারণ সব প্যাকেজ, সহায়তা। মে ২০১৩-তে কেদার-বদ্রী-তুঙ্গনাথ এবং ভূটানের প্যাকেজ বুকিং চলছে। মোবাইল- 87680-13301, 8902619599.

DAILY SUNDERBAN/DOOARS PACKAGE

আপনার সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কীভাবে ভ্রমণের আনন্দ নেবেন? ভাবছেন! আমরা আছি আপনার সঙ্গে। সমগ্র ভারতের হোটেল বুকিং। যোগাযোগ করুন: DREAM N FLY, 98303-08745/98300-09613. E-mail: dreamnflyholidays@gmail.com

DREAM TOUR AND TRAVELS

আন্দামান ভ্রমণ করুন বিভিন্ন প্যাকেজে— Group Tour & L.T.C Tour. পোর্ট ব্লেয়ারে নিজস্ব অফিস। (জেলাভিত্তিক কমিশন এজেন্ট প্রয়োজন)। পোর্ট ব্লেয়ার: 98740-28438. কোন্নগর: 98743-84901.

হোটেল রিসর্ট

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

Nayek Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা 98310-39240, মানব- 98043-29990.

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস ও রৌনক হোটেল

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লোলেগাঁওতে হোটেল লালিগুরাস ও রিশপে Eco Resort. 700/- থেকে শুরু। কোল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98044-00261, 89026-76740.

হোটেল রিসর্ট

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। www.shilavillaresort.com, E-mail: malaysarkar5a@gmail.com 98301-63896/98362-29187.

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর নেহরু পার্ক

ডাল লেকে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আমাদের অন্যান্য হোটেল— প্রেস (জম্মু), লিডার প্যালেস (পহেলগাঁও), হোটেল ডিপ্লোম্যাট (শ্রীনগর), কাশী বিশ্বনাথ, হীরা হেরিটেজ (কাটরা)। Club Desting তমাল পোদ্দার (M): 98313-60282, বাপ্পা অধিকারী 98303-84279.

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

নিজস্ব হোটেল নিউ দিঘা Sonali bela guest house, গ্যাংটক Cannon lodge. শিলং Payel Hotel, কাজিরাঙা Santi Lodge. সারা ভারতের হোটেল, টেলরমেড প্যাকেজ। 98304-32868, www.kanakanjalitourism.com, 7 B. B. Ganguly St. (Near Lalbazar Xing).

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormatory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

যাত্রাপ্রসাদ ওয়াইল্ড রিসর্ট

গোরুমারার গভীরে, জঙ্গলের মধ্যে কাঠের প্রাসাদে রাত্রিবাস। আন্তরিক আতিথেয়তা, ঘরোয়া রান্না, জয়ন্তী বক্সা, লাভা, সুনতালেখোলা সহ ডুয়ার্স, সিকিমের সর্বত্র হোম স্টে, গাড়ি, প্যাকেজ ভুটানের প্যাকেজ। মোবাইল-8768013301, 8902619599.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) হিমাচল (১০ দিন) ডুয়ার্স (৫ দিন) লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) সিকিম (৯ দিন) প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-2820/1849, (M): 098308-50105. www.sonalitourntravels.net

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5 minutes from Mall, All rooms are Dlx View, Geyser, Colour TV, Carpet with Restaurant: Call: 2262-2820/99033-11361.

দীপ রিসর্ট, পুরী

পুরীর সমুদ্র সৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা এসি ডিলাক্স রুম (সি ফেসিং) বুকিংয়ের জন্য Call করুন: 033 2262-1849/ 09903-311361.

হোটেল রিসর্ট

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাগ)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাকের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

LIV SEA VALLEY RESORT

মন্দারমণির সমুদ্রসৈকতে আপনাকে স্বাগত। এ সি/নন-এ সি কটেজ, রেস্টুরেন্ট, পার্কিং। Call: 2262-1849/98308-50105.

হ্যাপি হলিডে ডেস্টিনেশনস প্রাঃ লিঃ

কম খরচে শীতের ছুটি, কানহার জঙ্গলে থাকা-খাওয়া, জঙ্গল সাফারি, 6 দিনের প্যাকেজ, সুন্দরবন, করবেট, যে-কোনও ছোট মনের মতো ছুটির খোঁজে। যোগাযোগ: Mr. Das 98746-90699.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা, হোটেল ও প্যাকেজ ট্যুর। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১। Ph: 2262-1849/2820, (M): 098308-50105. www.sonalitourntravels.net

PRANTIK RETREAT DEULTI (HOWRAH)

A.C, NON A.C. ROOM, LCD TV. LAWN FOR PICNIC A. C. CONFERENCE HALL, RESTAURANT, CAR PARKING, CHILDREN'S PARK. M: 93309-64329/94322-56497. chutuk.gvpta@gmail.com

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্র্যাভেলস

পুরীতে আমাদের নিজস্ব হোটেল Blue Sea (New)। ডুয়ার্স- Taskers Den, Green Touch Resort, Acacia Eco Forest. এছাড়া দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, গুয়াহাটি, শিলং, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিং। 60, Chowringhee Rd., 4th Floor, Kol-20, (033) 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

পুরী, গোপালপুর, চাঁদিপুর, দিঘা, শংকরপুর, মন্দারমণি, বকখালি, ঘাটশিলা, শান্তিনিকেতন, তারাপীঠ, গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং, দার্জিলিং, কালিম্পং হোটেল বুকিং: Ph: 2262-2820/98308-52068. www.hotelatpuri.com

মাত্র ৫০০ টাকায়

এখানে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন

যোগাযোগ করুন:

৯৮৩১৫-৫৭৩৫৩/২২৮৩-২৩২০/২২৮৩-৫৫২৬

ই-মেল: advt@swarnakshar.in

২০টি পিকনিক স্পট

নেচার পার্ক

নেচার পার্ক

মুদিয়ালি ফিশারম্যান'স কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালনায় গড়ে উঠেছে 'নেচার পার্ক' পিকনিক স্পট। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বজবজ লোকালে ব্রেসব্রিজ স্টেশনে নেমে মাত্র ১৫ মিনিটের হাঁটাপথ। বাস বা অটোও পাবেন। কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে এলে তারাতলা মোড় থেকে ডানহাতি রাস্তা ধরে সোজা এগলে পার্কে পৌঁছনো যায়। ১বি, ১২, ৪২বি, ২৪১এ, এস ডি-২৭ ইত্যাদি বাসেও পার্কে পৌঁছনো যায়।

প্রায় ৪৩০ বিঘা জমির ওপর বিশাল জলাশয় ও বাগানে ঘেরা পার্কের ভেতরে রয়েছে সেগুন, মেহগনি, কদম, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ, দেবদারু গাছ এবং মরসুমি ফলের বাগান আর রয়েছে মৎস্যচাষ ও প্রজননকেন্দ্র। শীতের আগে পরিযায়ী পাখিরা গাছে এসে ভিড় জমায়, শীত ফুরোলেই তারা আবার যে যার গন্তব্যে ফিরে যায়। কচিকাঁচাদের জন্য রয়েছে দোলনা, স্লিপার আর ময়ূর, হরিণ, রাজহাঁস, বিভিন্ন পাখির একটা মিনি চিড়িয়াখানাও। বিভিন্ন গাছ ও ফুলের নার্সারিও দেখতে পাবেন।

বনভোজনের জন্য ছোট, বড় ও মাঝারি মানের ৫০০-৮০০ টাকা ভাড়ায় মোট ৪৫টি স্পট আছে। ৪টি কটেজও আছে, প্রতিটির ভাড়া ২,০০০ টাকা। আর আছে একটি জাহাজবাড়ি, ভাড়া ৩,০০০ টাকা। আগেভাগে বুকিং করে আসতে হবে।

জলাশয়ে বোটিংয়ের জন্য আছে ২টি স্পিড বোট। মাথাপিছু ২০ টাকায় একসঙ্গে ৪০ জনের বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ৩০টি প্যাডেল বোটও আছে। ৫০ টাকায় চারজন আধঘণ্টা বোটিং করতে পারবে। পার্কের ভেতরে প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ১০ টাকা। তবে জানুয়ারি মাস থেকে মাথাপিছু ১৫ টাকা দিতে হবে। মনে রাখবেন, পিকনিক স্পট বুকিং শুরু হয় মাসখানেক আগে থেকেই। যোগাযোগ: **সমীর রং**

☎৯৮৩১৫-৩০৬৩৫, ২৪৯১-৪৭৩৭

ইন্দিরা পার্ক ঘাট

শিয়ালদা-বজবজ লোকালে বজবজ স্টেশনে নেমে অটোতে যেতে হবে পূজালি ছোট বটতলা। ডানদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগলেই হুগলি নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে 'ইন্দিরা পার্ক ঘাট'। গাড়ি নিয়ে আসতে হলে তারাতলা মোড়ের ডানদিকের ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা বাটানগর পেরিয়ে সি ই এস সি-র বজবজ ইউনিটের পরেই ছোট বটতলা।

পূজালি পৌরসভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই মনোরম পার্কটি। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে এখানে। অ্যাকোয়ারিয়াম, পাখির ঘর, দোলনা, স্লিপার ছাড়াও সারা পার্ক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

ইন্দিরা পার্ক ঘাট

বাঘ, চিতাবাঘ, হনুমান, ময়ূর, হরিণ, বিভিন্ন পাখি ইত্যাদির কৃত্রিম অবিকল প্রতিকৃতি। একটি বিশাল মৎস্যকন্যার প্রতিকৃতিও আছে। এগুলি আনা হয়েছে কুমোরটুলি আর কৃষ্ণনগর থেকে। নদীর পাড় জুড়ে বানানো হয়েছে বিশাল লন ও বসার জায়গা। বড়দের জন্য রয়েছে পার্কের পাশে খেলার মাঠ। পিকনিকের জন্য মোট ৮টি স্পট আছে। এর মধ্যে ২টি উচ্চমানের। ৬টি সাধারণ। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ১,৫০০ ও ৮০০ টাকা। পার্ক সংলগ্ন ৩টি ঘরও আছে। দুটির ভাড়া ৫০০ টাকা, অপরটি ৪০০ টাকা। পিকনিক পার্টিকে স্পট ও ঘর আলাদা-আলাদা ভাড়া নিতে হবে। পুরো পার্কটির ভাড়া ৫,০০০ টাকা এবং রুমচার্জ আলাদা।

যোগাযোগ: **প্রশান্ত মিত্র বা শ্যামলেন্দু দাস**
☎২৪৮২-০২৫২/২২৬৭

চিনামন্দির, অছিপুর

পূজালি গেস্টহাউস অ্যান্ড পিকনিক পার্ক

কলকাতার খুব কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালি পৌরসভা পরিচালিত হুগলি নদীর তীরে সুসজ্জিত বাগান ঘেরা মনোরম পিকনিক স্পট 'পূজালি গেস্টহাউস অ্যান্ড পিকনিক পার্ক'। নানান পাতাবাহার ও ফুল গাছে ঘেরা গেস্টহাউসে রয়েছে ৫টি ঘর। তিনটি বাতানুকূল ও দুটি সাধারণ। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। পিকনিক দলের জন্য পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাড়া ধার্য করেছেন। একটি বাতানুকূল ঘর, রান্নার জায়গা সহ বাগানের একাংশের ভাড়া ১,২৫০ টাকা (৮০০ টাকা ও ৪৫০ টাকা)। সাধারণ একটি ঘর, রান্নার জায়গা সহ বাগানের একাংশের ভাড়া ৯৫০ টাকা (৫০০ টাকা ও ৪৫০ টাকা)। এছাড়াও ৪টি কটেজের প্রতিটির ভাড়া ৮০০ টাকা। পুরো পিকনিক স্পটটির ভাড়া ৭,৫০০ টাকা। পিকনিকের ফাঁকে ডিঙি নৌকা ভাড়া করে নদীর বুকে নৌবিহারের আনন্দও উপভোগ করতে পারেন।

পূজালি পিকনিক পার্ক

শিয়ালদা থেকে বজবজ লোকালে শেষ স্টেশন বজবজ। সেখান থেকে অটোয় সোজা অছিপুর। গাড়ি নিয়ে এলে, তারাতলা মোড় থেকে ডানদিকের ট্রাঙ্ক রোড ধরে বাটানগর পেরিয়ে সি ই এস সি-র বজবজ প্ল্যান্ট ছাড়িয়ে সোজা অছিপুর। মনে রাখবেন, শনি ও রবিবার বাদে যে-কোনও দিন বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ করে আসতে হবে। যোগাযোগ:
শ্যামলেন্দু দাস বা প্রশান্ত মিত্র
☎২৪৮২-২২৬৭/০২৫২

অছিপুর চিনাম্যানতলা

কলকাতার খুব কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের অছিপুর চিনাসম্প্রদায়ের অত্যন্ত পবিত্রস্থান। এখানে রয়েছে অছিসাহেবের সমাধিস্থল। এর সামান্য দূরে বয়ে চলেছে হুগলি নদী। চিনামন্দিরের আশপাশে কিংবা নদীর পাড়ে অসংখ্য ফাঁকা জায়গা। পছন্দমতো জায়গা বেছে বসে পড়তে পারেন পিকনিক করতে। মনোরম প্রাকৃতিক শোভা এখানকার উপরিপাওনা। কাছেই ঘুরে আসতে পারেন ছাইয়ের পাহাড়ে। স্থানীয় সি ই এস সি প্ল্যান্টের ছাই পাইপের মাধ্যমে এসে জায়গাটি ভরাট হয়ে এই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছে হলে ডিঙি নৌকা ভাড়া করে নৌবিহারের আনন্দও উপভোগ করা যায়। পিকনিকের সব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। তবে, যাওয়ার পথে বজবজ বা চড়িয়ালবাজার থেকেও ভাড়া নেওয়া যায়।

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বজবজ স্টেশনে নেমে অটো নিয়ে সোজা চলে যান অছিপুর বড় বটতলা। বাঁদিকের রাস্তা ধরে ১৫ মিনিট এগলেই অছিপুর চিনাম্যানতলা। একটা রাত কাটাতে চাইলে কাছাকাছি পূজালি গেস্টহাউস আগেভাগে বুক করে আসতে হবে।
যোগাযোগ: ☎২৪৮২-২২৬৭/০২৫২

ব্লু ডায়মন্ড গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে হুগলি নদীর তীরে নতুনভাবে সেজে উঠেছে এই গার্ডেনটি। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় শেষ স্টেশন বজবজে নেমে অটোয় বজবজ ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা অছিপুর বড় বটতলায় নামতে হবে। বাঁদিকের রাস্তা ধরে মিনিট ১৫ হাঁটাপথে চিনামন্দিরের পাশের গলি দিয়ে সামান্য এগলেই গার্ডেনটি। বাগানটি ঝাউ, দেবদারু, নারকেল, সুপুরি ইত্যাদি নানারকম গাছে ঘেরা। শীতের মরশুমে গাঁদা, ডালিয়া, গোলাপ ইত্যাদি নানান ফুলে সেজে ওঠে। বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্যও রয়েছে প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। কমপক্ষে ১০০-১২০ জন পিকনিক

রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান

করতে পারে। ভেতরে রয়েছে সুসজ্জিত দুটি ঘর। একটিতে অ্যাটাচড বাথ। রান্নার জায়গা আলাদা। ডেকরেটরের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাগানের ভেতরেও সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া যায়। ক্যাটারিংয়ের সুব্যবস্থাও রয়েছে। সিজন ভেদে বাগানটির ভাড়া পড়ে ১,৮০০-২,২০০ টাকার মতো। পিকনিকের ফাঁকে বা অবসর সময়ে ঘুরে আসতে পারেন ঢিলছোড়া দূরে নদীর পাড়ে। ইচ্ছে হলে নদীর বাঁ-পাড় ধরে চলে যান ছাইয়ের পাহাড়ে। যোগাযোগ:

বাবুয়া দাস
☎৯৮৭৪৪-৯৫৭৮১, ৯২৩১৩-০২১৭২

রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান

কলকাতার খুব কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ-বিড়লাপুরের নতুন রাস্তায় জনপ্রিয় পিকনিক স্পট রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান। পূর্ব নিশ্চিন্তপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধীন বজবজ ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি সুবিস্তৃত খালের দুপাশে সাজানো-গোছানো বাগান দিয়ে ঘেরা এই মনোরম স্পটটি। শাল, সেগুন, ঝাউ, শিশু, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন, অর্জুন, ইউক্যালিপ্টাস ইত্যাদি গাছ খালের দুপাড়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো। সুন্দর ফুলের বাগানে শীতকালীন নানা মরশুমি ফুল ভরে থাকে। শিশুদের জন্য সুসজ্জিত পার্কে রয়েছে স্লিপার, দোলনা ছাড়াও ব্যালান্সিং রক, ক্যাঙারু সুইং, মেরি গো রাউন্ড, সি-স, জাঙ্গল জিমন্যাসিয়াম ইত্যাদি নানা খেলার সরঞ্জাম।

বাগানের মধ্যে রয়েছে উত্তরায়ণ, ঐকতান, নির্ঝর-নিরালা নামের তিনটি বাংলো। মোট ৫টি ঘর সহ কমন বাথরুম এবং আলাদা রান্নার ব্যবস্থা আছে। উত্তরায়ণে দুটি এবং ঐকতানে একটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে, নির্ঝর-নিরালায় দুটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা করে। এছাড়া একেবারে আলাদা গ্রাম্য পরিবেশে 'মানসী' নামে একটি কুঁড়েঘরও বানানো হয়েছে। ভাড়া ৮০০ টাকা। একসঙ্গে ৪০-৫০ জন এখানে পিকনিক করতে পারবে। ক্যানেলের অপরপারে বাথরুম সংলগ্ন মোট ১০টি কটেজ আছে। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। ফাঁকা জায়গায় বসে পিকনিক করলে ভাড়া পড়বে ১৫০ টাকা। এছাড়া যাঁরা বোটিং করতে চান তাঁদের জন্য প্যাডেল বোটও আছে। ৪০ টাকা দিয়ে এক ঘণ্টা জলাশয়ে ঘুরেও বেড়াতে পারেন। বাগানে প্রবেশমূল্য ১২ বছরের উর্ধ্বে মাথাপিছু ৩ টাকা।

যোগাযোগ ও বুকিং:

পঞ্চায়েত প্রধান
পূর্ব নিশ্চিন্তপুর গ্রাম-পঞ্চায়েত সমিতি
বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
☎২৪৮২-৭৭৫৭/১৬৯৭
অথবা
জগদীশ হালদার ☎৯৩৩০৯-০৮২৮৩
বাবলু হালদার ☎৯৮৩১৯-১৫৭১৮
মামনি মণ্ডল ☎৯৮৩০৭-১৭০৯৭

ড্রিমল্যান্ড পিকনিক পার্ক

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বজবজ স্টেশনে নেমে অটোয় অছিপুর বড় বটতলা নেমে বাঁদিকের রাস্তা ধরে মিনিট ১৫ হাঁটলেই নদীর পাড়ে পার্কটি। চারদিক ঘেরা ফাঁকা জায়গা। ভেতরে রয়েছে নানান গাছগাছালি। অন্ততপক্ষে ৩০০ জন একসঙ্গে পিকনিক করা যায়। রয়েছে একছাদের নীচে ৩টি ঘরও। পুরো পার্কটি একটি পার্টি বুক করলে সেক্ষেত্রে ভাড়া পড়বে ৩,৫০০ টাকা। পিকনিক-এর মরশুমে

ছিংকুল

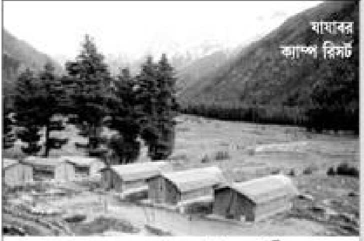

ভারতের শেষপ্রান্তে তিব্বত সীমান্তে হিমালয়ের কোলে তাঁবু (TENT)-তে বসপানদীর তীরে যাযাবর ক্যাম্প রিসর্ট-এ রাত্রিযাপন করুন।

দেবভূমি-র
নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা
কেলং: হোটেল ডেকিট
সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার এন্ড স্নো ভিউ, মেহাক রিসর্ট
কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট
টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ
কাজা: স্পিতি সরাই, ডেলেক হাউস

কিন্নর, গোয়া, আন্দামান
(যে-কোনও দিন/যে-কোনও সময়)

কিন্নর-কৈলাস (৭ রাত ৮ দিন)
কিন্নর-মানালি (১০ রাত ১১ দিন)
গোয়া (৪ রাত ৫ দিন)
আন্দামান (৭ রাত ৮ দিন)

প্যাকেজ

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী-29/3, 19/4, 30/4, 17/5, 28/5
লে-লাদাখ- 5/6, 23/6, 5/7, 14/7, 26/7
গোয়া-19/1
মধ্যপ্রদেশ- 22/12
নেপাল- 24/12, 28/12
রাজস্থান-28/12

DEB BHUMI
Tour & Travels
Head Off.: 28, B.B. Ganguly Street,
Kolkata-12 (W.B.)
9874373380, (033) 4066-0235, 09903522455
Himachal : 09816404793, 09418342999
E-MAIL: debbhumitravels@gmail.com
www.debbhumitravels.com

দিকশারি গার্ডেন

স্পটটি ৩টি আলাদা-আলাদা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে স্পটপ্রতি ভাড়া ১,২০০ টাকা। ডেকরেটর সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পার্কের ভেতরেও ভাড়া নিতে পারেন। ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। পিকনিকের ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে নিন চিনামন্দির, নদীর পাড় ও ছাইয়ের পাহাড়। প্রয়োজনে ডিঙি নৌকো ভাড়া করে ভেসে পড়ুন নদীর বুকে। যোগাযোগ: **আলমগীর খাঁ**

☎৯৮৮৩৩-৩১৩২৪, ৯০৫১১-১৫৫৪৮

দিকশারি গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূর্ব নিশ্চিন্তপুরে বিড়লাপুর নতুন রাস্তার ওপর মনোরম পরিবেশে তৈরি সম্পূর্ণ নতুন পিকনিক স্পট ‘দিকশারি গার্ডেন’। প্রায় ২ বিঘা জমির ওপর সাজানো-গোছানো এই সুসজ্জিত গার্ডেনটিতে শিশুদের জন্য রয়েছে দোলনা, স্লিপার, ব্যালান্সিং রক, মেরি গো রাউন্ড ছাড়াও নানারকম সরঞ্জাম। এছাড়াও ছোট্ট ঝিলের পাশেই আছে বিভিন্ন পাখি ও গিনিপিগের ঘর। সাজানো-গোছানো একটা মঞ্চও বানানো হয়েছে। পিকনিকের ফাঁকে সবাই মিলে একসঙ্গে ছোটখাটো জলসাতেও মেতে উঠতে পারেন। গার্ডেনের ভেতরেই রয়েছে সংলগ্ন বাথরুম সহ একটি দ্বিতল গেস্টরুমও। ওপর-নীচে দুটি ঘর। শুধুমাত্র একটি পিকনিক পার্টিকেই ভাড়া দেওয়া হয়। একসঙ্গে ১০০ জনের মতো পিকনিক করতে পারবে। পুরো স্পটটির ভাড়া ৩,০০০ টাকা। তবে গেস্টহাউসের একটি ঘর সহ পুরো বাগানটি ভাড়া নিলে পড়বে ২,৫০০ টাকা। ডেকরেটরের সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গেই নিয়ে আসতে হবে। তবে গার্ডেনের পাশেও ভাড়া পাওয়া যায়। ক্যাটারিংয়ের সুব্যবস্থাও আছে।

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বজবজ স্টেশনে নেমে অটোয় বিড়লাপুর নতুন রাস্তায় পূর্ব নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উল্টোদিকে এই গার্ডেনটি। যোগাযোগ ও বুকিং: **কবিতা দাস বা জগদীশ হালদার**

☎৯৮৩১০-২৮১৫৮, ৯৩৩০৯-০৮২৮৩, ৯৮৩১৩-২১৯১০

পূর্ব অবকাশ পিকনিক গার্ডেন

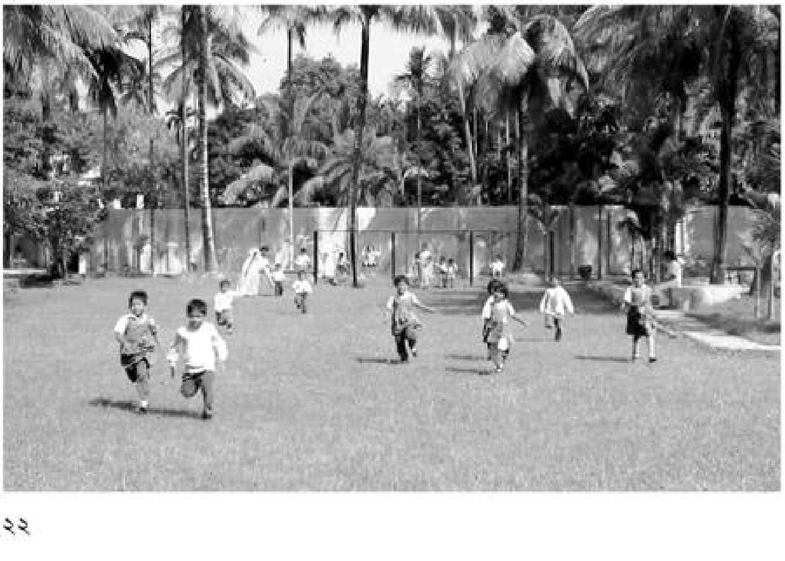

লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটির কাছেই প্রায় দেড় বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই সুসজ্জিত বাগানবাড়ি— লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে শিয়ালদা থেকে ধরুন ক্যানিং লোকাল। নামতে হবে চম্পাহাটি স্টেশনে। অথবা বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা বা ডায়মন্ডহারবার লোকাল ধরে বারুইপুর নেমে ৬ কিলোমিটার দূরে কাটাখাল হয়ে চলে আসুন পিকনিক স্পটে। গাড়িতে এলে কামালগাজি হয়ে সোনারপুর রেলসেতু অতিক্রম করে চম্পাহাটি লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে লোকনাথ পিকনিক গার্ডেন। এখানে রয়েছে পুকুর, বাচ্চাদের খেলার জায়গা। একদিনে একটি দলকেই পিকনিকের অনুমতি দেওয়া হয়। শনিবার, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে ভাড়া পড়বে ৩,০০০ টাকা। অন্যান্য দিনে (সোম থেকে শুক্র) ভাড়া পড়বে ২,৫০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **বিমান বিশ্বাস**

☎৯৮৩৬০-৮৭৩৭৮, ২৪৩২-২৬৩৬

অবকাশ পিকনিক গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাউথ গড়িয়া গ্রামে পূর্ব অবকাশ পিকনিক গার্ডেন। কলকাতা থেকে সড়কপথে দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এলে নামতে হবে সুভাষগ্রাম বা চম্পাহাটি স্টেশনে। গাড়িতে এলে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে গড়িয়া, কামালগাজি, নরেন্দ্রপুর, হরিনাভি হয়ে আসুন সাউথ গড়িয়া। একদিনে শুধুমাত্র একটি দলকেই পিকনিকের অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া ৫,০০০ টাকা। খাওয়ার জন্য শেড ও রান্না করার ব্যবস্থা আছে। এখানে একটি গেস্টহাউস আছে। রয়েছে ৬টি দ্বিশয্যার ঘর, চারশয্যা করে ২টি ডর্মিটরি। সবটা নিলে ভাড়া ১০,০০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **শ্যামল মুখার্জি**

☎৯৮৩১৭-১১৩০১, ৯৮৩১১-২১২২৫

সৃষ্টি গার্ডেন

সৃষ্টি গার্ডেন পিকনিক স্পটটি স্থানীয় মানুষের কাছে বি বি চ্যাটার্জির বাগানবাড়ি হিসেবেই বেশি পরিচিত। কলকাতা থেকে

গাড়িতে গেলে ঠাকুরপুকুর বাজার, বিবিরহাট হয়ে বাকরাহাট মোড়, রায়পুর মোড়। সেখান থেকে ডানদিকে বজবজ অভিমুখে দেড় কিলোমিটার গিয়ে চকমানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চকমানিক পঞ্চায়েত অফিস। এর বিপরীতেই সৃষ্টি গার্ডেন। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে এলে প্রথমে বজবজ পৌঁছে অটোতে যেতে হবে চড়িয়াল মোড়। সেখান থেকে অটো পাল্টে চকমানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৮ বিঘা জমির ওপর তৈরি হয়েছে এই বাগানবাড়িটি। সঙ্গে রয়েছে পুকুর ও সুবিশাল লন। রয়েছে একটি বাংলো, ড্রয়িংরুম। একদিনে একটি দলকেই পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া ৬,০০০ টাকা।

বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
মানসী চ্যাটার্জি ☎২৪২৪-১১১৩
তারাপদ মণ্ডল ☎৯৬৭৪৬-৪৮৫৪৬

মনোবিতান

মনোবিতান পার্কটি গড়ে তুলেছে চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (CINI)। ঠাকুরপুকুর বাজার-বাকরাহাট রোডে এই মনোবিতান পর্যটনকেন্দ্র। পিকনিক স্পট হিসেবে ভাড়া দিয়ে যে টাকা আয় হয় সেই টাকা দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সেবার কাজে লাগানো হয়। এখানে রয়েছে রোপওয়ে, বোটিং, মেরি গো রাউন্ড, টারজান হাউস। এখানে রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা আছে। এ সি ঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা। নন-এসি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা। ৫ একর জমির ওপর তৈরি এই পার্কটি পিকনিকের জন্য পুরোপুরি ভাড়া নিলে খরচ পড়বে ১৩,০০০ টাকা। এছাড়াও এখানে দুটি কনফারেন্স রুম আছে। এ সি কনফারেন্স রুমের ভাড়া ২,০০০ টাকা এবং নন-এ সির ভাড়া ১,৫০০ টাকা। এখানে ক্যাটারিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
সম্রাট গঙ্গোপাধ্যায় ☎৯৯০৩৮-৮৮০৬২

নন্দীবাগান

হুগলি জেলার কোন্নগরে গঙ্গার তীরে নন্দীবাগান। এখানে একই সঙ্গে ৩৫০-৪০০ জন পিকনিক করতে পারেন। গাড়ি করে নন্দীবাগান পৌঁছতে হলে জি টি রোড হয়ে আসতে হবে। ট্রেনে এলে নামতে হবে হাওড়া-শেওড়াফুলি-ব্যান্ডেল শাখার কোন্নগর স্টেশন। কোন্নগর স্টেশন থেকে রিকশা বা অটোতে নন্দীবাগান পৌঁছনো যায়। এখানে একদিনে চারটি দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২টি বড় গ্রুপ এবং ২টি ছোট গ্রুপ। বড় স্পট দুটির ভাড়া ৬,০০০ টাকা করে এবং ছোট স্পট দুটির ভাড়া ২,৫০০ টাকা করে। আবার পুরোটা নিলে শনি, রবি ও

Poorva Travels
183/2, Lenin Sarani, Near Dharamtala X-ing.
Kolkata - 700 013 Ph.: 2212 8993/ 6450 7178
(M) 9831070828 / 9831578900

RAJASTHAN
জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, জয়সলমির, মাউন্ট আবু, উদয়পুর, চিতোর, পুষ্কর, রণথম্ভোর সহ রাজভূমি রাজস্থানে RTDC / Private Hotels-এবং Transport Booking-এর ব্যবস্থা। Sam/Khuri Village-এ Desert Safari এবং রাত্রিবাসের অনন্য আয়োজন।

KTDC
আলেপ্পি, মুন্নার, পেরিয়ার, কোচি, ভারকালা, কোভালামে, KTDC/PRIVATE HOTEL-এর বুকিং।

হাজার মজার নেপাল
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোটে মনোরম পরিবেশে বিভিন্ন হোটেল।

আন্দামানে Exclusive Family Package

কুমায়ুন, হিমাচলে Hotel / Transport Booking এবং Family Package.

কুয়াশার চাদর সরিয়ে নরম
রোদকে গায়ে মেখে ধোঁয়া ওঠা
কাপে আলতো চুমুক...
তারই মাঝে বনভোজন বা
শীতের ছুটিতে আপনার
সফরসঙ্গী Season 4
সারা ভারতের যে কোনও স্থানে,
সরকারি এবং বে-সরকারি
হোটেল ও গাড়ি এবং সপ্তাহান্তে
সুন্দরবন, মন্দারমণি, দীঘা,
তাজপুর, বিহারীনাথ, ধুতুরদহ,
ইটাচুনা রাজবাড়ি, কারুজ-
বর্ধমান, জলপথ, বরন্তি,
গড়পঞ্চকোট, মুকুটমণিপুর,
টাকি, বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া বা
সবুজের সমারোহে, ঘরোয়া
আতিথেয়তায় জলদাপাড়া-
সুনতালেখোলা।

নিজের মতো করে বাংলাদেশ
ঘুরে আসুন ব্যবস্থাপনায়
Season 4

কুশল স্টে– সুনতালেখোলা
ওয়াইবা রিসর্ট– সিলেরী গাঁও
হিমালয়ান ভিলেজ রিসর্ট– উত্তরে
সিঙ্গালিলা ভিলেজ রিসর্ট– হি-বাজার
আকাশিয়া ইকো রিসর্ট– জলদাপাড়া

Season Four Holidays &
Entertainment Pvt. Ltd.
20, Ajanta Park, Kolkata- 86
Baghajatin.
PH: (033) 6548-2804
M: 9830877017, 9830881885,
9051013413
e-mail: season4holidays@rediffmail.com
season4travelg@gmail.com
website: season4.co.in

অন্যান্য ছুটির দিনে ভাড়া পড়বে ১৬,৫০০ টাকা। সপ্তাহের অন্যান্য দিন ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষ। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **বিশ্বজিৎ সাহা** ☎৯৮৩০১-২৯৫০৩

মাতৃনিবাস

ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে সুন্দর পরিবেশে গড়ে উঠেছে মাতৃনিবাস পিকনিক স্পট। ৭ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা এই বাগানবাড়িতে আমবাগান, লিচুবাগান ছাড়াও রয়েছে পুকুর, হাউসবোট, কটেজ, তাঁবু ইত্যাদি। বাচ্চাদের খেলার জায়গাও আছে। তাঁবু ভাড়া নিলে খরচ পড়বে ৮০০-১,০০০ টাকা। হাউসবোট এবং কটেজ ভাড়া করলে খরচ পড়বে ১,৫০০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে ঘর সমেত ৩ বিঘা জমির ওপর পিকনিক করার জায়গা। এক্ষেত্রে ভাড়া আলোচনাসাপেক্ষ। এখানে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা আছে। বাসনপত্রও ভাড়া পাওয়া যায়। হাতে সময় থাকলে মাতৃনিবাস থেকে কাছাকাছির মধ্যে ঘুরে আসতে পারেন শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুর। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **গৌরচন্দ্র সুর** ☎৯৮৩০১-২৭৯২৫, ২৬৯৪-০৫০৯

পরিচয় বিনোদন পার্ক

হাওড়া জেলার আন্দুলে রয়েছে পরিচয় বিনোদন পার্ক। হাওড়া থেকে দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে খড়গপুর, মেচেদা, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর, বালিচক, হলদিয়া লোকাল ধরে চলে আসুন আন্দুল। আন্দুল স্টেশনের একদম কাছেই পিকনিক স্পটটি। সরাসরি গাড়িতে এলে দ্বিতীয় হুগলি সেতু অতিক্রম করে আসতে হবে। পার্কটির ভেতরে রয়েছে পুকুর, বাচ্চাদের খেলার জায়গা। একদিনে একটি দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া ২,০০০ টাকা। এদের নিজস্ব রেস্তোরাঁ আছে। বাইরের খাবার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
নিরাপদ মণ্ডল ☎৯৮৩১০-০৫৭০৯

নন্দী বাগানবাড়ি

বারাকপুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে দেবপুকুরে সুন্দর পিকনিক স্পট নন্দী বাগানবাড়ি। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসতে চাইলে শিয়ালদা থেকে বারাকপুর, কল্যাণী সীমান্ত, নৈহাটি, রানাঘাট, গেদে, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর লোকাল ধরে বারাকপুর স্টেশনে নেমে অটোয় লালকুঠি হয়ে দেবপুকুর চলে আসুন। গাড়িতে এলে বারাসাত-বারাকপুর রোড ধরে বারাসাত থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে দেবপুকুর নন্দী বাগানবাড়ি। প্রায় সাড়ে ৬ বিঘে জমিতে গড়ে উঠেছে এই বাগানবাড়ি। প্রচুর গাছপালা, পুকুর, ফুলের বাগান, বাচ্চাদের খেলার জায়গা, দোলনা— সবমিলিয়ে সপরিবারে একটা দিন হইহই করে কাটানোর আদর্শ জায়গা এই বাগানবাড়ি। একদিনে একটি দলই পিকনিক করতে পারে। শনিবার ও রবিবার পিকনিক করলে ভাড়া পড়বে ৭,০০০ টাকা। অন্যান্য দিনে (সোম থেকে শুক্র) ৫,০০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **সুজয় নন্দী** ☎৯৮৩১৩-৫৬০০৮।

কল্যাণী পিকনিক গার্ডেন

কল্যাণী সীমান্ত স্টেশন থেকে ২ মিনিটের হাঁটা পথে কল্যাণী পিকনিক গার্ডেন। ট্রেনে এলে সবচেয়ে ভালো হয় শিয়ালদা থেকে কল্যাণী সীমান্ত লোকাল ধরলে। এছাড়াও রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, গেদে, শান্তিপুর লোকাল ধরে কল্যাণী স্টেশনে (মেইন) নেমে ২৭ নং বাসে বা অটোতে চলে আসুন কল্যাণী পিকনিক গার্ডেন। গাড়িতে এলে কল্যাণী-বারাকপুর এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে আসুন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের অধীনস্থ এই পার্কটিতে ছোটদের খেলার জায়গার পাশাপাশি বড়দেরও খেলার জায়গা রয়েছে। গাছগাছালিতে ঘেরা এই গার্ডেনের প্রবেশমূল্য ১৫ টাকা। এখানে পিকনিক করার জন্য স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। টালির শেড, কংক্রিটের ডাইনিং টেবিল সহ (৬০ জন বসতে পারে) ভাড়া ৫০০ টাকা। প্যাগোডার ভাড়া ৩০০ টাকা। কিচেন শেড ২০০ টাকা। পার্কসংলগ্ন ক্যান্টিন থেকে রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম ভাড়া পাওয়া যায়। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **কুমার ঘোষ** ☎৯৩৩৯৮-৭৬৮২৩

মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ায় গড়ে উঠেছে মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক। শিয়ালদা উত্তর শাখা থেকে বনগাঁ, হাবড়া, গোবরডাঙা লোকাল ধরে হাবড়া স্টেশনে নেমে এই পার্কে যাওয়ার ভ্যান পাবেন। হাবড়া স্টেশন থেকে দূরত্ব তিন কিলোমিটার। পার্কের প্রবেশমূল্য ১৫ টাকা। এখানে রয়েছে প্রচুর গাছগাছালি, সুসজ্জিত বাগান, ঝরনা, সায়েন্স মিউজিয়াম, রোপওয়ে এবং বোটিং করার সুযোগ। বোটিংয়ের খরচ মাথাপিছু ১৫ টাকা, মেট্রো বাস ৫ টাকা, ড্রাগন ট্রেন ১০ টাকা, সায়েন্স মিউজিয়াম ৫ টাকা, রোপওয়ে চড়ার খরচ ১৫ টাকা। এখানে পিকনিক করার জন্য পাঁচ ধরণের স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। একটি গেস্টহাউসে তিনটি রুম ও অ্যাটাচ বাথরুমসহ ভাড়া ১,৫০০ টাকা। টিনের ছাউনি দেওয়া স্পটগুলির ভাড়া ১,০০০ টাকা, ৮০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা। খোলা আকাশের নীচে স্পটের ভাড়া ৪০০ টাকা। বুকিং এবং বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ☎০৩২১৬-২৩১৮৮৮।

আইচদের বাগানবাড়ি

মধ্যমগ্রামের কাছে প্রায় চার বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই পিকনিক স্পট আইচদের বাগানবাড়ি। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে শিয়ালদা থেকে মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, বারাসাত, দত্তপুকুর, হাবড়া, হাসনাবাদ, বসিরহাট বা গোবরডাঙা লোকাল ধরে নামুন মধ্যমগ্রাম স্টেশন। সেখান থেকে ম্যাজিক ভ্যানে মাথাপিছু ৭ টাকা ভাড়ায় চলে আসুন এই বাগানবাড়ি। গাড়িতে এলে ভি আই পি রোড, যশোর রোড ধরে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়, ইটখোলা হয়ে শিবকালী মন্দির— এখানেই আইচদের বাগানবাড়ি। এখানে আছে সবুজ ঘাসের লন, মরশুমি ফুলের বাগান, চিলড্রেন্স পার্ক, ফোয়ারা, পুকুর, ট্রি-হাউস। পুকুরের ওপরে খুব সুন্দর একটি ব্রিজ আছে। রয়েছে পুকুরে মাছ ধরার সুযোগ। পিকনিকের ফাঁকে দেখে আসতে পারেন শিবকালী মন্দির, বাদুর সর্পোদ্যান। একদিনে একটি দলকে পিকনিক করার সুযোগ দেওয়া হয়। ভাড়া ৫,০০০ টাকা। সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য সাফাইকর্মীকে ৩০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **অমল আইচ** ☎৯৮৩০০-৬৫০৪৫, ৯৮৩০৮-৯৫৯৭৮।

গঙ্গানগর

গঙ্গানগরে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখার অফিস আছে। অনুমতিসাপেক্ষে অফিস-সংলগ্ন বাগানে পিকনিক করা যায়। শিয়ালদা থেকে মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, হাবড়া, দত্তপুকুর, হাসনাবাদ, বনগাঁ, গোবরডাঙা, বসিরহাট লোকাল ধরে চলে আসুন মধ্যমগ্রাম। স্টেশন থেকে অটো ধরে নামতে হবে জুলিয়ন ডে স্কুলের সামনে। গাড়ি নিয়ে গেলে যশোহর রোড ধরে গিয়ে এয়ারপোর্ট ক্রশ করে ডানদিকে ওল্ড যশোহর রোড ধরে গঙ্গানগর চলে আসুন। এখানে ৫০ জনের দল হলে খরচ পড়বে ১,৬০০ টাকা। বাড়তি সদস্যদের জন্য মাথাপিছু ২০ টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হবে। পিকনিকের অনুমতি এবং বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস
পশ্চিমবঙ্গ শাখা
৫, গভর্নমেন্ট প্লেস (নর্থ),
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৪৮-৩৬৪১

লেখা: নিজস্ব প্রতিনিধি **ছবি:** প্রবীর দত্ত

পাঠকের পাতা

ভ্রমণপথিক উমাপ্রসাদ

এবছরের শারদীয়া 'ভ্রমণ'-এ সবিতেন্দ্রনাথ রায়, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভানুদার লেখা 'ভ্রমণপথিক উমাপ্রসাদ' পড়েছি। কয়েকটি ভুল নজরে পড়ল। তাই এই চিঠি। 'মিত্র ও ঘোষ' উমাপ্রসাদবাবুর চার-পাঁচটি ছাড়া প্রায় সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশক এবং তাঁরা সবিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন। তবু এই তথ্যপ্রমাদ দেখে মনে হয়, হয়তো বয়সের কারণে ভানুদার এই স্মৃতিবিভ্রম।

ভানুদা 'গঙ্গাবতরণ' গ্রন্থের প্রকাশে অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাড়ির সাহিত্য-আড্ডার নেপথ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং লেখক তাঁর 'অতুলচন্দ্র গুপ্ত', শীর্ষক লেখায় (অ্যালবাম, পৃঃ ৬৩-৬৪, আমার সম্পাদিত, আনন্দ প্রকাশিত) উল্লেখ করেছেন— "১৯৪৯ সালে মাকে নিয়ে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাই। ১৯৫৪ সালে দুই বন্ধুর সঙ্গে আবার গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখও ঘুরে আসি। ... ফিরে এসে অবসর সময়ে সেই যাত্রার ক্ষুদ্র বিবরণ লেখার চেষ্টা করি। বন্ধুরা হঠাৎ কেউ এসে পড়লে আমাকে লিখতে দেখে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতেন, মন দিয়ে কী লেখা হচ্ছে? ... তাঁরা শুনতে চাইতেন। পড়ে শোনাতামও। এইভাবে কী করে লেখাটার কথা অতুলবাবুর কানে যায়। সেটা জানতে পারি যখন একদিন তিনি কোর্টে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ হে উমাপ্রসাদ, তুমি কী একটা লিখেছ? আমাকে দেবে, আমি দেখতে চাই। তাঁর বাড়ি গিয়ে সেটা দিয়ে আসি। দুদিন পরে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দিয়ে বলেন, 'এটা বই করে ছাপতে দাও।'" এরপর উমাপ্রসাদ স্বয়ং পরদিনই সরস্বতী প্রেসে গিয়ে পাণ্ডুলিপি ও ছবি দিয়ে আসেন। সুতরাং অতুলবাবুদের আগ্রহে সজনীবাবুকে বই প্রকাশের ভার দেওয়া হয়, এ তথ্য ভুল। 'গঙ্গাবতরণ' ছাপা হয়ে যাওয়ার পর প্রকাশক হিসেবে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস-এর নাম দেওয়া হয় এবং তা অবশ্যই সজনীকান্তের অনুমতিক্রমে।

'... অনেকদিন আগে সাগরবাবুর এই প্রশ্নে যে অসম্মান ছিল...' এবং 'খোলা পোস্টকার্ড'-এর ঘটনাটিও যথাযথ বর্ণিত হয়নি। আনন্দবাজার পত্রিকার কানাইলাল সরকার উমাপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে 'হিমালয়ের পথে পথে'-র পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আনন্দবাজার থেকে গৌরকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে একটি হিমালয় অভিযান হয়। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর গৌরকিশোরের লেখা (সম্ভবত 'নন্দাঘুণ্টি অভিযান') ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। অথচ তার কয়েকমাস আগেই উমাপ্রসাদের লেখাটি নেওয়া হয়েছিল। এরপর ফোন করে উমাপ্রসাদ লেখাটির গতিপ্রকৃতি বিষয়ে সাগরময়বাবুর কাছে জানতে চান। তখনই লেখাটি আমন্ত্রিত লেখা কিনা সাগরময়বাবু তা জানতে চান। উমাপ্রসাদ তাতে অসম্মানিত বোধ করেন এবং লেখাটি তাঁর বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে যেতে বলেন। এই ঘটনার বহুকাল পর সাগরময়বাবু 'দেশ' পত্রিকার পুজো সংখ্যার জন্য লেখা চাইলে, উমাপ্রসাদ তখন একটি চিঠি দিতে বলেন। অর্থাৎ মৌখিক অনুরোধ নয়, লিখিত অনুরোধকেই তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। উমাপ্রসাদ যতদিন 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছেন, সাগরময়বাবু এরপর থেকে 'খোলা পোস্টকার্ড' নয় 'দেশ'-এর প্যাডে লিখে খামে করেই পত্র দিতেন। এজাতীয় একাধিক চিঠি আমার সংগ্রহে এখনও আছে।

ভানুদার লেখার ভুলটি চোখে পড়ল বলেই যে এ চিঠি তা নয়। আমি বেশ কিছুকাল থেকেই আপনাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছি। তার কারণ ৮.১০.১৯৯৮ সালে লেখা আপনার একটি চিঠি। আমার চিঠির উত্তরেই আপনি সহানুভূতিপূর্বক আমার কাছ থেকে উমাপ্রসাদ সম্পর্কিত একটি লেখা চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজকাকে হারানোর বেদনায় মন এতই আচ্ছন্ন হয়েছিল যে তখন তাঁকে নিয়ে কোনও কিছুই লিখতে পারিনি। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী থেকে 'পরিব্রাজক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ সাহিত্য' শীর্ষক একটি গবেষণা শেষ করেছি (পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য)।

তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল সমুদ্র-জঙ্গল-পাহাড়ে ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে সে কথা উল্লেখও করেছেন।

অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু পার্ক, পোঃ হিন্দুস্থান কেবলস,
জেলা: বর্ধমান, পিন-৭১৩ ৩৩৫
ফোন: ৯৪৩৪২ ২৬৭৭৬

অন্ধকারের আফ্রিকা

'শারদীয়া ভ্রমণ' আজই হাতে পেলাম। রামনাথ বিশ্বাসের 'অন্ধকারের আফ্রিকা' উপহার দেওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। দু'বছর আগে আমি আপনাদের দপ্তরে চিঠি লিখে রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনিগুলির সত্যনিষ্ঠতা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম। 'অন্ধকারের আফ্রিকা' পড়ে আমার সব সন্দেহ ধুয়ে গেল। আজ দারুণ আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, রামনাথ বিশ্বাসের আফগানিস্তান, তুরস্ক ও আমেরিকার ভ্রমণকাহিনিগুলিও পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

গৌতম সাহা

ভারতীয় জীবনবীমা
জুগসালাই শাখা
জামশেদপুর

বারজেনিয়া

'পুজোর ভ্রমণ গাইড', ২০১২ সংখ্যার ১৪ নম্বর পৃষ্ঠার সন্দীপন মজুমদারের তোলা ছবিটি খুব সুন্দর। তবে গাছের নামটা ভুল দেওয়া হয়েছে। ওই গাছটি অর্কিড নয়। ওই গাছটি হল বারজেনিয়া (Bergenia, Family– Saxifraga)। এই গাছটি ঠান্ডা পাহাড়ি জায়গায় তিন থেকে বারো হাজার ফুট উচ্চতায়, ছায়াবহুল এবং আর্দ্র পরিবেশে প্রচুর পাওয়া যায়। পাথরের ওপরে অথবা পাথরের খাঁজে এই ফুলের গাছ জন্মায়। এর হিন্দি নাম— পাথরভেদ।

আমি হিমাচলপ্রদেশের পালমপুরে একুশ বছর ছিলাম। ওখানে থাকাকালীন এই বারজেনিয়া গাছ টবে লাগাতাম ওর দৃষ্টিনন্দন ফুলের জন্য।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

অতিথি লেকচারার
উদ্যানপালন বিভাগ
কৃষি মহাবিদ্যালয়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বেড়িয়ে এসে

নীলদ্বীপের সুনীল স্বর্গে

'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় আন্দামানের নীলদ্বীপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ার পর থেকেই নীলদ্বীপ দেখার জন্য মনটা ছটফট করত। কী এমন দুর্গম সে দ্বীপ, যার মনোরম সৈকত পড়ে থাকে কদাচিৎ পৌঁছে যাওয়া কোনও পর্যটকের অপেক্ষায়! অবশেষে এবারের 'পুজোর ভ্রমণ গাইড'-এ আবার পেলাম নীলদ্বীপকে, 'আন্দামান' শীর্ষক লেখায়। সুযোগ এসে গেল আমারও অক্টোবরের এক সকালে। উড়ে গেলাম পোর্টব্লেয়ারের উদ্দেশে। দু'ঘণ্টা দশ মিনিটের ফ্লাইট। জেট লাইটের বিমান। আন্দামান মানে সেলুলার জেল, হ্যাভলক দ্বীপ, মায়াবন্দরের সঙ্গে জারোয়াদের কাহিনি— এসব তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আন্দামানের নীলদ্বীপ মানে যে আরও অনেক বেশি অদ্ভুত, অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অনেক বেশি রোমাঞ্চের ভাণ্ডার সেকথা জানাতেই এই চিঠির অবতারণা। হ্যাভলক থেকে দুপুর দুটোর জাহাজে ভাসতে ভাসতে, সমুদ্রের জলের রং পালটানোর খেলা দেখতে দেখতে

ঘণ্টাদেড়েকের জলযাত্রায় আমরা পৌঁছে গেলাম নীলদ্বীপে। জেটির অদূরেই চোখ টানল লাল, নীল, হলুদ নানা রঙের নৌকো বাঁধা ভরতপুর বিচ। নীলবাজার থেকে বাঁদিকে আরও ৫ কিলোমিটার সোজা রাস্তাটা শেষ হয়েছে সীতাপুর বিচে। এক অদ্ভুত নিরালা নীল সমুদ্র, যার সঙ্গে হ্যাভলকের রাধানগর, মায়াবন্দরের কারমাটাং, রঙ্গতের আম্রকুঞ্জ বা পোর্টব্লেয়ারের করভাইন্স কোভ সৈকতের কোনও মিল নেই। আসলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল ৫৭২টা ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টি— যার গন্ধ, রং, চরিত্র সব একের চেয়ে আলাদা। আন্দামানের 'ভেজিটেবল বোল' নামে পরিচিত নীলদ্বীপ। রামায়ণ থেকে নামকরণ করা হয়েছে গ্রামগুলির। রামনগর গ্রাম পেরিয়ে সীতাপুর বিচ দেখে নীলবাজারের পাশ দিয়ে ২ কিলোমিটার পিচের রাস্তায় মিনিটদশেক যেতেই পৌঁছে গেলাম লক্ষ্মণপুর ২ নম্বর বিচে। গাড়ি থেকে নেমে এবড়োখেবড়ো খানিকটা চড়াই পথে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে আবার উতরাই পথে পৌঁছে গেলাম পাথুরে বিচে। অসাধারণ তার সৌন্দর্য। পিচ্ছিল এই বিচে জোয়ারে যাওয়া বেশ মুশকিল। অদ্ভুত ধরণের নানা রক ফর্মেশন দেখলাম এখানে। বড় বড় পাথর সমুদ্র ভেদ করে তৈরি করেছে ব্রিজ। একরকম ফল দেখলাম গাছে, যা নাকি শুধু জারোয়ারাই খায়। আমাদের গাড়িচালক কার্তিক আমার হাত ধরে চড়াই-উতরাই পথ পার করিয়ে যেভাবে সবকিছু দেখিয়েছে— এসবই মধুময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। সাধারণত নীলদ্বীপে খুব কম পর্যটক যান। যদিওবা যান, দুর্গম পথ আর ভাঁটার সময় মেনে রক ফর্মেশন দেখতে অনেকেই যান না। অথচ সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে আন্দামানের এক বিস্ময়কর দ্রষ্টব্য লক্ষ্মণপুর ২ নম্বর বিচের এই 'হাওড়া ব্রিজ'। না দেখলে নীলদ্বীপ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা যখন লক্ষ্মণপুর ১ নম্বর বিচে পৌঁছই সূর্যদেব তখন অস্তাচলের পথে। বিস্তৃত চওড়া সাদাবালির বিচে বসে সূর্যাস্ত দেখার অনুভূতিই আলাদা। ধীরে ধীরে আঁধার ঘনাতে সৈকত জনশূন্য হতে থাকে, আর হোটেলে ফেরার জন্য আমরাও বনপথ ধরি। হোটেল কিংফিশারে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। আমরা রাত্রিবাস করব এখানেই।

পরদিন ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখতে গেলাম সীতাপুর বিচে। অর্ধচন্দ্রাকার তট থেকে যতদূর চোখ যায় শুধুই নীল সমুদ্র। তারপর যে অবিস্মরণীয় সূর্যোদয় দেখলাম, তা মুগ্ধতায় নির্বাক করে দিল। সকাল এগারোটায় পোর্টব্লেয়ার ফিরে যাওয়ার জাহাজ। প্রাতরাশ সেরে চেক আউট করলাম হোটেল থেকে। গেলাম ভরতপুর বিচে। সেখানে পৌঁছে আবার একটা ছোট নৌকোয় ওঠা। নৌকোর তলাটা কাচ দিয়ে তৈরি। নীচে কাচের দিকে তাকালে সমুদ্রের জলের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। জীবন্ত কোরাল আর রংবেরঙের সামুদ্রিক মাছের অবাধ গতিবিধি দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে যেতে হয়। স্নরকেলিং যাদের প্রিয়, তাঁদের জন্য নীলদ্বীপের ভরতপুর সৈকত হারিয়ে যাওয়ার আদর্শ ঠিকানা। অক্টোবরের শুরুতেই স্বচ্ছ জলে দেখেছি রংবেরঙের কোরাল। গতবছর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে ভালো কোরাল দেখা গিয়েছিল নীলদ্বীপেই। এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে আশা করছেন বিশ্বজিৎ অধিকারী, জওহরলাল দাস প্রমুখ বোটচালকরা। নীলদ্বীপে রাত্রিবাস করে আমার কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছে এখানে নীলাকাশ আছে, অতলান্ত নীল জল আছে, প্রবাল প্রাচীরে অফুরান প্রাণ আছে, সূর্যোদয়ের ভোর আছে, চাঁদভাসি রাত আছে আর এমন অনেক কিছু আছে যাদের মাঝে থাকা যায় শুধুই আনন্দে। আমার চোখে দেখা নীলদ্বীপ তাই অনন্য, একেবারে অন্যরকম।

মীরা চক্রবর্তী

৫, বিদ্যাসাগর সরণি, বড়বাগান, কলকাতা-৬৩

বেড়িয়ে এসে

দেওরিয়াতাল-তুঙ্গনাথ দর্শন

'পুজোর ভ্রমণ গাইড' দেখে এবার পুজোয় দেওরিয়াতাল-তুঙ্গনাথ বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করি। আমি, আমার স্বামী, কন্যা ও মাকে সঙ্গে নিয়ে। হরিদ্বার থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে প্রথমদিন আমাদের গন্তব্য ছিল সারিগ্রাম। সেখানে রাকেশ সিং নেগির বাড়িতে রাত্রিবাস করি ও রাকেশের সহায়তায় দেওরিয়াতাল যাত্রার সুবন্দোবস্ত হয়। সারিগ্রাম থেকে সকালে হাঁটা শুরু করি, কিছুটা ওঠার পর নীচের দিকে তাকিয়ে সারিকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল, পথে নাগরাজ রত্নেশ্বর মহাদেব মন্দির দেখলাম, যার আদল অনেকটা তুঙ্গনাথ মন্দিরের মতো। দেওরিয়াতালে তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন, দুপুরবেলা একপশলা বৃষ্টি হওয়ায় বিকেলের আকাশ ছিল পরিষ্কার, যার ফলে চৌখাম্বার শীর্ষে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা প্রত্যক্ষ করি। রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডায় তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে অপেক্ষায় থাকি সেই মুহূর্তের, কখন সূর্যের প্রথম আভা ছড়িয়ে পড়বে চৌখাম্বা, কেদারডোম, সুমেরু, খর্চাকুণ্ড প্রভৃতি শৃঙ্গে। এরপর দেওরিয়াতালকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করি গাড়োয়ালের দেবভূমি তুঙ্গনাথের পথে। আমি, আমার স্বামী ও কন্যা হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলেও মাকে ঘোড়ায় তুলে দিতে হয় কারণ মায়ের পক্ষে হাঁটা ছিল যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তুঙ্গনাথ মন্দিরের যাত্রাপথের দৃশ্য মনোরম। পথে দু-তিনটি সুবিস্তৃত বুগিয়াল রয়েছে এবং সমস্ত পথই ওক, ম্যাপল, ফার ও রডোডেনড্রন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমাদের হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল তবু এক ঐশী শক্তির টানেই আমার ৮ বছরের মেয়েও সাফল্যের সঙ্গেই হাঁটা সম্পন্ন করে। আগের রাতের তুষারপাতের ফলে রাস্তা কিছুটা পিচ্ছিল থাকলেও জীবনের প্রথম দেখা তুষারপাত মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

পঞ্চকেদারের মধ্যে এই তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথ ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ মন্দির। এরপর পুজো দিয়ে রাতে ফিরে আসি চোপতায় ও পরের দুদিন হরিদ্বারে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। আমি 'ভ্রমণ'-এর নিয়মিত পাঠিকা, তাই সবসময়ই 'ভ্রমণ'-এর পাতায় নতুনত্বকে খুঁজে ফিরি। 'ভ্রমণ'-এর কাছ থেকে পাওয়া সুবিস্তৃত তথ্যে নিজের ভ্রমণকে সার্থক করতে পেরেছি, সেই প্রত্যাশাই আগামী দিনেও 'ভ্রমণ'-এর কাছে রইল।

শর্মিষ্ঠা পাল

৪০৬, দাসপাড়া রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩

বেড়িয়ে এসে

মানস-কৈলাস পরিক্রমা

'ভ্রমণ' মে ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কৈলাস ও মানস পরিক্রমা' আমিও পড়েছি। প্রবন্ধটি পড়ে আমি খুব উৎসাহিত হই এবং আমি তখনই ঠিক করি কৈলাস ও মানস যাব। আমি এবছর ২৮ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট 'চলো যাই' সংস্থার সঙ্গে কৈলাস মানস সরোবর গিয়েছিলাম। আমি ফিরে এসে 'ভ্রমণ' সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংখ্যায় শিখা চ্যাটার্জির লেখা পড়েছি। আমার দুই পূর্বসূরি লেখিকার অভিজ্ঞতা থেকে আমার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। 'ভ্রমণ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি সেটা তুলে ধরতে চাই। সারা ভারত থেকে যত সংস্থা কৈলাস ও মানস নিয়ে যান, তারা নেপালে গিয়ে যাত্রীদের অন্য আরেকটি সংস্থার হাতে তুলে দেয়। তখন কার্যত ভারতের সংস্থাগুলির আর কিছু করার থাকে না। সেই সংস্থা যেমন পরিষেবা দেবে যাত্রীরা সেইরকম পরিষেবা পাবে। তবে আমি খুব ভালো পরিষেবা পেয়েছি। আমাদের যেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিল সেখানে টয়লেটের ব্যবস্থা ভালো ছিল। এই ভ্রমণটা অন্য ভ্রমণের চেয়ে একটু পৃথক। এই ভ্রমণে প্রাণের আরাম যতটা আছে, শারীরিক সুবিধা ততটা নেই। বরং একটু কষ্টকরই এই ভ্রমণ। তাই, একটু নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। শুধু ভ্রমণ নয়, তার চেয়ে বড় ঠাকুর দর্শন।

প্রসঙ্গত বলি চিন সরকার ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে খামখেয়ালিপনা করে। আমরাই নেপালে একদিন বেশি ছিলাম। আমি আবার বলছি আমার ভ্রমণের সব কষ্ট লাঘব হয়েছে মানস-কৈলাস দর্শন করে।

অপর্ণা ভট্টাচার্য

৫৮, এম এম ফিডার রোড, আড়িয়াদহ
কলকাতা-৫৭

বেড়িয়ে এসে

পশ্চিম ডুয়ার্স

'ভ্রমণ'-এ বহুবার ডুয়ার্স ভ্রমণের কথা পড়েছি, আর মনে মনে ডুয়ার্সকে ভালোবেসেছি। এবার ঠিক করলাম পশ্চিম ডুয়ার্স বেড়াব। শিয়ালদা থেকে ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে আমরা সাত বন্ধু পাড়ি দিলাম ডুয়ার্সের সবুজ অরণ্যে দু-তিন দিন কাটাব বলে। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২) আর শুক্রবার সকাল নটায় পৌঁছে গেলাম নিউ মাল জংশনে। সেখানে স্টেশনের বাইরে ড্রাইভার তাপস টাটা সুমো নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল। এখন আমাদের গন্তব্যস্থল ধূপঝোড়ার 'ডুয়ার্স নেস্ট'। নিউ মাল জংশন থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে চালসা মোড় থেকে ডানদিকে আমাদের গাড়ি বাঁক নিল। লাটাগুড়ি অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চললাম ধূপঝোড়ার দিকে। গাড়ি যতই এগোতে লাগল, চা-বাগান আর দূরের পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতে আরম্ভ করল। সবুজ চা-বাগানের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

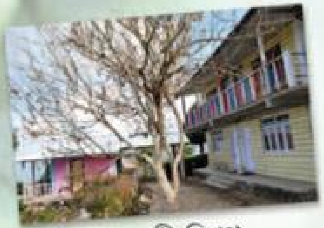
সুনাখারী রিশপ

রিশপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

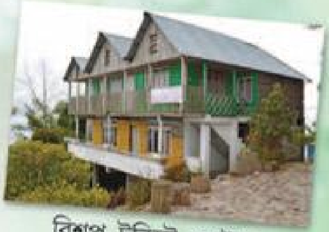
রিশপ টুরিস্ট সেন্টার

কোলাখাম রিট্রিট

কোলাখাম রিট্রিট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

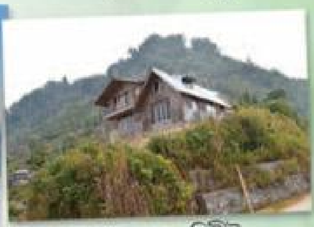
কোলাখাম রিট্রিট

সাংশে টুরিস্ট বাংলো

পাখী আর মোনালের খোঁজে

নেওড়া ভ্যালী ও জুলুকের রেশম পথে

হেভেন ভ্যালী, সেলারী

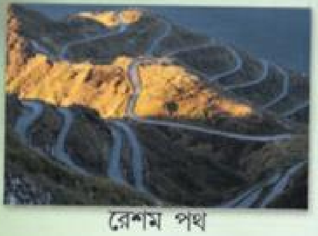
রেশম পথ

লুংথুং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

দিল মায়া রিট্রিট, জুলুক

লুংথুং ইকো রিট্রিট

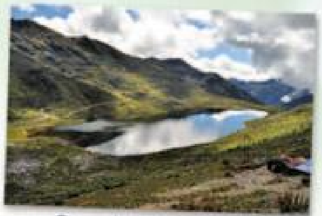
এলিফ্যান্ট লেক - কুপুপ

দফতর বাংলো - নাথাং ভ্যালী

রিশপ, কোলাখাম, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কালিম্পঙ, সাংশে,
সেলারী, ঋষি, আরিটার, জুলুক, লুংথুং, ও নাথাং ভ্যালীতে নিজস্ব রিসর্ট।

SPRING VALE RESORTS

66/3, Bondel Road (Near Ballygunge Phari), Kolkata - 700 019, WB, India
Kolkata +91 8902550884, 9830147718, 9432964242, 9477216161, 9143058689
North India 09450783479, 09839138205
info@springvaleresorts.com, springvaleresorts@gmail.com, www.springvaleresorts.com

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বাংলোতে। বাংলোর অবস্থানটি বড়ই চমৎকার। সামনে দেখতে পেলাম মূর্তি নদীকে, ঠিক তারই পিছনে গরুমারা জাতীয় উদ্যান। মূর্তি নদীটি এতই কাছে যে সেখানে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। চটপট জলখাবার খেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম মূর্তির দিকে। অল্পবিস্তর ঠান্ডা রয়েছে। মূর্তি নদীতে এখন জল খুবই কম। বর্ষায় এই নদীই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কিছু কিছু জায়গা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে আর বাকি অংশগুলি সাদা নুড়িপাথরে ভরা। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, অনতিদূরে আদিবাসীদের গ্রাম আর দূরে পাহাড়ঘেরা এই জায়গাটি সত্যিই মনে রোমাঞ্চ এনে দেয়। এই নিরালা অরণ্যকে নিজের মতো করে কাছে পাওয়ার জন্য মূর্তি উত্তরবঙ্গের একটি অনবদ্য গন্তব্য। এই বহমান নদীতে হাতি, হরিণ, গন্ডার জলপান করতে আসে। দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। তাপস গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে দুপুরের জঙ্গল সাফারিতে যাওয়ার জন্য। আমাদের গন্তব্য গরুমারা। দ্বিপ্রহরে আমরা রওনা হলাম গরুমারার দিকে। লাটাগুড়ি যাওয়ার পথে বাঁ-হাতে পড়বে গরুমারা জঙ্গল। অরণ্যকে দুভাগ করে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। এই ডুয়ার্স অঞ্চল দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশের পাদদেশ অবধি বিস্তৃত। আমাদের ভ্রমণ পশ্চিম ডুয়ার্সের প্রান্ত জুড়ে। যেখানে রয়েছে মূর্তি, গরুমারা, চাপড়ামারি, ঝালং, বিন্দু, সামসিং ও সুনতালেখোলা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। আমাদের বাংলো থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে গরুমারা জঙ্গলের প্রবেশপথ। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেই কিছুটা দূরে আমাদের গাড়ি এসে থামল যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচটাওয়ারের সামনে। এই ওয়াচটাওয়ারের সামনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সামনে একটা ছোট জলাশয় তারের জাল দিয়ে ঘেরা। পিছনে ঘন অরণ্যে মোড়া গরুমারা জঙ্গল। এই সবুজ তৃণভূমিতে আমরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে অপেক্ষায় আছি কখন হাতি এসে জল খাবে। দুটি গাউর অনেকক্ষণ ধরে জলাশয়ের ধারে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই মধ্যে একটা ময়ূর এসে পেখম তুলে খানিকটা নাচানাচি করে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোধূলির আলোয় জঙ্গলটা বেশ রূপবতী হয়ে উঠেছে। সন্ধে হওয়ার মুখে হঠাৎই হেলতে দুলতে দুটি হাতি এসে হাজির হল। সঙ্গে দুটি হস্তিশাবকও। কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে জলপান করে আবার জঙ্গলে ফিরে গেল। আজকের দিনটা কেটে গেল মূর্তি নদী ও গরুমারা জঙ্গলের অনিন্দ্যরূপে মজে থেকে। আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি আমাদের বেড়াবার পরিকল্পনা দুভাগে ভাগ করা হল। প্রথমভাগে সকালের দিকে আমাদের ভ্রমণ শুরু হবে সামসিং, সুনতালেখোলা ও রকি আইল্যান্ড দিয়ে। আর বিকেলে যাব ঝালং ও বিন্দু। সকালে খুব তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম সামসিংয়ের উদ্দেশে। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে হরেকরকমের সবুজ এই রাস্তার প্রধান আকর্ষণ। উজাড় করা প্রকৃতি আর দু-দণ্ড নির্জনতার নামই হল সামসিং। এই যাত্রাপথের কিছুটা অতিক্রম করার পর হঠাৎ গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার তাপস বলল আপনারা এই রাস্তাটা ধরে নীচে নেমে দেখে আসুন কী সুন্দর জায়গা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি, পল্টু, গৌতম, মানস আর স্বপন এই ক'জন বেশ কিছুটা নীচে নেমে গেলাম। প্রত্যক্ষ করলাম অপরূপ এক স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। ঝরনার এই ধারা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। বড় বড় পাথরখণ্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এরপর ওপরে উঠে আবার যাত্রা শুরু হল। সামসিং থেকে আরও ৫ কিলোমিটার দূরে রকি আইল্যান্ডের পথে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। পাইন-ফারের জঙ্গল, কমলালেবুর বাগান, পাহাড়, বড় বড় পাথর টপকে বয়ে চলা মূর্তি নদী আর শব্দহীন গ্রাম— এ সবই এই অঞ্চলের অমূল্য সম্পদ। তবে রকির পথ যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে গাড়িতে চেপে রকি পৌঁছনো খুবই কষ্টকর। হাঁটাপথই সুবিধাজনক। সাড়ে তিন কিলোমিটার হাঁটা। কিছুটা পথ পেরোলেই মূর্তির শব্দ। যে-কোনও পাশ দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া যায়। রাস্তাটা গোল করে রিভার ব্রিজে মিলবে। এবড়ো-খেবড়ো বড় বড় পাথরখণ্ড এদিক-ওদিক ছড়ানো। তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে মূর্তির জলধারা। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম সামসিং ও রকি আইল্যান্ডকে ঘিরে প্রকৃতি তার অপার সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। আর এই চোখ জুড়ানো অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য ছেড়ে মন চায় না ফিরে যেতে। উপায় তো নেই, সময় সংক্ষিপ্ত। পরের গন্তব্য সুনতালেখোলা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটে চলল। কিছুটা গিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, আর যাবে না। এখান থেকে ট্যুরিস্ট কার যাওয়ার অনুমতি নেই। কিছুটা দূরে সুনতালে নদী। জঙ্গল, পাহাড়ি জনপদ, নদী আর নিস্তব্ধতাকে সঙ্গী করে দড়ি-কাঠের ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম সুনতালেখোলায়। নীচে সুনতালে নদী প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। ভেতরটা অসাধারণ। চারদিকে বিভিন্ন রকমের ফুলের সমারোহ। নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা। রয়েছে বন উন্নয়ন নিগমের ওয়াইল্ডারনেস রিসর্ট। ফুল বাগিচায়, অরণ্যে ছবির মতো সাজানো রিসর্টগুলো সত্যিই সুন্দর। বেলা গড়িয়ে প্রায় একটা বাজতে চলল। ফিরে চললাম বাংলোয়। লাঞ্চ ব্রেকের পর শুরু হবে ঝালং ও বিন্দু যাত্রা। পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্যতম মনোময় আকর্ষণীয় স্থান হল ঝালং ও বিন্দু। চালসা থেকে খুনিয়া হয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগোলেই ঝালং-বিন্দু পৌঁছনো যায়। প্রধানত জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ঝালং জনপদ। জলঢাকার উদ্দেশে চলতে চলতে চারপাশ দেখলেই মনে হয় দূরদূরান্ত পর্যন্ত সবুজ গালিচা বিছানো। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পরপর সাজানো চা-গাছের সারি। গোটা রাস্তায় ঝরনা, নদী, চা-বাগান তো রয়েছেই, সঙ্গে রাস্তার দুপাশে রয়েছে চাপড়ামারি জঙ্গল। জঙ্গলের গা-ঘেঁষে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। এই রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত হাতির দল প্রায়শই পারাপার করে থাকে। এই রাস্তায় আরেকটা উপরি পাওনা ভেষজ উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিতি। গাড়ি থামিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে সিঙ্কোনা ও রবারের চাষ। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলেছি সুন্দরী ঝালংয়ের পথে। জলঢাকা নদী হল ঝালংয়ের এক বড় আকর্ষণ। বর্ষায় নদীর জল বাড়লে অন্য রূপ। শুনেছি বর্ষায় এর রূপ দেখার জন্য এখানে অনেকে আসেন। নদীর ওপারে ভুটান পাহাড়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও জলঢাকাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ঝালং ভ্রমণের বাড়তি পাওনা নদীর ধারে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা। সমস্তরকম আধুনিক ব্যবস্থা ও খাওয়াদাওয়ার সুবন্দোবস্তও আছে। নদীর ওপারে ভুটানের গোরাবাজার এলাকা। ঝালং থেকে আরও ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিন্দু। ছোট পাহাড়ি গ্রাম। ভারতের শেষ জনপদ। এই পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে ঘন শালবন। এই শালবনে সারাক্ষণ পাখির কিচিরমিচির শুনতে বেশ ভালো লাগে। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় বিন্দু থেকে ব্রিজ পেরিয়ে দেখে আসা যায় ভুটানের গ্রাম্য এলাকা। সীমানা পেরোনোয় তেমন কড়াকড়ি নেই। ভুটানের গ্রামবাসীরা সপ্তাহান্তের বাজার এখান থেকেই করে থাকে। বিন্দু থেকে ঝালং হয়ে বাংলোয় ফিরতে প্রায় রাত আটটা হয়ে গেল। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষ হল ডুয়ার্সে আমাদের দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ। আজ রবিবার আমাদের ডুয়ার্স ভ্রমণের শেষ দিন। বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় ফেরা। তাই খুব সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের বাংলোর আশপাশে একটু ঘুরে বেড়াব বলে। কিছুদূরেই লালিগুরাস ভিউপয়েন্ট। বেশ উচ্চতায় গাড়ি উঠে এল। সুন্দর সাজানো-গোছানো ফুলের বাগান। অনেকটা এলাকা জুড়ে বাহারি ফুলের সমারোহ। উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তরে ঢেউখেলানো বাগান। নীচে তাকালে দেখা যায় ছোট ছোট ছাউনি। সেই জায়গায় ছুটির দিনে লোকের ভিড়। এটা একটা পিকনিক স্পট। তাই এত লোকের সমাগম। দূরে দেখা যায় ঘন সবুজ অরণ্যেঘেরা আদ্যন্ত সুন্দর ডুয়ার্সকে।

কান্তি মিত্র

৫বি, চন্দ্রমণ্ডল লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৬

বেড়িয়ে এসে

অনন্য মাওলিনং

পূজা-বাঙালি-ভ্রমণ— এই তিনটিই একে অপরের পরিপূরক। 'ভ্রমণ' পত্রিকার দেওয়া নিত্যনতুন দর্শনীয় স্থানের সুলুকসন্ধান আমাদের ভ্রমণ পিপাসাকে আরও উসকে দেয় আর সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আমরা বেরিয়ে পড়ি নতুন কোনও গন্তব্যস্থলে। এবার পুজোয় সপরিবারে বেরিয়ে পড়লাম শিলং, চেরাপুঞ্জি, মাওলিনং ও কাজিরাঙার উদ্দেশে। ২০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর দিন জনকল্লোল মুখরিত কলকাতা ছেড়ে জেট এয়ারওয়েজের সকাল ১০টা ২০ মিনিটের বিমানে পাড়ি দিলাম গুয়াহাটি অভিমুখে। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট বিমানযাত্রা শেষে সকাল সাড়ে এগারোটায় এসে পৌঁছলাম লোকমান্য গোপীনাথ বরদলুই বিমানবন্দরে। পরিচিত বন্ধুর মাধ্যমে আগেভাগেই গাড়ির ব্যবস্থা করা ছিল। সেইমতো আমরা গাড়িতে মালপত্র গুছিয়ে দুপুর সওয়া বারোটা নাগাদ শিলংয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু

করলাম। একে একে বেলতলা, লালমাটি, চারিয়ালি, লখরা, জোড়বাত মোড়, বার্নিহাট অতিক্রম করে দুপুর ৩টে ২০ মিনিটে নংপো এসে পৌঁছলাম। শীতের বিকেল, তাই কালবিলম্ব না করে হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিকেল চারটের সময় রওনা হলাম শিলংয়ের ১৬ কিলোমিটার আগে অবস্থিত আমাদের অফিসের বড়াপানি অতিথি-আবাসের উদ্দেশে। অগ্রিম বুকিং করাই ছিল। বড়াপানি লেককে ডানদিকে রেখে শিলং এয়ারপোর্টের রাস্তায় ২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের মাথায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই অতিথি-আবাস। অবশেষে সন্ধ্যা ৫টা ২০ মিনিটে আমরা এসে পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থলে। এখানকার নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ প্রথম দর্শনেই আমাদের মুগ্ধ করেছিল। দূরের পাহাড়ি গ্রাম থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ বারবার কলকাতার মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যার পূজামণ্ডপের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আগামী তিনদিন আমরা এই অতিথি-আবাসকে কেন্দ্র করেই শিলংয়ের দর্শনীয় স্থান, মাওলিনং এবং চেরাপুঞ্জি দর্শন সারব। সেইমতো ২১ অক্টোবর সকালে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম শিলংয়ের উদ্দেশে। পথিমধ্যে ভিউপয়েন্ট থেকে ক্যামেরাবন্দী করলাম অপূর্ব বড়াপানি বা উমিয়ম লেকের দৃশ্য। এই কৃত্রিম হ্রদ শিলং শহরের প্রধান জলাধার। পাহাড়ঘেরা পাইন, ফার, বার্চ বনরাজির মাঝখানে বিশাল জলরাশি সত্যিই নয়নাভিরাম। শিলংয়ে একে একে এলিফ্যান্ট ফলস, শিলং পিক, চিড়িয়াখানা, ওয়ার্ডস লেক, ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল চার্চ, গল্ফ কোর্স, বিডন-বিশপ জলপ্রপাত দেখে সূর্যাস্তের কিছু আগে এসে পৌঁছলাম রিলবংয়ে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি 'জিৎভূমি'র সামনে। গুরুদেব এই বাড়িতে বসেই ১৯২৩ সালে 'রক্তকরবী' এবং 'শিলংয়ের চিঠি' রচনা করেছিলেন। রিলবং বাঙালি অধ্যুষিত জনপদ। পুজোমণ্ডপে মহাসপ্তমীর সন্ধ্যারতি ভক্তিভরে উপভোগ করে সন্ধে ৭টা ২০ মিনিটে ফিরে এলাম অতিথি-আবাসে। পরদিন অর্থাৎ ২২ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন আমাদের গন্তব্যস্থল শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার অন্তর্গত ২০০৩ সালে এশিয়া মহাদেশের পরিচ্ছন্নতম গ্রামের শিরোপাপ্রাপ্ত মেঘালয় রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম মাওলিনং— যা দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। সেইমতো প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম। শিলং পর্যন্ত একই রাস্তার পুনরাবৃত্তি। শিলং পেরনোর পর প্রথম গ্রাম মিল্লেম অতিক্রম করলাম। রাস্তা অত্যন্ত মসৃণ এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলিও চমৎকার। একে একে পেরিয়ে চললাম আমলিম্পং, ল্যাটিংকট, মাওকাজেম, ল্যাংকিরডেম, পিনাড়সলা। এই পিনাড়সলা থেকে পংটুং হয়ে মাওলিনং গ্রামে প্রবেশের আগে পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর ও পাথুরে। যাইহোক সাড়ে তিনঘণ্টা যাত্রার শেষে আমাদের গাড়ি এসে থামল মাওলিনং থেকে ১.৪ কিলোমিটার আগে রিওয়াই গ্রামের সামনে। এখান থেকেই আমাদের যেতে হবে লিভিং রুট ব্রিজ দেখতে। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম কিন্তু রাস্তাঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার এবং প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাহারি ফুলের মেলা। প্রবেশমূল্য মিটিয়ে আমরা ধীর লয়ে পাহাড়ি পথে নীচে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে প্রায় ১৫০ ফুট অবতরণের পর দেখা মিলল সেই লিভিং রুট ব্রিজের। থাইলং নদীর ওপর দুটি রবারগাছের শিকড়জুড়ে ব্রিজের সৃষ্টি হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় বেতের বোনা। প্রকৃতির অসাধারণ সৃষ্টি। নীচ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে নীলরঙা থাইলং নদী। এই শীতল স্নিগ্ধ পরিবেশে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে প্রচুর ছবি তুলে ওপরে উঠে এলাম। এবার যাব মাওলিনং। ৫-৭ মিনিট গাড়ি চলার পর আমরা এসে দাঁড়ালাম মাওলিনং গ্রামের পরিচ্ছন্ন পার্কিং লটে। 'মাওলিনং' শব্দের অর্থ খাসিভাষায় 'ঈশ্বরের স্বর্গোদ্যান'। মেঘালয় রাজ্যের এই প্রত্যন্ত গ্রামে সর্বসাকুল্যে ৯০ পরিবারের বাস। স্বাক্ষরতার হার শতকরা ১০০ শতাংশ। কৃষিই এই গ্রামের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। প্রচুর পরিমাণে সুপারি উৎপাদন হয় এই গ্রামে। কাঠ ও বাঁশের তৈরি প্রত্যেক বাড়ির সামনেই জঞ্জাল ফেলার আধার। ফুলের বাগান প্রত্যেক বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগ বর্তমান, গ্রামের রাস্তায় সৌরশক্তির বাতিস্তম্ভ। এই গ্রামের অধিবাসীদের প্রত্যেক বাড়ির জমা করা আবর্জনা দিয়ে সার তৈরি করে কৃষিকার্যে তার ব্যবহার তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতারই পরিচায়ক। কংক্রিটের রাস্তার মোড়ে মোড়ে জলের কল। এই গ্রামের কতিপয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল ইলাজং বা স্কাই ভিউপয়েন্ট, ব্যালেন্সিং রক এবং ১৯০২ সালে স্থাপিত এপিফেমি চার্চ। ৮০ ফুট ওপরে গাছের মাথায় অবস্থিত গাছবাড়ি থেকে মাওলিনং গ্রামের এরিয়াল ভিউ অসাধারণ। অনতিদূরেই সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের গ্রাম দৃশ্যমান। ছোট একটি পাথরখণ্ডের ওপর কোনও দিক স্পর্শ না-করা এক প্রকাণ্ড বোল্ডারের অবস্থান সত্যিই বিস্ময়কর। এই গ্রামের মানুষজন অত্যন্ত মিশুকে ও অতিথিবৎসল। যার প্রমাণ পেলাম জনৈক গ্রামবাসীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারার সময়। স্বল্পসংস্থানে সদাহাস্যমুখে পরমযত্নে খাসি মহিলা আমাদের খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। অবশেষে নিজেদের অনুসন্ধিৎসা মিটিয়ে, এই ছবির মতো গ্রাম সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা নিয়ে, অচেনার আনন্দ বুকে করে মাওলিনংকে বিদায় জানিয়ে পড়ন্ত বিকেলে ফিরে চললাম শিলং অভিমুখে। পাহাড়ের কোলে শেষ রক্তিম আভা ছড়িয়ে সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে অস্তাচলে ডুব দিলেন আর আমাদের মনের মণিকোঠায় গেঁথে রইল ভারতবর্ষের গর্ব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র এক প্রত্যন্ত গ্রাম মাওলিনংয়ের স্মৃতি। নিজের গর্বে গর্বিত হয়ে কৃতিত্বে উদ্ভাসিত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাক মাওলিনং।

পরের কয়েকদিন চেরাপুঞ্জি, গুয়াহাটি এবং কাজিরাঙা অভয়ারণ্যে কাটিয়ে ২৭ অক্টোবর বিকেল ৩টে ২০ মিনিটের ইন্ডিগো উড়ানে চড়ে ঘরে ফিরে এলাম।

রাহুল চট্টোপাধ্যায়
ই-৩৪, বাঘাযতীন
কলকাতা-৭০০ ০৮৬

Teetas Holidays

Global Business Hub Room No.-113
7A, Rani Rashmoni Road, Kol-13.
(Near Joti Cinema Hall)
e-mail: teetasholidays12@gmail.com
Ph No.-(033) 3376 0197, Mob: 90511 72482

কম খরচে দুর্দান্ত প্যাকেজ

☐ **Kashmir**- 14 days, Rs. 10,000/-, 29/3/2013 (till March)
☐ **Kashmir**- 14 days, Rs. 10,500/-, 16/4/2013 (15 heads any time)
☐ **Vizag-Araku**- 8 days, Rs. 6,000/-, 23/3/2013
☐ **Vizag-Araku-Hyderabad**- 10 days, Rs. 9,000/-, 23/3/2013
☐ **Goa**- 8 days, Rs. 6,750/- (February to March)
☐ **Rajasthan**- 14 days, Rs. 11,000/-, 2/3/2013.

হোটেল বুকিং

পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, কাশ্মীর, রাজস্থান, মুম্বই, গোয়া, কেরালা, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ।

Weekend Package

পুরী, ডুয়ার্স, ভুটান, সিল্ক রুট, দার্জিলিং, গ্যাংটক, দিঘা, মন্দারমণি, মুর্শিদাবাদ, শান্তিনিকেতন, আন্দামান।

Transforming Tourism

EXOTICA

KERALA- 8D/7N
1N Cochin, 2N Munnar, 1N Thekkady, 1N Kumarakom/Alleppy, 2N Kovalam

SUNDERBAN-3D/2N
Sudhannaya Khali, Sarak Khali, Natidhopani, Bay-of-Bengal

ANDRAPRADESH-8D/7N
Vizag 3N, Araku 1N, Hyderabad 3N

GOLDEN TRIANGLE- 8D/7N
Delhi: Delhi 3N, Rajasthan: Jaipur 2N, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh: Agra 2N, Sikandara, Vrindavan, Mathura.

Assam & Meghalaya-6D/5N
Shillong 3N - Guwahati 2N

WEEKEND TOUR
Puri, Gopalpur, Bakhkhali, Mandermoni, Tajpur, Shantiniketan, Tarapith

Our services include Hotel Booking, Air Ticket, Bus Ticket & Cruise Ticket Booking

EXOTICA XPLORER PVT. LTD.
116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4
(Shyambazar Bata)
www.exoticaexplorer.com
Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

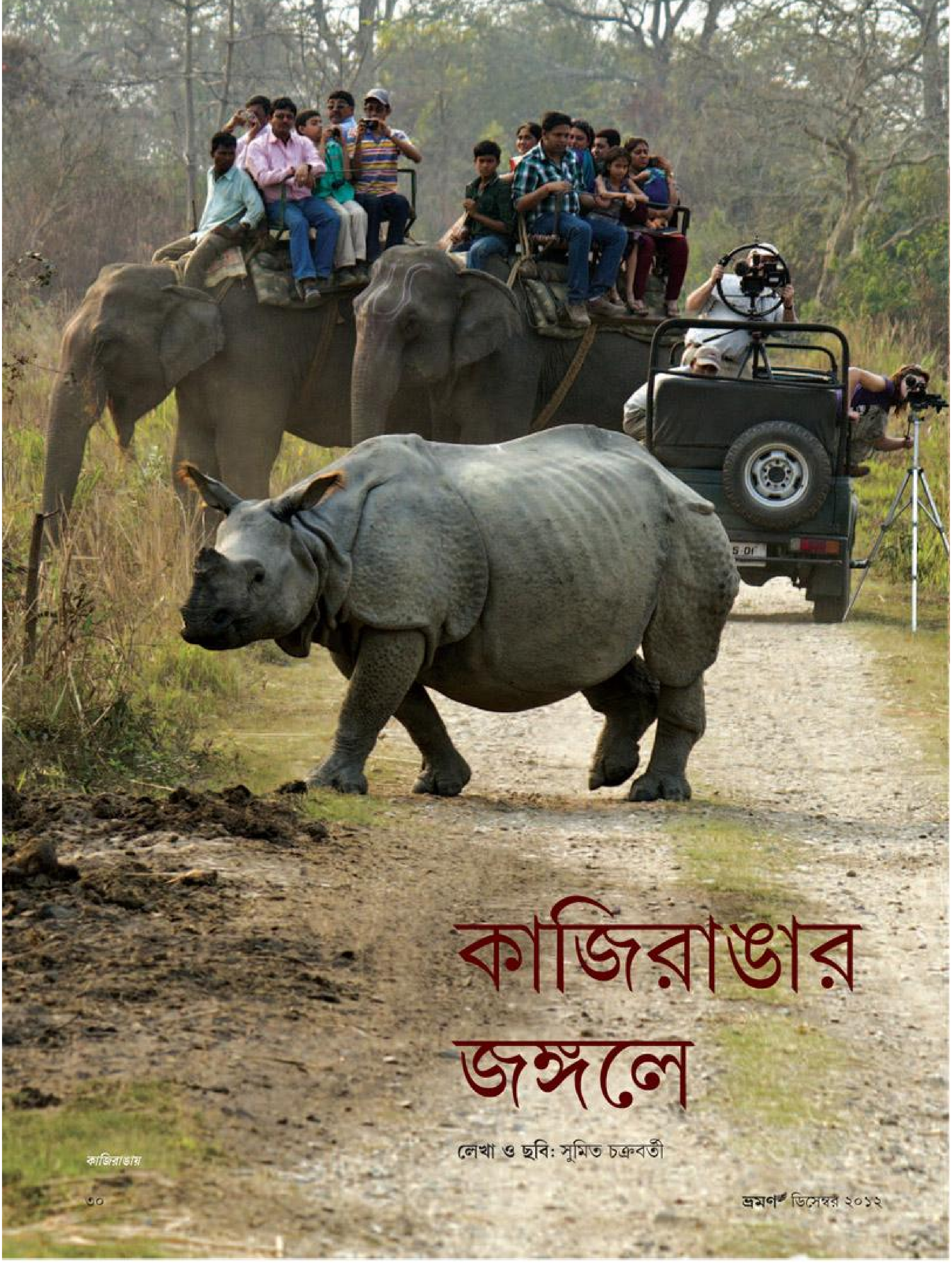

কাজিরাঙার জঙ্গলে

লেখা ও ছবি: সুমিত চক্রবর্তী

কাজিরাঙায়

গ্রেট হর্নবিল

ইন্ডিয়ান রোলার

মার্চ-এপ্রিলে কাজিরাঙায় এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল পোড়ানো হয়। তাই দৃষ্টি চলে বহুদূর।

কাজিরাঙায়

গতবছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা কাজিরাঙাতে কাটাতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে মার্চ-এপ্রিলে এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল পোড়ানো হয়, তাই ওই সময় বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ অনেকটা বেড়ে যায়। তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম সুযোগ পেলেই মার্চ-এপ্রিলে চলে আসতে হবে কাজিরাঙা। বছরের শুরুতেই যখন জানতে পারলাম এবছরই মার্চে কর্মসূত্রে গুয়াহাটি যেতে হবে, তখন স্বাভাবিক কারণেই প্রশান্ত চিত্তে পরিকল্পনা শুরু করলাম।

১০ মার্চ বিকেলের মধ্যে গুয়াহাটির কাজ মিটিয়ে জোরহাটের নাইট সার্ভিস বাসে উঠে পড়লাম। রাত তিনটেতে শুনশান কোহরা গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে বাস যখন ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর জোরহাটের দিকে মিলিয়ে গেল তখন বুঝলাম মধ্য-মার্চের অসমের আবহাওয়া কলকাতার থেকে কত আলাদা। শীতের কোনও পোশাক না নিয়েই চলে যাওয়াতে রীতিমতো কাঁপতে লাগলাম বন্ধ দোকানগুলোর সামনে রাখা এক বেঞ্চে বসে। মিনিট দশেকের মধ্যেই জিপসি নিয়ে হাজির পুরনো বন্ধু প্রফুল্ল দেউরা।

চলে এলাম ৬ কিলোমিটার দূরে ওর বাড়িতে, একটু বিশ্রাম নিয়ে, প্রফুল্লর মায়ের তৈরি রুটি, আলুভাজা, ডিমসেদ্ধ আর চা দিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম কাজিরাঙার ইস্টার্ন রেঞ্জ আগরতলির উদ্দেশে। প্রধানত হাতি আর পাখির বৈচিত্র্যের জন্যই এই রেঞ্জের প্রসিদ্ধি। রেঞ্জ অফিস থেকে অনুমতি আর সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে বনে ঢুকতেই একঝাঁক রেড ব্রেস্টেড প্যারাকিট স্বাগত জানাল। বুঝলাম দিনের সূচনাটা ভালোই হল। খানিকটা এগিয়ে দেখি বিশাল সহলা লেকে একটা নিঃসঙ্গ হাতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে বোধহয় তার করুণা হল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জলের নীচ থেকে ঘাস তুলে, শুঁড়ে জড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপর খাওয়া, হেলেদুলে জল পার হওয়া ইত্যাদি অনেক ভঙ্গিতে ছবি তোলার সুযোগ দিল সে। লেকের পাশে ওয়াচটাওয়ারটির গোড়ায় গত ডিসেম্বরে এক বুনো মহিষকে নির্জীবভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আজ দেখলাম সে একই ভঙ্গিতে শুয়ে, কেবল মৃত শরীরটা কয়েকটা হাড়ে পরিণত হয়েছে। মনটা একটু ভারি হয়ে উঠল। বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে এলাম।

কোহরা ফিরে উঠলাম ড্রঙ্গো গেস্টহাউসে। স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে ঠিক দুপুর দুটোয় শুরু করলাম সেন্ট্রাল রেঞ্জে সাফারি। কাজিরাঙার এই রেঞ্জটা সাধারণ ট্যুরিস্টদের কাছে খুব পরিচিত হওয়ায় এখানে সর্বদাই গাড়ির ভিড় লেগে থাকে। তার ওপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের একটি বেশ বড় দল যাওয়ায় এবং রবিবার হওয়ায় কাছাকাছি অঞ্চলের ভ্রমণার্থীদের উপস্থিতিতে ভিড় আরও বেশি মনে হল। কোথাও কোনও বিশেষ মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করার আশায় গাড়ি থামালেই আরও অন্তত পাঁচটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হট্টগোলের চোটে পাখি, হাতি, গন্ডার নিজেদের দ্রুত লুকিয়ে ফেলছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। ভালো কিছু দেখার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে দিনের আলো শেষ হওয়ার অনেক আগেই সাফারি শেষ করে বেরিয়ে এলাম। বেরনোর আগে অবশ্য ডিফলু নদীতে আসাম রুফড টার্টলের বেশ কিছু ছবি পেলাম। হোটেলে ঢুকে স্নান করে পরের সপ্তাহে আবার আসার পরিকল্পনা করলাম প্রফুল্লর সঙ্গে বসে। তারপর নাইট সার্ভিস ধরে আবার গুয়াহাটি।

> ঠিক সাতটা বারোতে কোটরের ভেতর থেকে একটা লম্বা ঠোঁট বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। বুঝলাম স্ত্রী পাখিটির খাওয়ার সময় হয়েছে এবং যে-কোনও সময় তার জন্য খাবার আসবে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সাঁ সাঁ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি পশ্চিমদিক থেকে উড়ে এসে কোটরের ঠিক ওপরে বসল বিশালকায় পুরুষ গ্রেট হর্নবিলটি। গলার কাছে সঞ্চয় করে রাখা টুকটুকে লাল ফল উগরে স্ত্রী পাখিটিকে খাইয়ে মিনিট পাঁচেক বাদে আবার উড়ে গেল সে।

পরের শনিবার ১৭ মার্চ রাতে আবার গুয়াহাটি ছেড়ে ১৮ মার্চ কাকভোরে এসে নামলাম কোহরাতে। আবার সেই প্রফুল্লর জিপসিতে চড়ে ওর বাড়িতে যাওয়া। ইতিমধ্যে আমার কথামতো ও একটা হর্নবিলের বাসা খুঁজে বার করেছে, গত কয়েকদিন ধরে তার গতিবিধিও লক্ষ করেছে। যেতে হবে বুড়াপাহাড় রেঞ্জ অফিসের কাছে, প্রফুল্লর বাড়ি থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার। তাই সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম। পথে এক ধাবায় চটপট একটু চা-জলখাবার খেয়ে সাতটা নাগাদ হাজির হলাম জায়গামতো। রেঞ্জ অফিসের পিছনে একটা বিরাট গাছের মধ্যে মাটি থেকে প্রায় ২০ ফুট উঁচুতে একটা কোটর দেখিয়ে প্রফুল্ল জানাল, সাতটা পনেরো থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে পুরুষ পাখিটি খাবার নিয়ে আসবে। সঙ্গে নেওয়া সবুজ কাপড় সারা গায়ে জড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে নিশ্চল হয়ে রইলাম। ঠিক সাতটা বারোতে কোটরের ভেতর থেকে একটা লম্বা ঠোঁট বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। বুঝলাম স্ত্রী পাখিটির খাওয়ার সময় হয়েছে এবং যে-কোনও সময় তার জন্য খাবার আসবে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সাঁ সাঁ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি পশ্চিমদিক থেকে উড়ে এসে কোটরের ঠিক ওপরে বসল বিশালকায় পুরুষ গ্রেট হর্নবিলটি। গলার কাছে সঞ্চয় করে রাখা টুকটুকে লাল ফল উগরে স্ত্রী পাখিটিকে খাইয়ে মিনিট পাঁচেক বাদে আবার উড়ে গেল সে। সমস্ত ঘটনার অসংখ্য ছবি নিতে পেরে মনটা খুশিতে ভরে গেল। ততক্ষণে রেঞ্জ অফিসের ক্যান্টিন থেকে গ্রিন-টি নিয়ে এসেছেন এক বনকর্মী। চা খেয়ে রক্ষী সহ রওনা হলাম বনের ভেতরে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পেয়ে গেলাম অসংখ্য ক্যাপড লাঙ্গুর আর দুটো জায়ান্ট স্কুইরেল। ক্যাপড লাঙ্গুরের প্রচুর ছবি হল। তবে বুড়াপাহাড়ের সবকটা ঘাসজমি চষে ফেলেও বহু আকাঙ্ক্ষিত বেঙ্গল ফ্লোরিকানের দেখা পেলাম না। ফেরার পথে রেঞ্জ অফিসে গিয়ে দেখলাম জঙ্গলে রাখা লুকানো ক্যামেরায় আগের রাত্রে ধরা পড়েছে রাইফেল হাতে দুই চোরাশিকারির ছবি। বনকর্মীরা তাই সাজগোজ করে বেরোচ্ছেন আদতে কোনও প্রাণিহত্যা হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে দেখার জন্য।

আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল দুপুরের সাফারিটা করব বাগোরি রেঞ্জে। হোটেলে গিয়ে আবার ফিরে আসতে একটু দেরি হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আর হোটেল অবধি ফিরে গেলাম না। বাগোরি রেঞ্জের প্রবেশপথের কাছে একটা ধাবায় দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। জঙ্গলে ঢোকার পর অল্প দূরত্বের মধ্যেই পেয়ে গেলাম সোয়াম্প ডিয়ার, হগডিয়ার, বন্যশূকর আর পাল্লাসস ঈগল, গ্রে হেডেড ফিশ ঈগল, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল, চেস্টনাট হেডেড বি

ইটার, বিরল লং বিলড ভালচার, ব্ল্যাক নেকড স্টর্ক আর অসংখ্য স্কারলেট মিনিভেট সহ অনেক প্রজাতির পাখি। চলতে চলতে হঠাৎ প্রফুল্ল গাড়ি থামিয়ে পথের ডানদিকে একটা ঝোপের দিকে ইশারা করল। কিন্তু আমার চোখে শুকনো ডালপালা ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না। ঝোপের শুকনো ডালগুলোর মধ্যে বেশ খানিকটা নজরদারি করার পর যা দেখতে পেলাম তা যে-কোনও ফটোগ্রাফারকেই রোমাঞ্চিত করবে। একটা গ্রিন বিলড মালকোহা ডানা মেলে বসে আছে। সাধারণত এরা এতটা সময় একজায়গায় স্থিরভাবে বসে থাকে না বলে ফটো তোলা বেশ কষ্টকর। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় অনেকগুলো শট নিতে পারলাম।

ছোট বাচ্চা সহ মা গন্ডারের ছবি তুলতে চাই জানাতে, প্রফুল্ল ডুংগা অঞ্চলের এক বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করার প্রস্তাব দিল। হাতি সাফারিতে আসা হাতিদের সম্মিলিত তাড়ায় নাকি এই জায়গা দিয়ে প্রচুর গন্ডার রাস্তা পেরয়। মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখি পিঠে ট্যুরিস্ট নিয়ে প্রায় দশ-বারোটা হাতি দূরের ঘাসবনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে আসছে, আর তার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই গ্রাসল্যান্ডের মধ্যে তিন-চারটে গন্ডারের পিঠের অংশ দেখা গেল। হাতির দল ক্রমশ বৃত্তের পরিধি ছোট করে আনায় গন্ডারদের সঙ্গে আমাদের জিপসির দূরত্ব ক্রমে কমতে থাকল। ক্যামেরায় চোখ দিয়ে হাতির পিঠের আরোহীদের উল্লাস আর মোবাইলে গন্ডারের ছবি তোলার বহর দেখে বুঝলাম যে হস্তিবাহিনী গন্ডারের সঙ্গে প্রায় করমর্দন করার দূরত্বে চলে এসেছে। ডানদিকে একটা ঘষঘষ শব্দ শুনে ভিউফাইন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে দেখি একদম কাছে প্রকাণ্ড চেহারার একটা গন্ডার সন্দিগ্ধভাবে আমাদের জিপসিটাকে পর্যবেক্ষণ করছে, আর তার পিছন থেকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার পুঁচকে ছানা। বাচ্চা সহ মা গন্ডারের হিংস্রতার অনেক গল্প শোনা ছিল, তাই টানটান হয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে বসে রইলাম। একটু ইতস্তত করে মা গন্ডার ধীরেসুস্থে রাস্তা পেরিয়ে অপর পাশের ঘাসজমিতে চলে গেল, একটু দূরত্ব রেখে মাকে অনুসরণ করল বাচ্চাটিও। ঘোর কাটার আগেই প্রফুল্লর ফিসফিসানি কানে এল— 'দাদা পিছে দেখো'। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি জিপসির পিছনে হাতবিশেক দূর দিয়ে একইভাবে রাস্তা পার হল আরও দুটি গন্ডার।

পরদিন সকালে আবার সেন্ট্রাল রেঞ্জ। সারা সাফারিতে একটাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

No Body Can Give You Himachal Better Than Us
Himachal Pradesh Helpline Tourism

গ্রীষ্মকালীন সফর

- **কিন্নর-লাহুল-স্পিতি:** ১২ রাত্রি ১৩ দিন ১২,৫০০/-
- **সিমলা-কিন্নর-মানালি:** ১০ রাত্রি ১১ দিন ১১,০০০/-
- **সিমলা-কুলু-মানালি:** ৬ রাত্রি ৭ দিন ৮,০০০/-
- **সিমলা-কিন্নর:** ৭ রাত্রি ৮ দিন ৮,৫০০/-
- **সিমলা-চ্যানসাল ভ্যালি:** ৬ রাত্রি ৭ দিন ৮,৫০০/-
- **সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর:** ১১ রাত্রি ১২ দিন ১২,৫০০/-
- **লে-লাদাখ:** ১২ রাত্রি ১৩ দিন ২২,০০০/- জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিক আপ চন্ডিগড় ড্রপ জম্মু
- **কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী:** ৮ রাত্রি ৯ দিন ১০,৫০০/- জম্মু থেকে জম্মু

নিজস্ব হোটেল

- সিমলা- ডিপ্লোম্যাট, অতিথি
- সারাহান- স্নোভিউ, সাংলা দেবভূমি
- কল্পা- মাউন্ট ভিউ, রোলিং রং
- মানালি- ওসেন, অ্যাপেল প্যারাডাইস
- মাস্তি- সিঙ্গার, মোনাল
- কারসোগ চিন্দি- অ্যাপেল ভ্যালি রিসর্ট
- চেইল- হোটেল হেভেন ব্লু
- ধরমশালা- হোটেল ট্রুড
- ডালহৌসি- হোটেল অমর
- কাংড়া- হোটেল চিনি ভিউ
- অমৃতসর- সুখমান ইন্টারন্যাশনাল, গোপালজি রিসর্ট
- চিন্তপুর্ণী- চিন্তপুর্ণী ভিলেজ রিসর্ট

নিজস্ব গাড়ি

☐ টাটা ইন্ডিকা ☐ ইনোভা
☐ টাটা সুমো ☐ ১২ সিট টেম্পো ট্রাভেলার
☐ অল্টো
☐ টাটা স্পেসিও ☐ ১৪ সিট টেম্পো ট্রাভেলার
☐ ট্রাভেরা ☐ স্করপিও

10, দি ম্যাল অপঃ আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক সিমলা, H P.
Ph: 0177-280267677, (M) 098160 26770
কলকাতা: 6, C R Avenue, E.MALL (Magnet House),
1st Floor, Room No: 104, Kol-72
Ph: 033-32469887 / 6759052, M: 9748756954 / 9836584017

Voyagers Club TOURS

চলুন বেড়াই বিশ্ব দেখি !!

২০ দিনে আমেরিকা ও কানাডা
সানফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জেলস, লাসভেগাস, ওয়াশিংটন, নায়াগ্রা, নিউইয়র্ক। বিশেষ আকর্ষণ: গ্রান্ডক্যানিয়নে সারাদিন, কানাডার রাজধানী অটোয়া, টরোন্টো ও মন্ট্রিল। ৮/৬

১৭ দিনে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
সিডনি, কেনস, ব্রিসবেন, গোল্ড কোস্ট সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড, রোটোরুয়া - ওয়াইটোমো গুহা, কুইন্স টাউন, মিলফোর্ড সাউন্ড, ফ্রান্স জোসেফ জলপ্রপাত - লেক হাইউয়া ও ওয়ানাকা, ক্রাইস্টচার্চ ১৫/৯

১৭ দিনে স্ক্যানডিনেভিয়া ও রাশিয়া
সাত্তাক্রজের দেশ ফিনল্যান্ড, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক, ফিওর্ড ক্রুজে বিহার, ফ্লাম রেলের অভিজ্ঞতা, রাশিয়ায় মস্কোর ক্রেমলিন ও মেট্রো, সেন্ট পিটার্সবার্গের হারমিটেজ যাদুঘর ও চিরন্তন লোকনৃত্য। ১৯/৫,৯/৬

১৬ দিনে ইউরোপের ৯টি দেশ
ইতালী, ভাটিকান সিটি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও লন্ডন ২০,২৭/৫,২৪/৬,১১/১০

১০ দিনে ইউরোপের ৪টি দেশ
লন্ডন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানী ২২/৪,২০/৫,২৪/৬,১৬/৯,২১/১০

১০ দিনে পিরামিডের মিশর
৪ দিনে নীল নদে বিহার, লাক্সার কারনাক এডফু ফিলের মন্দির, সাক্কারার স্টেপ পিরামিড, ভূমধ্যসাগরে আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রোর মধ্যযুগীয় বাজার। ২১/১,২৫/২,১৮/৩,১২,২১/১০,১৯/১১,২৩/১২

১০ দিনে থাই-সিঙ্গাপুর-মালয়
ব্যাঙ্কক, পাটায়া, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, জেন্টিং, পুত্রাযায়া প্রতি মাসে

১০ দিনে উত্তরের বাংলাদেশ
পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বোগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিং, সুনামগঞ্জ, সিলেট, জাফলং, শ্রীমঙ্গল সঙ্গে ঢাকা-যশোর ২৩/১২,১৩/২/১৩

১০ দিনে রূপসী বাংলা
মাইকেল-কবিগুরু-লালনের স্মৃতি, ময়নামতির স্মারক, নজরুল বাড়ী, ঢাকেশ্বরী, চট্টেশ্বরী মন্দির, বারদিতে লোকনাথ বাবা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটির জলবিহার, কক্সবাজার, মহেশখালি দ্বীপ, সীতা কুন্ড - চাইলে জন্মভিটে ফিরে দেখা... প্রতি মাসে (জুন, জুলাই, আগাষ্ট ছাড়া)

৯ দিনে প্রাচীন সভ্যতার চীন
কুনমিং, বেজিং, জিয়ান, সাংহাই, সুঝাও-এ সারাদিন চাইলে হংকং, ম্যাকাও ও সেনজেন প্রতি মাসে (ডিসেঃ, জানুঃ, ফেব্রুঃ ছাড়া)

৬ দিনে কেনিয়ার জঙ্গল
নাইরোবি, থ্রীটপ, লেক নাকুরু, মাসাই ও আম্বোসেলী (মুম্বাই থেকে) প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার

৫ দিনে ব্যাঙ্কক পাটায়া
প্রতি মাসে

৯৮৩০৬০২৬৮৬, ৯৮৩০০৭৩৩৮৩, ৯৬৪৫০০৭৬২,
৯৮৩০০৩৬৩৩০, ৯৮৩০৫১৫৫৫৮,
২২১৭১৪৬০, ২৮৬৫৯৫৫৫, ৪০৬৭০২০৯
IATA

ক্যাপড লাঙ্গুর

ক্রেস্টেড সাপেন্ট ঈগল

শ'খানেক ফুট দূর থেকে প্রকাণ্ড খঙ্গ বাগিয়ে বিশালদেহী এক পুরুষ গন্ডারের ধুলোর ঝড় তৈরি করে সোজা জিপসির দিকে দৌড়ে আসা, দুজন সশস্ত্র অথচ সন্ত্রস্ত বনরক্ষীর রাইফেল বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকা, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে অবিচল প্রফুল্লর অবিরাম আশ্বাসবাণী— 'ডরো মৎ, ও মারেগা নহি, ভাগ যায়েগা, ফতো লো, ফতো লো' আর কাঁপা কাঁপা হাতে আমার শাটার টিপে যাওয়া। দূরত্ব যখন মাত্র ফুট দশেক, তখন হঠাৎ সামান্য থমকে দিক পরিবর্তন করে ডানদিকে চলে গেল সে। হাঁফ ছেড়ে সিটে বসে আবিষ্কার করলাম উত্তেজনার বশে ভুল সেটিংসে ছবি তুলে সবকটা ফ্রেমই বরবাদ করে ফেলেছি।

হোটেলে ঢোকার মুখে শুনি ইস্টার্ন রেঞ্জে সকালে বাঘ দেখা গিয়েছে। দুপুরে বাগোরি রেঞ্জে সাফারির

আসাম রুফড টার্টল

TEN TIMES WILDER THAN THE CONCRETE JUNGLE.

You haven't experienced the wild, till you've experienced Madhya Pradesh. With more than 20 wildlife sanctuaries and national parks, this single destination will give you what ten others put together can't: a million experiences.

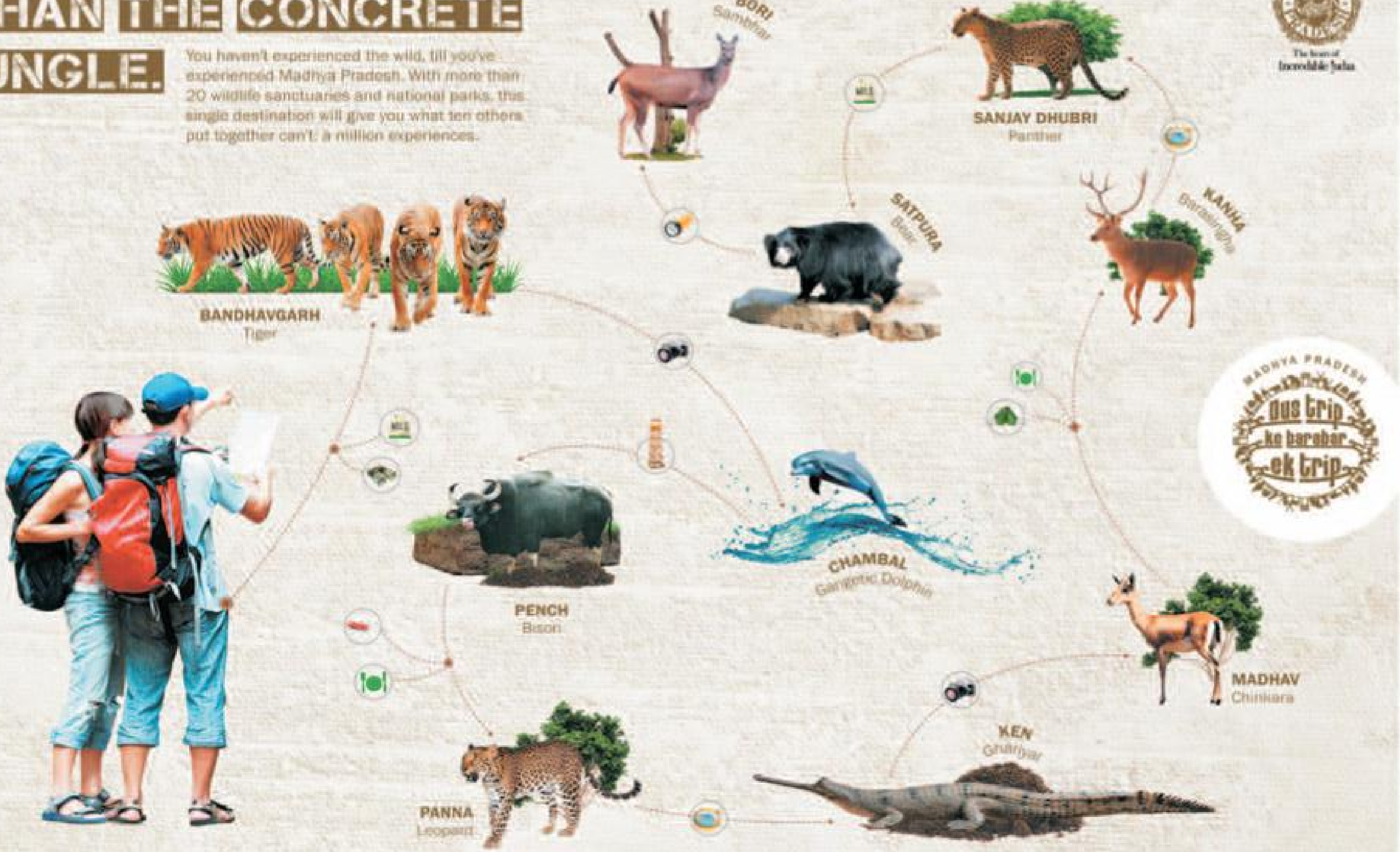
BORI
Sambhar
SANJAY DHUBRI
Panther
The heart of
Incredible India
SATPURA
Bear
KANHA
Barasingha
BANDHAVGARH
Tiger
MADHYA PRADESH
dus trip
ke barabar
ek trip
PENCH
Bison
CHAMBAL
Gangetic Dolphin
MADHAV
Chinkara
KEN
Ghariyal
PANNA
Leopard

MADHYA PRADESH TOURISM 'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855, e-mail - kolkata@mptourism.com
Tourist Helpline Toll Free No. 1800-233-7777 (8 a.m.t o 8 p.m. on working days)

www.mptourism.com

পূর্ব-পরিকল্পনা বাতিল করে আগরতলির দিকেই জিপসি ছোটানো হল। ব্রহ্মপুত্রের ব্যাকড্রপে একটা জলবিহীন নালায় শুকনো মাটির ওপর অনেকগুলো পাগমার্ক আবিষ্কৃত হল। অভিজ্ঞ বনরক্ষী সেগুলো দেখে জানালেন নদী থেকে জল খেয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গিয়েছে। 'ওরিয়াম' গাছের গুঁড়িতে মাটি থেকে ৬-৭ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত নখের আঁচড়ের টাটকা দাগও পেলাম, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর রাজকীয় প্রাণীটির কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। অনেক অপেক্ষা, অনেক টহলদারির পর বিফল মনোরথে ফেরার পথ ধরলাম, আলো তখন অনেকটাই কমে এসেছে, গাছের তলাগুলো রীতিমতো অন্ধকার। বোধহয় একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি থামানো আর প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে প্রফুল্লর 'টাইগার' উচ্চারণে জিপসির উইন্ডস্ক্রিনের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখি রাস্তার একদম মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে আর তার হিমশীতল দৃষ্টি ঠিক যেন আমাতেই নিবদ্ধ। মুহূর্তের মধ্যে সিট থেকে ক্যামেরাটা তুলে সামনে তাকিয়ে দেখি রাস্তা একদম খাঁ খাঁ করছে, মহারাজ রাস্তা পেরিয়ে বাঁদিকের ঝোপে ঢুকে পড়েছেন। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেও দ্বিতীয় দর্শন আর হল না।

THE
TUSKER
DEN
Eco Tourism & Village Resort in
Murti, Gorumara National Park
Dooars

If you want to wake up with the chirping of birds in the morning, going for a walk and lost in the silence of dense forest is your way of taking rest, Enjoy the proximity to a Wild Elephant at night, The right place to stay in Dooars.

THE TUSKER DEN
The guest rooms are all exquisitely designed and finely furnished with ample space and modern amenities. Bunglow rooms measuring 275 to 300 sq.ft.

Cell: 9830123600
info@thetuskerden.com
www.thetuskerden.com

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

সরাইঘাট এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস বা গরিব রথে গুয়াহাটি চলে আসুন। সেখান থেকে বাস বা গাড়িতে ২১৭ কিলোমিটার দূরের কোহরা। গুয়াহাটি স্টেশনের বাইরে এবং পল্টন বাজার চত্বরে বেশ কিছু ট্রাভেল এজেন্সি আছে যাদের বাস গুয়াহাটি-জোরহাট রুটে চলাচল করে, যেমন নেটওয়ার্ক ট্রাভেলস, ত্রিশূল ট্রাভেলস ইত্যাদি। এদের থেকে বাসের টিকিট সংগ্রহ করলে (ভাড়া ২৫০ টাকা) এরাই ছোট সিটি বাসে চাপিয়ে ১০ কিলোমিটার দূরের ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাসে (ISBT) নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট বাসে তুলে দেবে। ISBT-তেও এই এজেন্সিগুলোর টিকিট কাউন্টার আছে। সেখান থেকেও টিকিট সংগ্রহ করা যায়। বিমানে গুয়াহাটি বা জোরহাট পৌঁছেও কোহরা যাওয়া যায়। জোরহাট থেকে কোহরার দূরত্ব ৮৩ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

অসম পর্যটন দপ্তরের অধীনে রয়েছে
বনশ্রী লজ, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, চারশয্যা ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা।
বনানী লজ, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া (একতলায়) ৬২৫ টাকা, (দোতলায়) ৭৭৫ টাকা।
কুঞ্জবন ডর্মিটরি লজ, শয্যাপ্রতি ভাড়া ৫০ টাকা (১২টি করে শয্যা আছে দুটি ঘরে)। এছাড়াও তিনশয্যার দুটি ঘর আছে, ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: (☎০৩৭৭৬-২৬২৪২৩)।
অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধীনে রয়েছে
অরণ্য লজ, ১০টি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,৫৮৬ টাকা। ৬টি কটেজ আছে। প্রতিটির ভাড়া ১,৬৯১ টাকা। ১২টি স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,৪৮০ টাকা। স্যুইটরুমের ভাড়া ৩,৬৯৩ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
অফিসার ইন চার্জ
অরণ্য ট্যুরিস্ট লজ
কাজিরাঙা ☎০৩৭৭৬-২৬২৪২৯
প্রাইভেট হোটেল: **ওয়াইল্ড গ্রাস রিসর্ট** (☎০৯৯৫৪৪-১৬৯৪৫), ব্রেকফাস্ট সহ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৩৬৫ টাকা। **ড্রঙ্গো গেস্টহাউস** (সঞ্জীব সিং ☎০৯৪৩৫২-৪৯৯৭৭) দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা, তিনশয্যা ঘরের ভাড়া ১,১৫০ টাকা, চারশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা। **গ্রাসল্যান্ড রিসর্ট** (☎০৩৬৭২-২৮৩৫১১), এক্সিকিউটিভ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৮০০ টাকা, প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটের ভাড়া ৬,৮০০ টাকা এবং গ্রাসল্যান্ড স্যুইটের ভাড়া ১১,৮০০ টাকা। (সঙ্গে দু'জনের ব্রেকফাস্ট খরচ ধরা আছে)। **ডিফলু রিভার লজ** (☎০৯৯৫৪২-০৫৩৬০), দু'দিনের জন্য থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক মাথাপিছু খরচ ৭,০০০ টাকা (সঙ্গে একবার এলিফ্যান্ট সাফারি ও একবার জিপ সাফারির খরচও ধরা আছে)। **জুপুরি ঘর** (☎৯৪৩৩৩-৪৫৮১১), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৮০০ টাকা।

অরণ্য ভ্রমণ

কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক চারটি রেঞ্জে বিভক্ত। বুড়াপাহাড়, বাগোরি (ওয়েস্টার্ন), কোহরা (সেন্ট্রাল) এবং আগরতলি (ইস্টার্ন)। এর মধ্যে প্রথম দুটি নওগাঁও জেলা এবং শেষ দুটি গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত। কোহরা রেঞ্জ অফিসের সামনেই জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। একটি জিপসিতে ড্রাইভার ও গার্ড ছাড়া সর্বাধিক ৬ জন সাফারি করতে পারে। চারটি রেঞ্জে ২ ঘণ্টার জিপ সাফারির জন্য খরচ পড়বে, বুড়াপাহাড় ২,১০০ টাকা, বাগোরি ১,৪০০ টাকা, কোহরা ১,১০০ টাকা এবং আগরতলি ১,৮০০ টাকা। এছাড়াও জিপ সাফারির অন্যান্য খরচ হল এন্ট্রি ফি মাথাপিছু ৫০ টাকা। গার্ড চার্জ ১০০ টাকা। রোড ট্যাক্স ৩০০ টাকা। স্টিল ক্যামেরা ৫০ টাকা, মুভি ক্যামেরা (অপেশাদার) ৫০০ টাকা। একদিনে দুবার জিপ সাফারি করলে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সময় ক্যামেরা ফি ও জনপ্রতি প্রবেশমূল্য দিতে হয় না।

এলিফ্যান্ট রাইড

কোহরা ও বাগোরি রেঞ্জে এলিফ্যান্ট রাইডের ব্যবস্থা আছে। কাজিরাঙা পৌঁছে প্রথমেই এলিফ্যান্ট বুকিং সেন্টারে গিয়ে পরদিনের হাতির পিঠে চেপে বনভ্রমণের জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিন। এই অফিসটি খোলা থাকে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটা, দুপুর দুটো থেকে তিনটে এবং সন্ধে সাতটা থেকে রাত আটটা। সন্ধে সাতটা থেকে পর্যটকদের নামের তালিকা অনুযায়ী টাকা জমা নিয়ে এলিফ্যান্ট রাইডের সিট বুক করা হয়। ১ ঘণ্টার এলিফ্যান্ট রাইডের খরচ জনপ্রতি ৫২৫ টাকা। সারাদিনে তিনটি ট্রিপে এলিফ্যান্ট রাইড হয়। প্রথমটি ভোর পাঁচটা থেকে ছটা, দ্বিতীয়টি ছটা থেকে সাতটা এবং তৃতীয়টি দুপুর তিনটে থেকে বিকেল চারটে। হাতির পিঠে চেপে ভোরবেলা কাজিরাঙার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এবং সূর্যোদয় দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। জিপসি এবং গাইডের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: **প্রফুল্ল দেউরা** (☎০৯৯৫৪৯-৫৩০৫৬)

মনে রাখবেন

কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক বর্ষার কারণে বন্ধ থাকে ১ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে
বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক
বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক
বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে

প্রতাপকুমার রায়

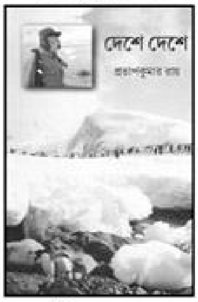
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা

শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খ ঘোষ
ইছামতীর মশা

কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসাধারণ
ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

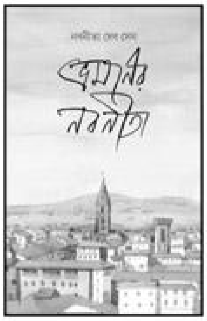

ভ্রমণের নবনীতা

নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির
জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

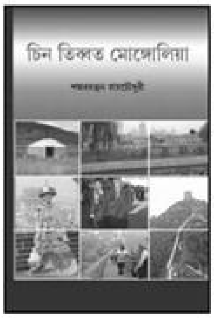
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র
প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে
বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর
আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

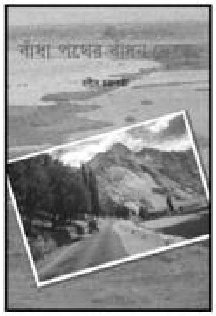
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ
ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই
পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি
দরকারি তথ্য।
₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

. . . .

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

মেম্বা রমণী

মেম্বাদের দেশ মেচুখাতে

লেখা ও ছবি: পৃথ্বীরাজ ঢ্যাং

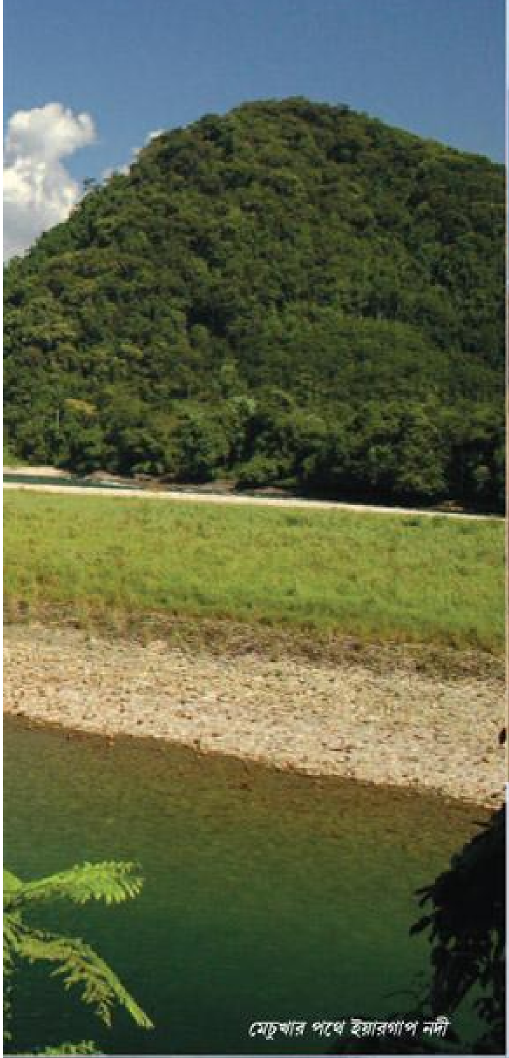

মেচুখার পথে ইয়ারগাপ নদী

মেচুখায়

অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার সদর আলং থেকে যাওয়া যায় মেচুখা উপত্যকায়। দূরত্ব ২০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। সর্বাঙ্গসুন্দর এই উপত্যকায় দুটি দিন থাকতে পারলে মন ভরে যাবে।

মেচুখা উপত্যকায়

অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার সদর আলং থেকে দুশো কিলোমিটারের সামান্য বেশি দূরে সুন্দর উপত্যকা মেচুখা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। চারদিকে পর্বতবেষ্টিত উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়ারগাপ নদী। 'মেচুখা' শব্দের অর্থ হল তুষারসৃষ্ট রোগহর জল। এই নদীর জলে কতটা শরীরের রোগমুক্তি হয় তা তর্কসাপেক্ষ হলেও দুর্গম পথের শেষে নিভৃত সুন্দর এই উপত্যকা মনের শান্তি এনে দেয় খুব সহজেই। মনপা জাতির উপজাতি মেম্বাদের বাস এই উপত্যকায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সরল মিশুকে এই মানুষেরা খুবই অতিথিবৎসল।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ মেচুখা উপত্যকায় পৌঁছে আমাদের গাড়ি আবছা আবছা দেখতে পাওয়া চোর্তেনটাকে ডান দিকে রেখে এবড়োখেবড়ো পথে খানিক এগিয়ে একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়ে থামল। বাইরে বেশ ঠান্ডা আর ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আলোটা যেখানে বেড়ে বেশ খানিকটা জায়গাকে দৃশ্যমান করেছে তা একটা দোকান। জুতো, জামা থেকে মশলা, খাবারদাবার মায় বেশ কিছু প্রাথমিক ওষুধপত্রও পাওয়া যায় এখানে। জিজ্ঞেস করায় মালকিন বাতলে দিলেন নাকসাং গেস্টহাউসের পথ। এপথের শেষ বাড়ি, সামনে লোহার গেটওয়ালা নাকসাং গেস্টহাউসকে বেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর মিনিট দশেকের ডাকাডাকি, গেটে শব্দ, হর্নের আওয়াজে কাঁচা ঘুম ভেঙে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনিই যে এর মালিক তা বেশভূষা আর কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা গেল। ফোনে কথা হয়েছিল কদিন আগে, পরিচয় দিতেই সমাদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন। সঙ্গের ছেলেটি চালিয়ে দিয়েছে ছোট্ট জেনারেটর, তারই কল্যাণে কাঠের ঘরদোর দৃশ্যমান। শুনলাম নদীর কোথাও টারবাইন খারাপ হয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ আসেনি আজ দিনচারেক।

আলং থেকে রওনা হয়েছিলাম সকাল সাড়ে নটা নাগাদ। পথে পেরিয়ে এলাম পেরি, কেরাং, কায়িং, থুমবিন, পেনে, ইয়াপিক, তাতো— এরকম হরেক গ্রাম। গ্রাম বলতে সাকুল্যে আট-দশটা বাড়ি। বাঁশ ও কাঠের গুঁড়ির মাচার ওপর পাতার ছাউনি দেওয়া বাঁশের ঘর। ঘরের চারদিকে সুন্দর বেড়া। পুরো পথটাই সঙ্গ দিয়েছে ইয়ামগো নদী তার সাদা বালি আর নীল জল নিয়ে। পথের অধিকাংশই জঙ্গল। আদিম অরুণাচলের জঙ্গল গহন অন্ধকার। অনেক জায়গায় জঙ্গলের আগ্রাসনে পথই বিপন্ন। কোথাওবা পিচের রাস্তার ওপরেই গজিয়েছে গাছ, ঝোপঝাড়।

তাতো পেরোতেই আলো পড়ে এসেছিল। এখানে সন্ধ্যা হয় বেশ তাড়াতাড়ি। ভাঙাচোরা পথে অন্ধকারে চলা দুরূহ, সময়ও লাগে বেশ বেশি। অন্ধকারে ঘন জঙ্গলে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ চলল আরও প্রায় ঘণ্টাদেড়েক। তারপর আকাশের আলোয় মনে হল আমরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছেছি। কুয়াশাঘেরা জনপ্রাণীহীন এক উপত্যকা, কেবলই গাড়ির জানলার কাচের ফাঁক দিয়ে হাওয়ার শনশন শব্দ। আর ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এক-আধটা ঘর, কাঠ আর টিন দিয়ে তৈরি। চোর্তেনের একটু আগেই গাড়ির হেডলাইট দেখে ভয় পেয়ে দৌড়ে গেল পরপর দুটো ঘোড়া। লম্বা তাদের ঘাড় ও লেজের লোম, সন্ত্রস্ত তাদের চাউনি।

রাতের মেনু ভাত, ডাল, বিনসের তরকারি আর ডিমভাজা। কাঠের উনুনের আঁচের পাশে খাওয়াও জমল বেশ। তারপরই উৎকৃষ্ট কালো চা। এসব মেটানোর মিনিট পনেরোর মধ্যেই নিভিয়ে দেওয়া হল জেনারেটর আর তার প্রায় পরমুহূর্তেই চাঁদের মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হল বিস্তৃত মেচুখা উপত্যকা।

> সূর্য তখনও ওঠেনি, অথচ জেগে উঠেছে উপত্যকা। দূরে সেনা ছাউনির কুচকাওয়াজ আর সামনে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে মানুষের আনাগোনা। আমাদের আর সামনের সমতলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নালা, কিনারাতে তার সবুজ ঘাস এবং গোলাপি আগাছা। রয়েছে দুটি কাঠের গুঁড়ি-ফেলা একটা ছোট সেতু, সহজেই পেরিয়ে চলে এলাম রানওয়ের দিকটায়। এই উপত্যকাকে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করেছে একটি বিশাল রানওয়ে।

ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে এলাম। সামনের কাঠের রেলিংয়ের ওপাশে টবে ফুলগাছটা এখনও মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছে। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়েই তাক লেগে গেল। ডান দিক থেকে বাঁয়ে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার লম্বা, এক কিলোমিটারের কাছাকাছি চওড়া এক সমতলে দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকই তার পর্বতবেষ্টিত। পরপর কয়েকটা ধাপ পেরোলেই বরফচূড়ার ঝলমলানি। হালকা কুয়াশা আর মেঘের রেশ তখনও রয়েছে। স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। সূর্য তখনও ওঠেনি, অথচ জেগে উঠেছে উপত্যকা। দূরে সেনা ছাউনির কুচকাওয়াজ আর সামনে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে মানুষের আনাগোনা। আমাদের আর সামনের সমতলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নালা, কিনারাতে তার সবুজ ঘাস এবং গোলাপি আগাছা। রয়েছে দুটি কাঠের গুঁড়ি ফেলা একটা ছোট সেতু, সহজেই পেরিয়ে চলে এলাম রানওয়ের দিকটায়। এই উপত্যকাকে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করেছে একটি বিশাল রানওয়ে। আপাতত সামরিক বাহিনীর দখলে। এটি পুরোপুরি চালু হলে খুব সহজেই পৌঁছনো যাবে মেচুখাতে।

মেঘ-কুয়াশার মধ্য দিয়ে সূর্যদেব খানিক বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-সেদিক আলোয় ভাসিয়ে দর্শন দিলেন। ওপরের বরফে-ঢাকা পর্বত মেঘের আড়ালে চলে গেল আর সেই সকালের আলোতে দেখা গেল সামনের টিলার ওপরের মনাস্ট্রিটা। সকাল বেশ জাঁকিয়ে শুরু হতেই আমরা গেস্টহাউসে ফিরে এলাম চা, জলখাবারের আশায়। বলাই বাহুল্য, ভ্রমণার্থীদের জন্য অপ্রচলিত এই উপত্যকাতে এত সকালে এরকম কোনও দোকান চোখে পড়ল না।

ফিরতে না ফিরতেই বড় বড় গ্লাসে লাল চা আর বিস্কুট নিয়ে হাজির কালকের সেই ছেলেটি। বলল জলখাবারও প্রায় রেডি। রুটি, বিনসের সবজি আর ওমলেট। জলখাবার খেয়ে, দুপুরে মাংস-ভাত আদেশ করে যখন আবার বেরলাম, তখন সবে সাড়ে আটটা। এবার চললাম বাজারের পথে। সবই প্রায় কাঠের একতলা বাড়ি। প্রায় সব দোকানেই সব ধরণের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কয়েকটি মুদিখানাজাতীয় দোকান এবং একটি ওষুধের দোকান চোখে পড়ল। বেশ কয়েকটি দোকানে বিক্রি হচ্ছে শুয়োর ও মুরগির মাংস। আর রয়েছে মাছ— বরফের রুই, তার পাশেই শোয়ানো আছে কুড়ুল, যা দিয়ে তা কেটে বিক্রি

হবে। আর একটু এগোতেই একটি বড়, বেশ খরস্রোতা নালা পাওয়া গেল। ওপরে লোহার পুল। গাড়ি সহজেই পেরিয়ে আসছে এই পথে। আলাপ হল কেরালার ছেলে কৃষ্ণণের সঙ্গে। সে BRO-র অফিসার। আপাতত তার দায়িত্বেই রয়েছে এই অঞ্চলের কিছু প্রোজেক্ট। বেড়াতে এসেছি শুনে খানিক আশ্চর্য হল, আবার খানিক খুশিও। নিজে থেকেই বেশ কটা এদিক-ওদিক যাওয়ার পথ বাতলে দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে ছুট।

সকালে গেস্টহাউসের মালকিন নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর আত্মীয়ের বিয়েতে। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ের বাড়িটাতেই বসেছে বাসর, ওদিকে যাওয়াই ঠিক করলাম। বাজার পেরোতেই সব শুনশান। মধ্যে মধ্যে ছবির মতো কাঠের বাড়িঘর। মানুষজন বড়ই কম। অরুণাচলের অন্যান্য অংশের মতোই বুকে বেতের খাপে কুকরি ঝুলিয়ে মাঝে-সাঝে এক-আধজন চলে আসে এই পথে। একদিকে টানা শস্যক্ষেত্র, অন্যদিকে ঘোড়া প্রজননক্ষেত্র। নদীটাও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সূর্য এখনও মাথার ওপর ওঠেনি। হালকা ঠান্ডার আমেজ বাতাসে। একটা ট্র্যাক্টরে করে দু-তিনজন হইহই করে সামনের পথে চলে গেল। আরেকটু এগিয়ে ইয়ারগাপ নদীর ওপর বড় ঝোলা-পুল দেখা যাচ্ছে।

পুল পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ডান এবং বাম— দুদিকেই যাওয়া যাবে। বাঁদিকের পথে কটি মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে। তার কাছ থেকেই একটি পায়ে-চলা পথ সোজা উঠে গিয়েছে পাহাড়ের গা-বেয়ে ওপরে, যত দূর চোখ যায়। বাঁদিকে নদীর ধারের পথ দিয়ে দুজন স্থানীয় মানুষ আসছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, বাঁদিকের পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই পড়বে একটা ধস। ওপরদিক দিয়ে সাবধানে পেরিয়ে একটু এগোলেই পাহাড়ের খাঁজে নেমে বিয়েবাড়ি। অদম্য উৎসাহে আমরা দুজন পা বাড়ালাম।

মেম্বারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, মিশুকে এবং অতিথিবৎসল উপজাতি। মনপা জাতির উপজাতি বলেই এদের পরিচিতি। চাষবাস, কাঠখোদাই এবং নানান পাত্রের ওপর অলঙ্করণ এদের জীবিকা, যদিও শেষ দুটি লুপ্তপ্রায়। বরের বসতবাড়ি, সামনের উঠোন ও প্রার্থনাকক্ষ নিয়ে বিয়েবাড়ি। নানান খানাপিনায় অতিথিরা মশগুল। বহিরাগত আমাদের দুজনকে নিয়ে তাদের কৌতূহল আর কৌতুকের অন্ত নেই। আলাপ হল অনেকের সঙ্গে। খানিক মিলেমিশে আনন্দ করলাম আমরাও। তারপর পর্যাপ্ত পানভোজন ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আমরা গেস্টহাউসে ফেরার পথ ধরলাম। বিবাহের মূল অনুষ্ঠানের খানিকটা তখনও বাকি।

যাওয়ার সময় ততটা খেয়াল হয়নি, কিন্তু ফেরার সময় ওপর থেকে ডানদিকের নদী, নদীর বাঁক, অপরদিকের জনপদের দৃশ্য খুবই সুন্দর লাগল। সবুজ জলের ওপর সূর্যের হাজার ঝিকিমিকি, নদীর পাড়ের সবুজ সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। লোহার পুলটা পেরোবার সময় কয়েক ফোঁটা জল আকাশ থেকে পড়ল। বৃষ্টির মেঘ আকাশে ভাসমান। চটজলদি আস্তানার দিকে পা বাড়ালাম।

দু-এক ফোঁটা ঝরেই মেঘ উড়ে গেল। আমরাও তৃপ্তি করে চা খেয়ে আবার বেরলাম। গন্তব্য টিলার ওপরে গুম্ফা। এখন বিকেল। মেঘলা আবহাওয়ার জন্য একটু বেশিই ম্রিয়মাণ আলো চারদিকে। দূরে রানওয়ের ওপারে সমবেত জওয়ানরা দাঁড়িয়ে, সম্ভবত রোলকল চলছে। পথে দু-একজনকে দেখা যাচ্ছে পিঠে বেতের ঝুড়ি নিয়ে। তাদেরই একজনকে বলতে দেখিয়ে দিল গুম্ফায় যাওয়ার পথ, সোজা হালকা চড়াই এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে ওপরে। মিনিট দশেক হেঁটে পৌঁছলাম গুম্ফার সামনে আর তখনই চারদিকে ঘিরে ধরল মেঘ আর হুহু করে বেড়ে গেল শীত।

কাঠের মনাস্ট্রি, ভিতরে বেশ বড় প্রার্থনাস্থল। ঝুলছে সিল্কের কাপড়, থাঙ্কা। দেওয়ালের তাকে সারি সারি বই আর সামনেই তথাগত। পরিবেশ অন্যান্য বৌদ্ধ মনাস্ট্রির মতোই, খুব একটা পার্থক্য নেই অন্দরসজ্জা ও বিন্যাসে। কিছুটা সময় কাটিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ই শুরু হল মুশলধারায় বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি আর মেঘে ঢাকা পড়া নীচের উপত্যকা, আমাদের গেস্টহাউসের সবুজ পতাকা, আসার পথে দেখা সামনে প্রচুর গোলাপ নিয়ে কাঠের ছিমছাম বাড়িটা আবছা হতে হতে উধাও হয়ে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল আর ঠান্ডাও বেড়ে গেল হঠাৎই।

টানা ঘণ্টাখানেক বৃষ্টির পরে হঠাৎই একটা-দুটো করে তারা ফুটল আকাশে। অন্ধকারের মধ্যেও গাঢ় নীল মনে হচ্ছিল আকাশের রং। পথ ভিজলেও পিচ্ছিল নয়। টানা অন্ধকারে থেকে চোখও সয়ে গিয়েছে বেশ। বাঁক ঘুরতেই নীচের জনপদের ইতস্তত চিকমিকে আলো চোখে পড়ল। বেশিরভাগই সৌর লণ্ঠন। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি আজকেও। ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত পাথর-ছড়ানো পথে টিপটিপে বৃষ্টিতে আকাশের আলোয় আমরা নীচের দিকে নেমে চলেছি। মাথার ওপর সাক্ষী শুধুই তারারা। ফিরে গিয়ে উনুনের ধারে খাওয়া-দাওয়া, গল্প চলবে। কাল খুব ভোরে গেস্টহাউসের পিছনদিকের গোলাপি আগাছা ঢাকা রাস্তায় অনেকটা হাঁটব ঠিক করলাম। তারপর সকাল সকালই রওনা হব ফেরার পথে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম সিয়াং জেলার সুন্দর উপত্যকা মেচুখা। অসাধারণ দৃশ্যপট আর আমোদপ্রিয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মেম্বা জাতিগোষ্ঠীই প্রধান আকর্ষণ। একদমই অচেনা এই উপত্যকায় থাকার জায়গা এখনও খুব কম। ইন্সপেকশন বাংলো ছাড়া নাকসাং গেস্টহাউসই প্রধান ভরসা। প্রধানত সেনাবাহিনী অধ্যুষিত এই উপত্যকার বুক চিরে রয়েছে একটি রানওয়ে। এটি চালু হলে খুব সহজেই পৌঁছনো যেতে পারে এখানে। আলং থেকে ভাড়া ও শেয়ারে টাটা সুমো আসা-যাওয়া করে এখানে। পথের দৃশ্য মনোহর হলেও অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে সেজন্য। নিজেরা ভাড়া গাড়ি নিলে খারাপ আর ভাঙা পথে যা যা যন্ত্রাংশ লাগতে পারে সে-ব্যাপারে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। অসম থেকে গাড়ি নিলে তার দৈনন্দিন ভাড়া, সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস, তেল সবই সঠিক চুক্তি করে নিতে হবে। গাড়ি খারাপ হলে অথবা মাঝখানে কোথাও বদলাতে হলে তার টাকা কীভাবে হিসাব হবে সব আগেই কথা বলে নিতে হবে। এই পথে এবং অরুণাচলের প্রায় সর্বত্রই গাড়ি-সংক্রান্ত নানান সমস্যা নিত্যনৈমিত্তিক।

পারমিট

অরুণাচল যেতে হলে ভারতীয়দের ইনারলাইন পারমিট লাগে। স্ট্যাম্প-সাইজ ছবি ও সচিত্র পরিচয়পত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি সমেত আবেদন করতে হবে সল্টলেকের অরুণাচল ভবনে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই ১০৯/১১০, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪
☎২৩৩৪-১২৪৩, ২৩২১-৩৬২৭

কোথায় থাকবেন

নাকসাং গেস্টহাউস (☎০৯৪৩৬৪-১১৫৬৮), দুজনের থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক খরচ ১,০০০ টাকা।

মনে রাখবেন

মশার ক্রিম, ধূপকাঠি, মোমবাতি, টর্চ আর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সঙ্গে রাখা জরুরি। এই পথে মানুষজন, দোকানপাটের অপ্রতুলতা হেতু সঙ্গে রাখতে হবে শুকনো খাবার ও পর্যাপ্ত পানীয় জল। পথের পাশে যেখানে-সেখানে জঙ্গলে নামা, অচেনা গাছ, পাতা, ফুল স্পর্শ করা বিপজ্জনক হতে পারে।

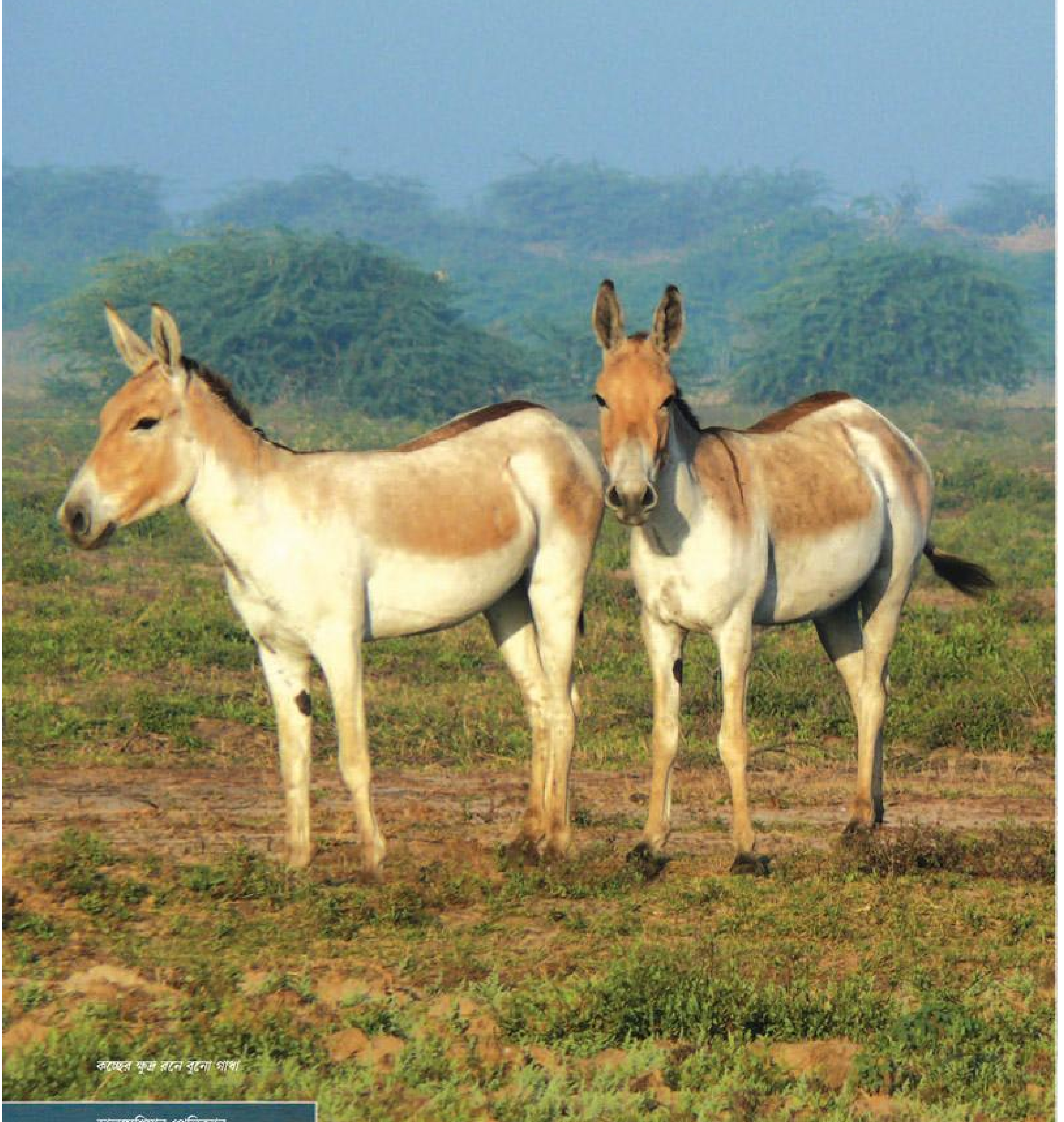

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে বুনো গাধা

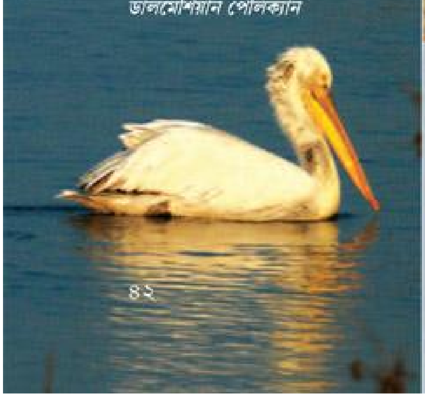

ডালমেশিয়ান পেলিক্যান

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে

লেখা: মিতা দত্ত ছবি: পিনাক দত্ত

নীলগাইয়ের পাল

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের মতো আশ্চর্য ভূ-প্রকৃতি ভূ-ভারতে আর কোথাও মেলে না। ধু ধু প্রান্তরে বুনো গাধার দৌড় আর জলায় জলায় ঝাঁক ঝাঁক ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান আর হাজারও পরিযায়ী পাখি। যাওয়ার সেরা সময় শীতকাল।

লেসার ফ্লেমিংগো

এবার আমরা এসেছি কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে। আমেদাবাদ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে ভারতের সবচেয়ে বড় স্যাংচুয়ারি এবং 'রামসর সাইট' হিসেবে স্বীকৃত এই কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের বিস্তৃতি ৪,৯৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। আমেদাবাদ থেকে গাড়িতে দু'-আড়াই ঘণ্টার পথ অতিক্রান্ত করলেই পৌঁছে যাওয়া যায় কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে। এমন অদ্ভুত ভূ-প্রকৃতি ভূ-ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা ক্ষুদ্র রন থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে 'রন রাইডার্সে'। গুর্জরদের অবরোধে গতিরুদ্ধ হয়ে ট্রেন যখন আমেদাবাদে পৌঁছল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। 'রন রাইডার্স'-এ যখন পৌঁছলাম রাত তখন পৌনে একটা। ডিসেম্বরের কনকনে রাতেও পেলাম সাদর আপ্যায়ন।

অনেক অনেকদিন আগে এই রন ছিল আরবসাগরের তলায়। ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে রন এখন বর্ষাকালে সমুদ্রের নোনা জলে নিমজ্জিত থাকলেও শীত থেকেই এই জল শুকিয়ে যায় আর ফেলে যায় সাদাটে ফুটিফাটা নিষ্ফলা নোনা জমি, যেখানে শুধুমাত্র কিছু কাঁটাঝোপ জন্মাতে পারে।

এই অদ্ভুত ভূ-প্রকৃতির মধ্যে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায় বুনো গাধা ও নীলগাই। বিশ্বের একমাত্র এশিয়াটিক ওয়াইল্ড অ্যাসের স্যাংচুয়ারি ধনগদরা ওয়াইল্ড অ্যাস স্যাংচুয়ারি এই কচ্ছের ক্ষুদ্র রনে। শীতে এখানে বাসা বাঁধে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি— দোমোয়াজেল, কমন ও সারস ক্রেন, লেসার ও গ্রেটার ফ্লেমিংগো, পেলিকান। এখানেই দেখা পাওয়া যায় বিপন্ন প্রজাতির হুবারা বা ম্যাককুইন্স বাস্টার্ডের, সোসিয়েবেল ল্যাপউইং, ইন্ডিয়ান কোর্সার ইত্যাদি পাখির।

পরদিন ভোরে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম রন দর্শনে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় খোলা জিপে আমরা বেশ কাবু। তবে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ঠান্ডাটা সহনীয় হয়ে উঠল। রাস্তায় চোখে পড়ছে গরুর পাল নিয়ে সুসজ্জিত স্থানীয় উপজাতির লোক। ক্ষুদ্র রনের আশপাশের গ্রামে বাস রাবারি, ভারওয়াদ, মির, কোলি, বাজানিয়া ও সিন্ধি উপজাতির লোকজনের। শুনলাম এই ভারওয়াদ উপজাতির তরুণেরা সবসময় অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে থাকে তাদের সম্ভাব্য বধূদের আকর্ষণ করার চেষ্টায়।

এইসব গল্প শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য নয়া তলাওতে। জিপ আমাদের নামিয়ে দিল যেখানে, সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে অগভীর এক জলাধার, কর্দমাক্ত জমি কোথাও শক্ত ফুটিফাটা, কোথাও বা পা ঢুকে যায়। সাবধানে শক্ত জায়গা দেখে এগিয়ে চললাম জলার দিকে। যতটা যাওয়া সম্ভব সেখান থেকে দেখলাম লেসার ফ্লেমিংগোর দল জলা গোলাপি করে রেখেছে। এছাড়াও রয়েছে কমন ক্রেন, সারস ক্রেন, প্রচুর ওয়েডার, স্পুনবিল প্রভৃতি। পা কাদায় এমন বিপজ্জনকভাবে গেঁথে যাচ্ছে যে সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আমরা বাজানার দিকে চললাম।

এ অঞ্চলটা বেশ সবুজ। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিরতিরে নদীতে ফ্লেমিংগো, পেলিকান ও গ্রে ল্যাগ গুজের ঝাঁক। পথে দেখলাম বিশাল চেহারার দুটি নীলগাই আমাদের দেখে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পেরিয়ে দে ছুট।

> মুখোমুখি দেখা দশ-বারোটি গাধার সঙ্গে। আমাদের দেখে ভয়চকিত হয়ে তারা পিছন ফিরে ছুট লাগাল। সেলিম এবার গাড়ি ছোটাল তাদের পিছনে। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা ৭০ কিলোমিটার ছুঁয়েছে তবু গাধার দল ধুলো উড়িয়ে আমাদের চেয়েও জোরে ছুটছে।

দুপুরে রিসর্টে ফিরে ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি সেখানে মধ্যাহ্নভোজের বিপুল আয়োজন। পেটপুরে খেয়ে আমরা সাড়ে তিনটে নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়লাম ক্ষুদ্র রনের প্রধান আকর্ষণ বুনো গাধা দেখার জন্য। রোদের প্রচণ্ড তেজ গা হাত যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সকালে ঠান্ডায় কেঁপে মরছিলাম আর এখন গরমে পুড়ে মরার জোগাড়। আজ আমরা যাব দাসাড়া থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ঝিঞ্জুওয়াড়া। আমাদের জিপ জনবসতি ছেড়ে হঠাৎ এসে পড়ল ধু ধু প্রান্তরে। মাঝে মাঝে স্তূপাকৃত নুনের পাহাড়। ফুটিফাটা জমি, নোনা গন্ধ, মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ— এক সম্পূর্ণ অদেখা জগৎ। নুনের পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের জিপ। চোখের সামনে সুদূর-প্রসারিত এই উন্মুক্ত ভূমির শূন্যতা হতবাক করে দেয়। যত এগোচ্ছি গাড়ির গতি বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে জেগে থাকা কাঁটাঝোপগুলো দুরন্ত গতিতে পিছনে ছুটছে। সামনে অনেক দূরে দেখা দিল এক গাছে ঘেরা জলাধার। কিন্তু অত জোরে ছুটেও কিছুতেই তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল না— মরীচিকা তো অধরাই! একটু বাদে আবার দেখি বহুদূরে কীসের যেন ছায়া। 'মরীচিকাই হবে, আর সহজে বোকা বনছি না'— এই ভেবে নিজেকে সবে চালাক ভাবতে শুরু করেছি, তখনই আমাদের ড্রাইভার তথা গাইড সেলিম ফিসফিসিয়ে বলল, 'ও দেখিয়ে ওয়াইল্ড অ্যাস'। কী কাণ্ড! যাদের দেখতে এসেছি তাদেরই মরীচিকা ভেবে বসেছি।

গাধার দল থেকে বেশ অনেকটা দূরে, সেলিম গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। আমরা টপাটপ লাফ

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

ক্ষুদ্র রনের নিকটতম রেলস্টেশন ভিরামগম। দূরত্ব ৩০ কিলোমিটারের মতো। গাড়িতে আসতে সময় লাগে ৪০-৪৫ মিনিট। আমেদাবাদ থেকে অনায়াসে রনে আসতে পারেন। দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। গাড়িতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে। হাওড়া থেকে ওখা এক্সপ্রেসে (মঙ্গল, শুক্র, শনি) পৌঁছতে পারেন ভিরামগম। অথবা আমেদাবাদে আসতে পারেন আমেদাবাদ এক্সপ্রেস বা গর্বা এক্সপ্রেসে।

কোথায় থাকবেন

কচ্ছের রনে থাকার ও ঘোরার জন্য থাকতে হবে **দাসাড়ার রন রাইডার্সে**। বিলাসবহুল এই রিসর্টটিতে দুজনের একদিনের থাকা-খাওয়া ও একটি জিপ সাফারির খরচ ৬,০০০ টাকা। থাকার জায়গাটি খুবই সুন্দর এবং ব্যবস্থা খুবই ভালো। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন: মুজাহিদ মালিক (☎০৯৮৭৯-৭৮৬০০৬), কলকাতা বুকিং: ☎৯০০৭০-০৬৭৯৪।

কখন যাবেন

অক্টোবরের শেষ থেকে মার্চ।

মনে রাখবেন

রনে গাইড ছাড়া ঘুরবেন না। বিপজ্জনক হতে পারে। সঙ্গে অবশ্যই রাখুন ছাতা, টুপি, রোদ চশমা ও শীতকালে যথেষ্ট শীতবস্ত্র।

দিয়ে নেমে পড়লাম রনের রুক্ষ ফুটিফাটা জমিতে।

আমাদের অস্তিত্বের কথা টের পেয়ে হঠাৎ গাধাগুলি কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারপর তীব্র গতিতে ছুটে নিমেষে ধরা-ছোঁয়া-দেখার বাইরে উধাও হয়ে গেল। আমরাও গাড়িতে উঠে আবার চলতে শুরু করলাম। কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না, সব জায়গাই এক লাগছে— মনে হচ্ছে যেন এক জায়গাতেই পাক খাচ্ছি। এগোতে এগোতে দেখা হল একদল নীল গাইয়ের সঙ্গে। আমাদের দেখে তারা ধুলো উড়িয়ে ছুটে পালাল। তারপর মুখোমুখি দেখা দশ-বারোটি গাধার সঙ্গে। আমাদের দেখে ভয়চকিত হয়ে তারা পিছন ফিরে ছুট লাগাল। সেলিম এবার গাড়ি ছোটাল তাদের পিছনে। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা ৭০ কিলোমিটার ছুঁয়েছে তবু গাধার দল ধুলো উড়িয়ে আমাদের চেয়েও জোরে ছুটছে। রোমাঞ্চকর এই অধ্যায়ের পর আমাদের দেখা দিল মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া একদল স্যান্ডগ্রাউস আর কাঁটাঝোপে আশ্রয় নেওয়া দুটি শর্ট ইয়ার্ড আউল। তবে আমরা এখন উদগ্রীব ম্যাককুইন্স বাস্টার্ড বা হুবারা বাস্টার্ডের দর্শন পাওয়ার জন্য। এর দর্শন এখানেই পাওয়া সম্ভব। এরই মধ্যে দেখা মিলল মরু বিড়ালের, তবে মরু শিয়ালের গর্তের দর্শন মিললেও তাদের দর্শন মিলল না।

সূর্য ক্রমে ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে হেলে যাওয়া সূর্য এখন সুবিশাল লাল একটা গোলা। এত বড় সূর্য সত্যিই কোথাও দেখিনি, নাকি তা মনের ভুল বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ সেলিম গাড়ি থামিয়ে চাপা গলায় 'হুবারা' বলতেই ওর ইঙ্গিত অনুসারে তাকিয়ে দেখি প্রায় ১০০ ফুট দূরে আমরা যাকে খুঁজছিলাম, সেই ম্যাককুইন্স বা হুবারা বাস্টার্ড। ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করতেই সে আমাদের থেকে বহু বহু দূরে চলে গেল। দূরবিনের সাহায্যে তাকে খুঁজে পেয়ে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু অত্যন্ত ছটফটে হুবারা ক্যামেরায় অধরাই রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছে। সূর্যের সুবিশাল লাল গোলা দিগন্ত ছুঁয়েছে। একদল বুনো গাধা আপন মনে খেতে ব্যস্ত— তাদের ঠিক পিছনে ডুবন্ত সূর্য।

দিনের আলো মিলিয়ে নেমে এল রাতের অন্ধকার। হঠাৎ কেমন যেন ভয় গ্রাস করল মনকে। গাড়ির হেডলাইট ছাড়া আর কোনও আলো নেই। পারবে তো সেলিম এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অসীম শূন্য এই প্রান্তর থেকে রিসর্টের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে— এই ভেবে বুক দুরু দুরু কাঁপছে। সেলিমের অবশ্য এই রনের প্রান্তর নখদর্পণে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম রিসর্টে।

TREKS & TOURS

নাগাল্যান্ড ও মণিপুর মিজোরাম ও ত্রিপুরা	24/10, 25/11, 3/2, 3/3
মুক্তিনাথ সমগ্র নেপাল	17/3, 31/3
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ)	21/2, 27/2, 5/3, 11/3, 18/3, 24/3
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান)	15/4, 9/12
অরুণাচল	25/12, 12/5
উত্তর ও পূর্ব সিকিম	24/3, 7/4
সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন)	26/5, 16/6, 23/6, 24/8
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/ হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/ হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাহুল স্পিতি, কিন্নর	September

ট্রেকিং: কালাপাথর, গোকিয়ো লেক, ল্যাংট্যাং, গোঁসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।

9, Lalbazar Street, Marcantile Building,
1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

citius adventures

MANAS SAROVAR (Via Nepal)
Group Departures -
07th May, 2013 / 14th May, 2013 / 19th May, 2013.
₹117000/- (Kathmandu to Kathmandu)
15 Nights 16 Days.

EVEREST BASE CAMP
Group Departures - 10th April, 2013
₹60200/-(Kathmandu to Kathmandu)
13 Nights 14 Days.

SANDAKPHU TREK
Group Departures - 19 January,2013.
₹13100/- (NJP to NJP).
5 Nights 6 Days.

DZONGRI & GOECHALA TREK
Group Departures - 14 April, 2013
₹30400/- (NJP to NJP).
10 Nights 11Days.

PAPSURA & DHARAMSURA BASE CAMP TREK
Group Departures - 1 June, 2013
₹26777/- (Manali to Manali)
09 Nights 10 Days.

PINDARI & KAFNI GLACIER TREK
Group Departures - 10 May,2013
₹15000/- (Kathgodam to Kathgodam)
09 Nights 10 Days.

125, Rashbehari Avenue. Kolkata - 29
email us at : adventures@citiusinfo.com
Contact us at +919874044084 I +919007176258

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

ঘরে বসে সমুদ্র উপভোগ করুন
নিজস্ব হোটেল
হোটেল বঙ্গলক্ষ্মী-পুরী

ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, ইকোনমি
(A.C., Non A.C.)
এছাড়া হলিডে হোম ও গ্রুপ
বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
Kol. Cont.: 98317 83971
Puri Cont.: 09937649096
www.bangalaxmi.com

তৎসহ
কাশ্মীর, সিমলা, মানালি,
সাংলা, কল্পা, হরিদ্বার, আগ্রা,
দিল্লি, অমৃতসর, লাভা,
লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং,
গ্যাংটক, পেলিং তৎসহ
সারা ভারতে হোটেল বুকিং।

-ঃ পরিচালনায় ঃ-
ANIK UDYOG
42B, Dhiren Dhar Sarani,
Kolkata-12
2225-8816, 98317 83971

কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98311 25446/98303 08705

সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর
পশ্চিমবঙ্গ
রাজস্থান
কেরালা
অরুণাচল
হিমাচল প্রদেশ
লে-লাদাখ
ওড়িশা
দক্ষিণ ভারত
উত্তরপ্রদেশ
সিকিম
কুমায়ুন
মধ্যপ্রদেশ
মেঘালয়
গাড়োয়াল
তামিলনাড়ু
অন্ধ্রপ্রদেশ
অসম
গুজরাট
মহারাষ্ট্র-গোয়া

এইসব রাজ্য ছাড়া সারা ভারতে এবং নেপাল ও ভুটানের যে-কোনও স্থানের যে-কোনও বাজেটের সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন।

Online Booking available
www.continentaltravels.co.in
-: Branch :-
Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Koikhali-9830020359 Naihati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

ক্রুগারের জঙ্গলে

লেখা ও ছবি: সুব্রত দত্ত

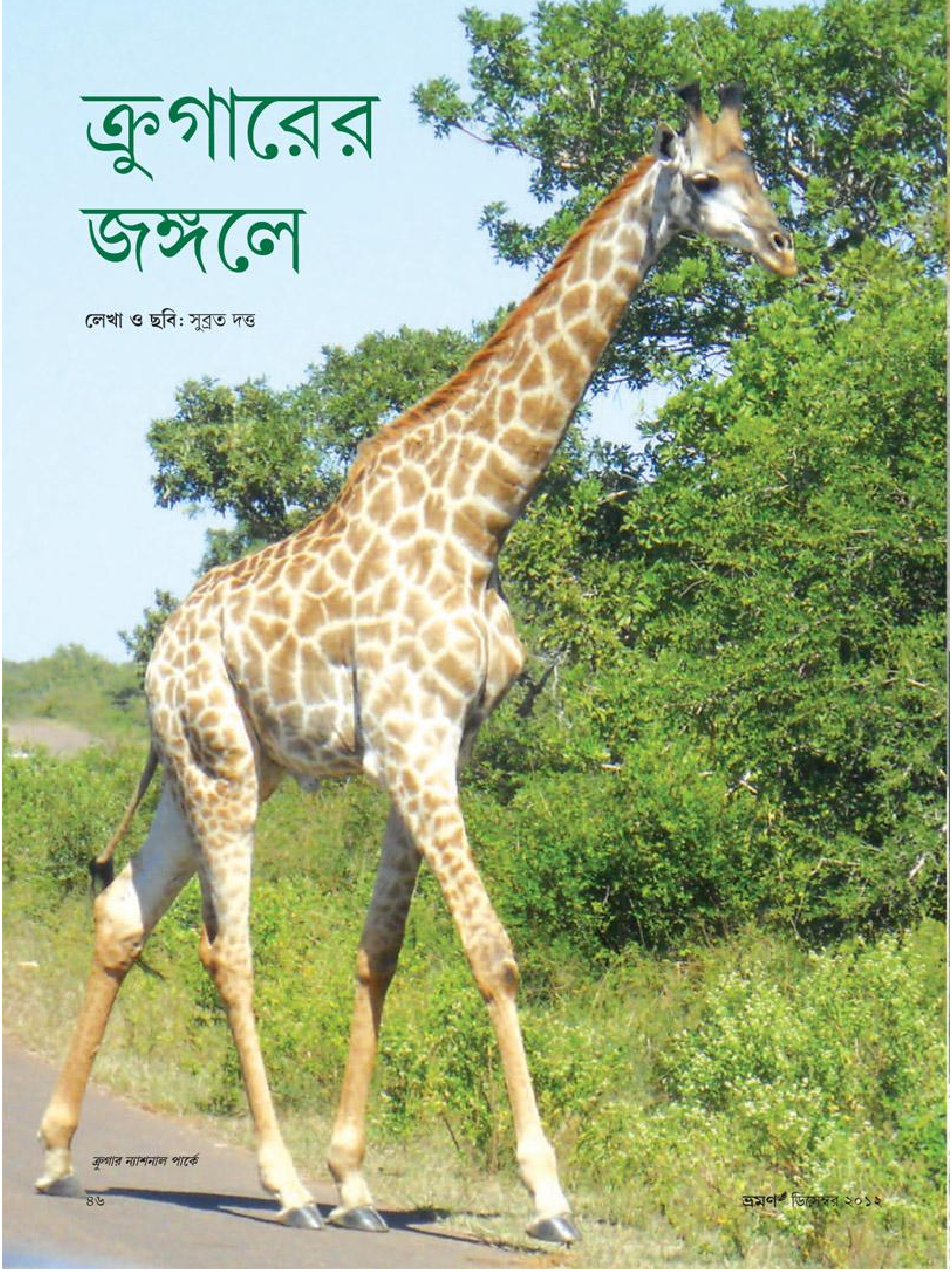

ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে

বিয়ামিতি আর স্কুকুজা ক্যাম্পে থাকা, নাইট সাফারিতে তিন দলখেদানো সিংহ-দর্শন, গাড়ির পাশ দিয়ে লেপার্ডের দুলকি চালে হাঁটা, বিয়ামিতি নদীতে মনে রাখার মতো সূর্যাস্ত— সব মিলিয়ে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক মন ভরিয়ে দেয়। এ-বছরের এপ্রিল মাসের অভিজ্ঞতা।

রাস্তার পাশে লেপার্ড

ক্রুগারে রাস্তার ধারে

আজ ১২ এপ্রিল, ২০১২। দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে, আমরা সাবি নদীর ধারে বসে একটা অতি সুন্দর সূর্যাস্ত দেখছি। হলুদ রঙের সূর্যটা বড় হতে হতে লাল রঙের হয়ে গিয়ে পরিত্যক্ত একটা রেলব্রিজের পিছনে নামছে। ব্রিজটার নাম সেলাটি ব্রিজ। তার নীচে শুকনো নদীখাতে একটা বড় হাতির পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পরস্পরের গায়ে ধুলো ছিটিয়ে খেলা করছে। জলের ধারে দুটো কুমির স্থির হয়ে শুয়ে আছে, যেন জলে নামার আগে দিনের শেষ আলোটুকুর তাপ শুষে নিচ্ছে। একদল বাঁদর ছানাপোনা নিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, পড়ে থাকা খাবারের সন্ধানে। নানারকমের ও নানা রঙের পাখি বাসায় ফিরছে। সবগুলো গাছ থেকে তাদের কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আসন্ন সন্ধ্যার মৃদু বাতাস, গাছের পাতায় ঢেউ তুলে আমাদের গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা স্বর্গীয় সোনার সন্ধ্যা, আমরা উপভোগ করছি ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কের স্কুকুজা সাফারি ক্যাম্পে বসে।

পল ক্রুগার, যাঁর নামে এই পার্কটি, ১৮২৫ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের 'ক্র্যাডোক' শহরে জন্মেছিলেন। পরে তিনি উত্তরের দিকে তখনকার 'ট্রান্সভাল' অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। বোয়ার যুদ্ধের পরে ১৮৮৩ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হন এবং নিজের প্রকৃতিপ্রেমের তাগিদে, নানারকম আইন প্রণয়ন করেন যাতে জঙ্গলের মুক্ত পশুপক্ষীদের সংরক্ষণ করা যায়। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৮ সালে সাবি এবং ক্রোকোডাইল নদীর মধ্যবর্তী বিশাল অরণ্যকে সাবি গেম রিজার্ভ নামে চিহ্নিত ও সংরক্ষিত করেন। বর্তমানে এই গেম রিজার্ভই ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক নামে পরিচিত। পার্কে ঢোকার প্রধান গেটের পাশে পল ক্রুগারের মূর্তি স্থাপন করা আছে।

৬ এপ্রিল, ২০১২। আমরা মুম্বই থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজে উড়ে জোহানেসবার্গ হয়ে কেপটাউন পৌঁছলাম। সুন্দর শহর কেপটাউন, রবেন দ্বীপ (যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলা বন্দি ছিলেন), উত্তমাশা অন্তরীপ ইত্যাদি ঘুরে ১১ এপ্রিল সকালে পুমালাংগা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে লন্ডন থেকে আমাদের মেয়ে, জামাই ও দুই নাতনি কেপটাউনে যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া আমাদের বন্ধু ডঃ ডেভিড লুইস এবং তাঁর সহকারী পিটার গাড়ি করে জোহানেসবার্গ থেকে ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন এয়ারপোর্টের পাশে 'নেলস্প্রুইট' শহরে। ডঃ লুইসের বন্যপ্রাণী ও বনজঙ্গল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ। তিনি অনেকবার ক্রুগারে এসেছেন। উনি সঙ্গে থাকায় আমাদের খুব সুবিধা হল। এয়ারপোর্ট থেকে আমরা একটা ৮ সিটার এস ইউ ভি ভাড়া করে নিলাম ৪ দিনের জন্য। নেলস্প্রুইট থেকে টিনড খাবারদাবার কিনে নেওয়া হল, ক্রুগারে নিজেরা রান্না করে খাওয়ার জন্য। বড় বড় ক্যাম্পে রেস্তোরাঁ থাকলেও, নিজেদের রান্না করার বাসনপত্র, গ্যাস উনুন, রেফ্রিজারেটর সবই আছে প্রতিটি কটেজে। তাই নিজেদের মতো খাওয়া যায়, খরচও কম হয় এবং মজাও লাগে।

> একটা প্রমাণ সাইজের লেপার্ড রাস্তার ডান দিক ধরে দুলকি চালে হাঁটছে। আমরা আস্তে গাড়ি চালিয়ে তার পাশে পাশে বেশ কিছুটা গেলাম, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করল না। খানিক বাদে গাড়ির আওয়াজ আর আমাদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ নিয়ে তাকাল। আমরা গাড়ির কাচ নামিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে, তাড়াতাড়ি সব কাচ তুলে দিলাম।

নেলস্প্রুইট থেকে N3 হাইওয়ে ধরে ২০-২৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর ক্রুগারের সীমানা শুরু হল। ভেতরে যাওয়ার অনেকগুলি গেট আছে। ঢোকবার আগে বিদেশি পর্যটকদের ট্যাক্স দিতে হয়, এবং সকলের জন্য পার্ক-ফি দিতে হয়। আমরা সকাল এগারোটা নাগাদ 'মেলেলেন' গেট দিয়ে ক্রুগারে প্রবেশ করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য পাঁচটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যা ছটার মধ্যে 'বিয়ামিতি বুশভেল্ড ক্যাম্প'-এ পৌঁছনো, রাত্রিবাসের জন্য। পার্কের নিয়ম অনুযায়ী, সন্ধে ছটার পর ক্যাম্পের বাইরে নিজেদের গাড়িতে ঘোরা নিষেধ এবং দিনের বেলাতেও গাড়ি থেকে নামা নিষেধ। এই নিয়মগুলির যথার্থতা পরে বুঝেছিলাম।

বিয়ামিতি ক্যাম্পের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। পথে আমরা অসংখ্য ইম্পালা, বুশবাক, কুড়ু, অস্ট্রিচ, ওয়ার্টহগ, ওয়াইল্ডবিস্ট, জেব্রা, জিরাফ, হাতি ইত্যাদি দেখলাম, একেবারে রাস্তার ধারে। সবচেয়ে ভালো দেখলাম একদল হাতি, বাচ্চাসহ কেমন নিজেদের মধ্যে খেলা করছে, শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে একে অপরকে আদর করছে ও শুঁড় দিয়ে বালি ছেটাচ্ছে। একটু এগোবার পর হঠাৎ দেখলাম একটা প্রমাণ সাইজের লেপার্ড রাস্তার ডান দিক ধরে দুলকি চালে হাঁটছে। আমরা আস্তে গাড়ি চালিয়ে তার পাশে পাশে বেশ কিছুটা গেলাম, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপও করল না। খানিক বাদে গাড়ির আওয়াজ আর আমাদের চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ নিয়ে তাকাল। আমাদের মধ্যে কে যেন বলল যে লেপার্ডটা খুবই ক্ষুধার্ত। আমরা গাড়ির কাচ নামিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে, তাড়াতাড়ি সব কাচ তুলে দিলাম। তারপরেই লেপার্ডটা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। তখন বুঝলাম দিনেরবেলাতেও কেন গাড়ি থেকে নামা বারণ।

চারটে নাগাদ যখন বিয়ামিতি ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেছি, তখন হঠাৎ দেখি আমাদের সামনে ৩-৪টে গাড়ি দাঁড়িয়ে এবং তার আগে একটা বিশাল মদ্দা হাতি রাস্তা জুড়ে এগিয়ে চলেছে। উল্টোদিকেও কয়েকটা গাড়ি এগোতে পারছিল না হাতিটা রাস্তা জুড়ে ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বলে। হঠাৎ হাতিটা ওই গাড়িগুলোর দিকে তাড়া করে দৌড়ল, আর গাড়িগুলো যত জোরে সম্ভব পশ্চাদপসরণ করতে থাকল। ডঃ লুইস বললেন যে এটা দলছুট হাতি। এর প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, কারণ ও 'মাস্তি'তে আছে। কিন্তু অন্য মদ্দা হাতির কাছে লড়াইতে হেরে, ও মাদি হাতিদের কাছে যেতে পারেনি। 'মাস্তির' চিহ্নস্বরূপ ওর কানের পাশ থেকে গাঢ় বাদামি রঙের তরলপদার্থ ঝরছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে হাতিটা অবশেষে জঙ্গলে ঢুকল। আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, ছটার মধ্যে ক্যাম্পে পৌঁছতে পারব না ভেবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক ছটার সময়ে আমরা ক্যাম্পে ঢুকলাম। তখন চারদিক লাল করে বিয়ামিতি নদীর জলে সূর্যাস্ত হচ্ছে।

সন্ধেবেলায় সকলে মিলে রান্না করা গেল। ক্যাম্পটি ভারি চমৎকার এবং নির্জন। পর্যটক এখানে বিশেষ ভিড় করে না, কারণ রেস্তোরাঁ বা সময় কাটানোর কোনও বিনোদন বা নাইট

সাফারির ব্যবস্থা নেই। শোওয়ার আগে ডঃ লুইস সকলকে সাবধান করে দিলেন যে, জুতো মোজা মাটিতে রাখলে অনেক সময় ছোট সাপ, কাঁকড়াবিছে, মাকড়সা বা অন্য কোনও বিষাক্ত পোকা জুতোর ভেতর ঢুকে মোজা জড়িয়ে আরামে ঘুমোয়। তাই সমস্ত জুতো আলমারির ওপর রাখতে হবে। প্রথমবার ডঃ লুইস যখন এখানে আসেন, তখন তাঁর জুতোর ভেতর একটা বিরাট সাইজের কাঁকড়াবিছে শুয়ে ছিল। সকালে উঠে জুতোয় পা ঢোকাতেই সেটা পায়ের তলায় হুল ফোটায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণাসহ ওঁকে নেলস্প্রুইট-এ নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তখন ওঁর নার্ভ সিস্টেমের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে এবং বারবার জ্ঞান হারাতে থাকেন। শেষে হেলিকপ্টারে জোহানেসবার্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচানো হয়।

রাতে ক্যাম্পের ভেতর শুয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। চারদিক নিঝুম অন্ধকার, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, মাঝে মাঝে নানারকম জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো নিয়ে খেলা করছে মৃদু হাওয়া, টুপটাপ শিশির পড়ছে— বাইরে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় বিয়ামিতি নদী দেখা যাচ্ছে।

পরদিন ভোরবেলা আমরা ডঃ লুইসের গাড়ির পিছনে পিছনে চললাম। একটু এগোতেই আরেকটা লেপার্ডকে পাশে দেখলাম, সে তার এলাকা চিহ্নিত করতে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখে একপাল বাঁদর গাছের ওপরে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ডঃ লুইস আমাদের কয়েকটি বার্ড হাউডে নিয়ে গেলেন। সেখানে লুকিয়ে বসে বাইনোকুলার দিয়ে নানারকম পাখি দেখা যায়। আমাদের কাছে 'বার্ডস অফ আফ্রিকা' বলে একটা বই ছিল। অনেকরকম পাখি মিলিয়ে দেখার পর আমাদের লিস্ট বেশ লম্বাই হল। এবার রাস্তার দুধারে আরও নানারকমের জন্তু দেখলাম, যা আগেও দেখেছি। একটা হিপ্পোপুলে বেশ কয়েকটা কুমিরের সঙ্গে হিপ্পোদের সহাবস্থান দেখলাম। দুটো বড় কুমির ডাঙায় রোদ পোহাচ্ছিল। একদল বেবুন (বিশেষ করে তাদের দুরন্ত বাচ্চারা) দূর থেকে তাদের বিরক্ত করছিল। আমাদের গাড়ি দেখে তারা ছুটে এল কিছু খাবারের আশায়। পর্যটকরা নিশ্চয়ই এদের বিস্কুট ইত্যাদি দেয়, যদিও সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'এ ফেড বেবুন ইজ এ ডেড বেবুন'।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

মুম্বই থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজ অথবা জেট এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে জোহানেসবার্গ। তবে সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজে গেলে জোহানেসবার্গ-কেপটাউন-নেলস্প্রুইট-জোহানেসবার্গ ত্রিভুজ করে ঘুরতে সুবিধে হবে। 'Siyabona Africa' অথবা Albatross Travels'-এর ওয়েবসাইটে সব খবর ও সাফারি ক্যাম্প, সাফারি ট্যুর, হোটেল, গাড়ি ইত্যাদি বুক করা যায়। যদি ৬-৮ জনের দল হয়, তবে নেলস্প্রুইট থেকে নিজেরা গাড়ি ভাড়া করলে অনেক সস্তা হবে। ক্রুগারে অন্তত ৪ দিন থাকা উচিত (স্কুকুজা ধরে)। ক্যাম্পগুলোতে নিজেরা রান্না করলে মজাও হবে, খরচও কম হবে। ক্রুগার পার্ক ও সাফারি লজের সমস্ত খবর এবং বুকিংয়ের জন্য ওয়েবসাইট : www.parks-sa.co.za

ই-মেল : <reservation@parks-sa.co.za>

লাঞ্চের সময়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরলাম, কারণ একটার মধ্যে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ক্যাম্পের দিকে শর্টকাট করতে গিয়ে চোখে পড়ল প্রায় ১ মিটার বৃত্তের ও ১ মিটার উচ্চতার একটা প্রকাণ্ড মাশরুম, আর তার গোড়া জড়িয়ে শুয়ে আছে একটা ব্ল্যাক মাম্বা সাপ। এই সাপ ভীষণ বিষাক্ত এবং ল্যাজের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে এরা ১ মিটার পর্যন্ত ছোবল মারতে পারে। সেই সময়ে তাদের মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হয়; ঠিক গাড়ির টায়ার ফুটো হয়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয়। এ সমস্ত তথ্য ডঃ লুইসের কাছে জানা, আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে, সাপটা পাশের ঝোপে ঢুকে গেল, আমরা ক্যামেরা বার করারও সময় পেলাম না। অতএব শুধু ব্যাঙের ছাতাটার ছবি তুলে, শর্টকাট বাদ দিয়ে ক্যাম্পে এলাম।

লাঞ্চের পর আমরা রওনা হলাম ৬০ কিলোমিটার দূরে স্কুকুজা ক্যাম্পের দিকে। স্কুকুজাকে ক্রুগারের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। প্রথমেই গেলাম 'জেমস স্টিভেনসন হ্যামিল্টন' মিউজিয়াম। এখানকার লোকেদের তৈরি শিল্পদ্রব্য, ক্রুগার পার্কের ইতিহাস, জিওলজিক্যাল এবং জুলজিক্যাল প্রদর্শনী, ছবি সংগ্রহশালা এবং একটা ছোরা, যা দিয়ে একা খালি হাতে হ্যারি উলহিউটার নামে এক রেঞ্জার এক বিশাল সিংহকে মেরেছিলেন। সিংহটা ক্ষুধার্ত ছিল এবং ওঁকে একা পেয়ে আক্রমণ করেছিল। মরা সিংহসহ রেঞ্জার সাহেবের ছবি সেখানে আছে। স্কুকুজা খুবই ব্যস্ত জায়গা। কারণ এটা হল ক্রুগারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর। এখানে রেস্তোরাঁ, পেট্রোল পাম্প, ডাক্তার, দোকান সবই আছে। কটেজগুলিও খুব সুন্দর, সাবি নদীর ধারে, সেলাটি রেল ব্রিজের নীচে। ক্যাম্পের চারদিকে রাতে ইলেক্ট্রিক ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

বিকেলের দিকে আমরা একটু ঘুরতে বেরলাম, কারণ ছটার মধ্যে ফিরতে হবে, আর নটায় আমাদের নাইট সাফারি বাসের টিকিট কাটা আছে। একটু যেতেই দেখলাম একপাল বাফেলো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে আর রাস্তার উল্টোদিকে একপাল বুনো কুকুর ওদের আক্রমণ করার মতলব আঁটছে। যদিও আকারে ছোট, কিন্তু এরা ১৫-২০ জন মিলে যে-কোনও বড় জন্তুকে (এমনকি সিংহ পর্যন্ত) মেরে ফেলতে পারে। বুনো কুকুর দেখা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ডঃ লুইস তো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। এদিকে আমাদের গাড়িকে দাঁড়াতে দেখে আমাদের চারদিকে আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং আগুপিছু করতে লাগল ছবি তোলার জন্য। ৮-১০টা কুকুর রাস্তার ওপারে বাফেলোগুলোর দিকে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এতগুলো গাড়ির নড়াচড়া দেখে বাকি কুকুরগুলো খুব ঘাবড়ে গিয়ে রাস্তার দুধারে বসে পড়ল। এই হইচইয়ের খবর নিশ্চয়ই কেউ স্কুকুজার কন্ট্রোল রুমে দিয়ে থাকবে, কারণ ১০ মিনিটের মধ্যে ওয়ার্ডেনের

Eco Village Guest House
মাতৃনিবাস
কয়েকদিন গ্রামবাংলায় মনোরম পরিবেশে কাটিয়ে আসতে পারেন।
হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
98301-27925
033-2694-0509
গৌর সুর

GLACIER
TRAVELS Govt. Regd.
SUDIPTA : 9432014650/9331613734
GOUTAM : 9433305726
প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি
OLD SILK ROUTE &
GURUDONGMAR
সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং,
এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার
NEPAL
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট,
লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)
PRISTINE SIKKIM
ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং,
উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক
DOOARS
গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা,
ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা
BHUTAN
থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং
ASSAM & ARUNACHAL
মানস টাইগার রিজার্ভ, গুয়াহাটি, শিলং,
কাজিরাঙা, বমডিলা, দিরাং, তাওয়াং, ভালুকপং
GOA SANDHAKPHU
Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিক্ষেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুষ্কর, মাঃ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত
286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012
glacier_travel@yahoo.co.in
www.glaciertravels.com

গাড়ি এসে গেল এবং মাইকে সব গাড়িকে এগিয়ে যেতে বলা হল। অগত্যা বুনো কুকুররা তাদের শিকার পেল কিনা তা আর দেখা গেল না।

রাতে আমরা ক্যাম্পের নাইট সাফারি বাসে ঘুরতে বেরলাম। বাসটার চারদিকে স্পটলাইট নিয়ে অভিজ্ঞ স্পটাররা দাঁড়িয়ে দুপাশের ঝোপে আলো ফেলতে ফেলতে যাচ্ছে। হঠাৎ বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল, কারণ সামনে রাস্তা জুড়ে তিনটে বিশাল সিংহ শুয়ে রয়েছে। রাতে পিচের রাস্তা গরম থাকে বলে ওরা ওখানে শুয়ে আরাম পায়। আমাদের গাইড বলল এদের নাম 'থ্রি ব্রাদার্স', কারণ সিংহীর দল এই তিন সিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যেহেতু সিংহীরাই প্রধানত শিকার করে আর সিংহরা সেই খাবারে ভাগ বসায়, এই তিন সিংহ তাই শিকারের সমস্যা মেটাতে সবসময়ে একসঙ্গে শিকার করে। অন্য সময়, এরা আলসেমিতে ঘুমিয়ে কাটায়। এদিকে রাস্তার দুধারে গাড়ির সারি, কারণ সিংহরা না সরলে যাওয়ার রাস্তা নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে, একটা সিংহ, যেটা মাঝরাস্তায় শুয়েছিল, দয়াপরবশ হয়ে রাস্তার পাশে উঠে এল, গাড়িগুলো একে একে বাকি দুটো সিংহকে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করল।

স্কুকুজা ক্যাম্পে

ক্রুগারের জঙ্গলে

পরদিন সকালে আমরা ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরলাম আর লাঞ্চের পর 'লোয়ার সাবি সাফারি লজ'-এর দিকে রওনা দিলাম। পথে দেখলাম একটা জেব্রা একা দাঁড়িয়ে, পিছনে একটা বিরাট লাল ক্ষতের ওপর লেজ বুলিয়ে চলেছে। ডঃ লুইস বললেন যে-কোনও সিংহী বা লেপার্ড পিছন থেকে জেব্রাটাকে কামড়ে ধরেছিল কিন্তু পিছনের পায়ের খুর দিয়ে আক্রমণকারী জন্তুটাকে ফেলে ও পালিয়ে আসতে পেরেছে। আমরা আর না দাঁড়িয়ে এগিয়ে চললাম ক্যাম্পের দিকে।

পরদিন, অন্যান্য জন্তু ছাড়া আমাদের দেখার লিস্টে যুক্ত হল একদল হায়না। এছাড়া অনেক ক্যামেলিয়ন, মঙ্গুজ, কচ্ছপ, গিরগিটি ইত্যাদি দেখা গেল। তবে ডঃ লুইসের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও চিতা পাওয়া গেল না।

বিকেলবেলা আমরা ব্রিজ পেরিয়ে ওখানকার ক্রোকোডাইল ব্রিজ সাফারি লজে চা খেয়ে বিশ্রাম করে, শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়লাম ক্রুগার থেকে। প্রথমে ক্রোকোডাইল ব্রিজ গেট দিয়ে, তারপর সোজা গাড়ি চলল পশ্চিমমুখে N3 হাইওয়ে ধরে জোহানেসবার্গের দিকে। পরদিন সকালে আমাদের ফেরার প্লেন ধরতে হবে। পশ্চিমের অস্তগামী লাল সূর্য আফ্রিকার সবুজ পাহাড়ের ওপর লাল আভা ছড়িয়ে আমাদের শেষ বিদায় জানাল।

সেরা
ভ্রমণ
কাহিনী
প্রথম খণ্ড
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
স্বর্ণাক্ষর

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা
ভ্রমণ
কাহিনী
দ্বিতীয় খণ্ড
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
স্বর্ণাক্ষর

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** books@swarnakshar.in
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট),
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

> তাড়োবার জঙ্গলে প্রবেশ ও সাফারির অনুমতি পাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। তাই ওখানকার স্থানীয় গাইড ও জিপসি চালকদের দ্বারস্থ হওয়াই ভালো। ওঁরাই আপনার সাফারির ব্যবস্থা ও অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন।

□ সপরিবারে হিমাচল প্রদেশের কিছু কিছু স্থান ভ্রমণ করতে চাই। সিমলা কালীবাড়িতে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে? কোথায় যোগাযোগ করব? মানালি থেকে জগৎসুখ ও নাগ্গার যাব। এখানে থাকার জন্য ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়। ভাড়া কীরকম জানাবেন।

□□ মন্দিরমার্গেই আছে **সিমলা কালীবাড়ি** (☎২৬৫২৯৬৪), তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১৭৫ টাকা (কমন বাথ হলে ভাড়া পড়বে ১২৫ টাকা), ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ভাড়া ৪০ টাকা। এখানে থাকতে হলে হাতে সময় নিয়ে এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন:

সেক্রেটারি
সিমলা কালীবাড়ি
হিমাচল প্রদেশ, সিমলা-১৭১ ০০১
☎(০১৭৭) ২৬৫২৯৬৪

নাগ্গারে থাকার জন্য রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **দ্য ক্যাসেল** (☎০১৯০২-২৪৮৩১৬), চারশয্যার রয়্যাল স্যুইটের ভাড়া ৪,৩০০ টাকা, হিস হাইনেস স্যুইটের ভাড়া ৩,৯০০ টাকা, ফোজাল পিক স্যুইটের ভাড়া ৩,৭০০ টাকা, বড়াগড় ফোর্ট স্যুইটের ভাড়া ৩,৪০০ টাকা, হার হাইনেস স্যুইটের ভাড়া ৩,১০০ টাকা, গ্রিন ফিল্ড স্যুইট এবং রিভার ভিউ স্যুইটের ভাড়া ২,৬০০ টাকা, দেবিকা স্যুইট এবং ট্রাগোপান স্যুইটের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ত্রিপুরা স্যুইট, চাঁদেরখনি স্যুইট এবং ক্যাসেল ভিউ স্যুইটের ভাড়া ২,১০০ টাকা, ফরেস্ট ভিউ স্যুইটের ভাড়া ২,০০০ টাকা, ভিলেজ ভিউ স্যুইট এবং অর্চার্ড ভিউ স্যুইটের ভাড়া ১,৯০০ টাকা, মোনাল স্যুইটের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, কোর্ট ইয়ার্ড স্যুইটের ভাড়া ১,৪০০ টাকা।

জগৎসুখে থাকার জন্য রয়েছে **ঋষি গেস্টহাউস** (☎০৯৮১৬০-৫৬০৬৭), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, ফ্যামিলি স্যুইটের ভাড়া ৩,০০০ টাকা।

□ তিন বন্ধু মিলে করবেট ন্যাশনাল পার্কে যাব। শুধুমাত্র ধিকালা জোনেই থাকতে চাই। কীভাবে বুকিং করব?

□□ অন্তত মাসছয়েক আগে থেকে আবেদন না করলে ধিকালায় বুকিং পাওয়া যায় না। করবেট জাতীয় উদ্যানের ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র বিজরানি বা ঝিরনা জোনে ডে-ভিজিটের অনলাইন বুকিং হয়। ধিকালা জোনের যে-কোনও ফরেস্ট রেস্টহাউসে রাত্রিবাসের আবেদনপত্র সরাসরি স্পিডপোস্টে বা ফ্যাক্স মারফত পার্কের অফিসে পাঠাতে হয়। রিসেপশনে ফোন করে আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর জেনে নিতে হয়। এরপর প্রস্তাবিত বুকিংয়ের ১৫ থেকে ৩০ দিন আগে আবার ফোন করে জেনে নিতে হয় 'কনফার্মড' হল কিনা। যদি হয় তবে পুরো টাকাটা ড্রাফট করে স্পিডপোস্টে পাঠাতে হয়। কোনও একটি পর্যটকদলকে একসঙ্গে দু'রাতের বেশি থাকতে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র সেইসমস্ত গাড়িই ধিকালা জোনে প্রবেশ করতে পারবে যেগুলোর ধিকালাতে রাত্রিবাসের পারমিট আছে। একমাত্র বনবিভাগের ক্যান্টার ছাড়া ধিকালায় ডে-ভিজিটও সম্ভব নয়। সমগ্র ধিকালা পর্যটনক্ষেত্রে মোট ছটি রেস্টহাউস আছে—সুলতান, সারাপদুলি, খিন্নানৌলি, ধিকালা, গৈরাল ও কান্দা। রামনগর থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে ধানগাড়ি এন্ট্রি পয়েন্ট। ধানগাড়ি থেকে ধিকালা ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সের দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। ধিকালা-ধানগাড়ি মেন রোড ধরে এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রথমেই পড়বে সুলতান। এরপর সারাপদুলি ও খিন্নানৌলি অতিক্রম করে অবশেষে ধিকালা। ধিকালার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে রামগঙ্গা আর পশ্চিমে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। বুকিংয়ের জন্য চিঠি পাঠান এই ঠিকানায়:

Field Director
Corbett Tiger Reserve
Ramnagar-244 715, Nainital, Uttarakhand
☎(05947) 253977, 251459

□ জানুয়ারি মাসে তাড়োবার জঙ্গলে যেতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? এখানে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের থাকার কী ব্যবস্থা আছে? জঙ্গল সাফারির জন্য কোথা থেকে অনুমতি নিতে হবে?

□□ তাড়োবার নিকটবর্তী রেলস্টেশন নাগপুর। তাড়োবার মূল প্রবেশদ্বার হল মোহারলি। নাগপুর থেকে মোহারলির দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। এছাড়া নাগপুর থেকে চন্দ্রপুর হয়ে মোহারলি যাওয়া যায়। চন্দ্রপুর থেকে মোহারলির দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। কিন্তু নাগপুর থেকে চন্দ্রপুর ট্রেন বা বাস পাওয়া খুব অসুবিধা, তাই নাগপুর থেকে সরাসরি গাড়ি ভাড়া করা ভালো। জঙ্গলে প্রবেশ ও সাফারির জন্য যোগাযোগ:

কনজারভেটর অব ফরেস্ট এবং ফিল্ড ডিরেক্টর
তাড়োবা আন্ধেরি টাইগার রিজার্ভ
চন্দ্রপুর, সিভিল লাইনস
জেলা: চন্দ্রপুর, নাগপুর, মহারাষ্ট্র-৪৪০ ০০১
☎০৭১২২৫-২৮৯৩৫

তাড়োবার জঙ্গলে প্রবেশ ও সাফারির অনুমতি পাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। তাই ওখানকার স্থানীয় গাইড ও জিপসি চালকদের দ্বারস্থ হওয়াই ভালো। ওঁরাই আপনার সাফারির ব্যবস্থা ও অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করে দেবেন। সমস্ত খরচ নিয়ে প্রতিটি সাফারি ২,২০০ থেকে ২,৫০০ টাকা খরচ পড়ে ছয়জনের জন্য। সাফারির সময় সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে দশটা এবং দুপুর আড়াইটে থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত। মনে রাখবেন, প্রতি মঙ্গলবার, দোলের দিন, আর ইংরিজি নববর্ষের দিন এই পার্ক বন্ধ থাকে। মোহারলি গেট থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে লেকের ধারে থাকার জন্য রয়েছে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের **মোহারলি ট্যুরিস্ট লজ** (☎০২২-২২৮৪৫৬৭৮), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা (১৭ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া হবে ১,৪০০ টাকা এবং এ সি ঘরের ভাড়া হবে ১,৭০০ টাকা)।

□ হাম্পি থেকে বাদামি ও বিজাপুর যেতে চাই। বাদামি ও বিজাপুরে থাকার কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে উপকৃত হব।

□□ বাদামিতে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক ট্যুরিজমের **হোটেল মৌর্য চালুক্য** (☎০৮৩৫৭-২২০০৪৬), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **রাজসংগম ইন্টারন্যাশনাল** (☎২২১৯৯২), ভাড়া ৮০০-৩,৫০০ টাকা। **বাদামি কোর্ট** (☎০৯৮৪৪০-২২৮৫৬), ভাড়া ৫,১৫৬ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)। **আনন্দ ডিলাক্স**

(☎০৯৪৪৮৫-৫৯৮৯২), ভাড়া ৫০০-১,০০০ টাকা। **মুকাম্বিকা ডিলাক্স** (☎০৯৯০১৪-১৮৯০২), ভাড়া ১,০৫০-১,৬৫০ টাকা। **নিউ সংকার** (☎২২০৪১৭), ভাড়া ৫০০-১,২০০ টাকা। **শ্রী লক্ষ্মীবিলাস** (☎২২০০৭৭), ভাড়া ৪৫০ টাকা।

বিজাপুরে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক ট্যুরিজমের হোটেল **মৌর্য আদিল শাহী** (☎০৮৩৫২-২৫০৪০১), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৬০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **মধুবন ইন্টারন্যাশনাল** (☎২৫৫৫৭১), ভাড়া ৬০০-১,০০০ টাকা। **রত্না প্যালেস** (☎২৬০৬৮৯), ভাড়া ৭২৮-১,০৪০ টাকা। **কনিষ্ক ইন্টারন্যাশনাল** (☎২৫৫৫০৬), ভাড়া ৮৮৪-১,৪০০ টাকা। **শশীনাগ রেসিডেন্সি** (☎২৬০৪৪৪), ভাড়া ২,৭০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **পারেখ রেসিডেন্সি** (☎২৪২২০৬), ভাড়া ৬৫০-৯০০ টাকা। **নবরত্ন ইন্টারন্যাশনাল** (☎২২২৭৭১), ভাড়া ৬৫০-১,০০০ টাকা। **পার্ল** (☎২৫৬০০২), ভাড়া ৬৫০-১,২৫০ টাকা।

বাদামির এস টি ডি কোড: ০৮৩৫৭।
বিজাপুরের এস টি ডি কোড: ০৮৩৫২।

☐ চোপতা থেকে দোগলভিটার দূরত্ব কত? দোগলভিটায় একরাত থাকতে চাই। এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে? কেদারনাথের মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য সারাদিনে কতক্ষণ খোলা থাকে?

☐☐ চোপতা থেকে উখিমঠ যাওয়ার পথে ৮ কিলোমিটার দূরে দোগলভিটা। এখানে থাকার জন্য রয়েছে **মায়াদীপ রিসর্ট** (গজপাল সিং: ☎০৯৯২৭৮-৫৩৬৩১), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, ডিলাক্স টেন্টের ভাড়া ২,০০০ টাকা। এখানে বিদ্যুৎ নেই। সন্ধ্যায় ৩-৪ ঘণ্টা জেনারেটর চলে। দোগলভিটার পি ডব্লু ডি বাংলোয় থাকতে চাইলে রুদ্রপ্রয়াগের ডি এম অফিসে বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করবেন। সঙ্গে পাসপোর্ট সাইজের ছবি রাখবেন। কেদারনাথের মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর দুটো অবধি। আবার সন্ধে ছটা থেকে রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত রাজবেশ দর্শনের জন্য মন্দির খোলা হয়। সন্ধ্যারতি হয় সাড়ে ছটা নাগাদ।

☐ গ্যাংটককে কেন্দ্র করে ছাঙ্গু-নাথুলা-বাবামন্দির এবং ইয়ুমথাং ও গুরুদোংমার ভ্রমণ করতে চাই। এর জন্য কি অনুমতি নিতে হয়? এই সফরে খরচ কীরকম?

☐☐ গ্যাংটক থেকেই প্যাকেজ ট্যুরে দেখে নিতে হবে ছাঙ্গু-নাথুলা-বাবামন্দির। ছাঙ্গু, বাবামন্দির সপ্তাহে রোজ যাওয়া গেলেও নাথুলা যাওয়ার জন্য সপ্তাহের পাঁচদিন বরাদ্দ (সোম, মঙ্গল বাদ)। ভোটার কার্ডের এককপি জেরক্স ও পাসপোর্ট সাইজের দু'কপি ছবি দিয়ে আবেদন করলে গ্যাংটকের হোটেল থেকেই এপথে যাওয়ার অনুমতি জোগাড় করে দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে ছাঙ্গু-বাবামন্দির যাওয়ার জন্য মাথাপিছু ভাড়া পড়বে ৩০০-৪৫০ টাকা; আর ছাঙ্গুলেক-বাবামন্দির-নাথুলা যাওয়ার জন্য মাথাপিছু ভাড়া পড়বে ৭০০-১,০০০ টাকা। তবে সিজনভেদে এই সফরের গাড়িভাড়া যথেষ্ট ওঠানামা করে। গ্যাংটক থেকে ২ রাত ৩ দিন কিংবা ৩ রাত ৪ দিনের সফরে ইয়ুমথাং ও গুরুদোংমার একসঙ্গে দেখে নিতে পারেন। ২ রাত ৩ দিনের সফরের মাথাপিছু খরচ ২,৮০০-৩,৩০০ টাকা আর ৩ রাত ৪ দিনের সফরের মাথাপিছু খরচ ৩,৫০০-৩,৯০০ টাকা। এই ভাড়ার মধ্যে থাকা-খাওয়া-ঘোরা সবই ধরা থাকে। তবে পর্যটক সমাগম বুঝে খরচ বাড়তেও পারে।

অনুগ্রহ করে একসঙ্গে দুটির বেশি প্রশ্ন পাঠাবেন না। খামের ওপর 'ভ্রমণজিজ্ঞাসা' কথাটি লিখে দেবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

☐ পন্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সারাদিনে কতক্ষণ খোলা থাকে? পন্ডিচেরি থেকে চুনাম্বার ব্যাকওয়াটার যেতে চাই। দূরত্ব কত? ব্যাকওয়াটার ভ্রমণের খরচ কীরকম? এখানে রাত্রিবাসের কি কোনও ব্যবস্থা আছে?

☐☐ পন্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম (☎০৪১৩-২২৩৩৬০৪) খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা এবং দুপুর দুটো থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত। পন্ডিচেরি থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে চুনাম্বার ব্যাকওয়াটার। পন্ডিচেরি থেকে অটো রিজার্ভ করে চুনাম্বার চলে আসুন। চুনাম্বার বোটিং কমপ্লেক্সে প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ১০ টাকা। ব্যাকওয়াটার ভ্রমণের জন্য প্যাডেল বোটের ভাড়া ঘণ্টাপ্রতি ৭০ টাকা। স্পিডবোটের ভাড়া ঘণ্টাপ্রতি ৪৫০-৬৫০ টাকা। লঞ্চভাড়া জনপ্রতি ১০০ টাকা। চুনাম্বারে রাত্রিবাসের জন্য আছে চুনাম্বার বোটহাউস। বাতানুকূল ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের দৈনিক ভাড়া ৩,৫০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:

পুডুচেরি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
নোনাকুপ্পাম, পুডুচেরি-৬০৫-০০৭
☎(০৪১৩) ২৬০০৮১৬, ২৬০২৪৪৪

☐ ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা তিনজন দিনদশেকের ছুটিতে কেরালা ভ্রমণ করতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? কোচিন থেকে থাট্টেকাড বার্ড স্যাংচুয়ারি ঘুরে আসতে চাই। এখানে রাত্রিবাসের কি কোনও ব্যবস্থা আছে?

☐☐ কেরালা ভ্রমণ শুরু করা যায় কোচিন অথবা তিরুবনন্তপুরম থেকে। কোচিন থেকে শুরু করলে আপনার ভ্রমণসূচি এরকম হতে পারে: কোচিন-এর্নাকুলাম ঘুরে চলে যান আথিরাপল্লি জলপ্রপাত, থাট্টেকাড বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখে শৈলশহর মুন্নার। মুন্নারের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে চলে যেতে পারেন পেরিয়ারের জঙ্গলে। এখান থেকে চলে আসুন আলেপ্পি। সেখান থেকে জলপথে কুইলন হয়ে চলে যেতে পারেন ভারকালার সৈকতে। সেখান থেকে তিরুবনন্তপুরম এবং কোভালম। অথবা আপনি যদি তিরুবনন্তপুরম থেকে কেরালা ভ্রমণ শুরু করতে চান তবে উল্টোপথে কোচিনে এসে কেরালা ভ্রমণ শেষ করতে হবে।

থাট্টেকাডে থাকার হোটেল নেই, তবে হোম-স্টের ব্যবস্থা আছে। হোম-স্টের খরচ থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের জন্য ২,৫০০ টাকা। যোগাযোগ করুন: ☎০৯৪৪৭৪-৮৬৬৬৪

বনদপ্তরের থাকার জায়গা আছে থাট্টেকাডে। এব্যাপারে বিশদ জানতে যোগাযোগ করতে পারেন:

The Wildlife Warden
Idukki Wildlife Division
Vellappara, Painavu
P.O. Idukki-685 603
☎(0486) 232271

☐ হায়দ্রাবাদ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজমের নাগার্জুনসাগর ট্যুরটি সপ্তাহের কোন দিন হয়? খরচ কীরকম? একযাত্রায় কি ইথিপোথালা জলপ্রপাতও দেখানো হয়? ইথিপোথালা জলপ্রপাতের কাছে থাকার কী ব্যবস্থা আছে?

☐☐ অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন প্রতি শনি ও রবিবার নাগার্জুনসাগর ট্যুর করিয়ে থাকে হায়দ্রাবাদ থেকে। বড়দের খরচ ৫০০ টাকা। ছোটদের খরচ ৪০০ টাকা। এর মধ্যে যাতায়াত এবং মধ্যাহ্নভোজনের খরচ ধরা আছে। নাগার্জুনকোন্ডা যাতায়াতের লঞ্চভাড়া এবং মিউজিয়ামের প্রবেশমূল্য অতিরিক্ত। এই ট্যুরে একইসঙ্গে ইথিপোথালা জলপ্রপাত দেখানো হয়। সকাল সাতটায় বাস ছাড়ে এবং ফেরে রাত দশটায়।

ইথিপোথালা জলপ্রপাতের কাছে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজমের **হোটেল হরিতা** (☎০৮৬৪২-২১১১০০), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা (ট্যাক্স অতিরিক্ত)।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী। শুরু হল এই সংখ্যা থেকে।

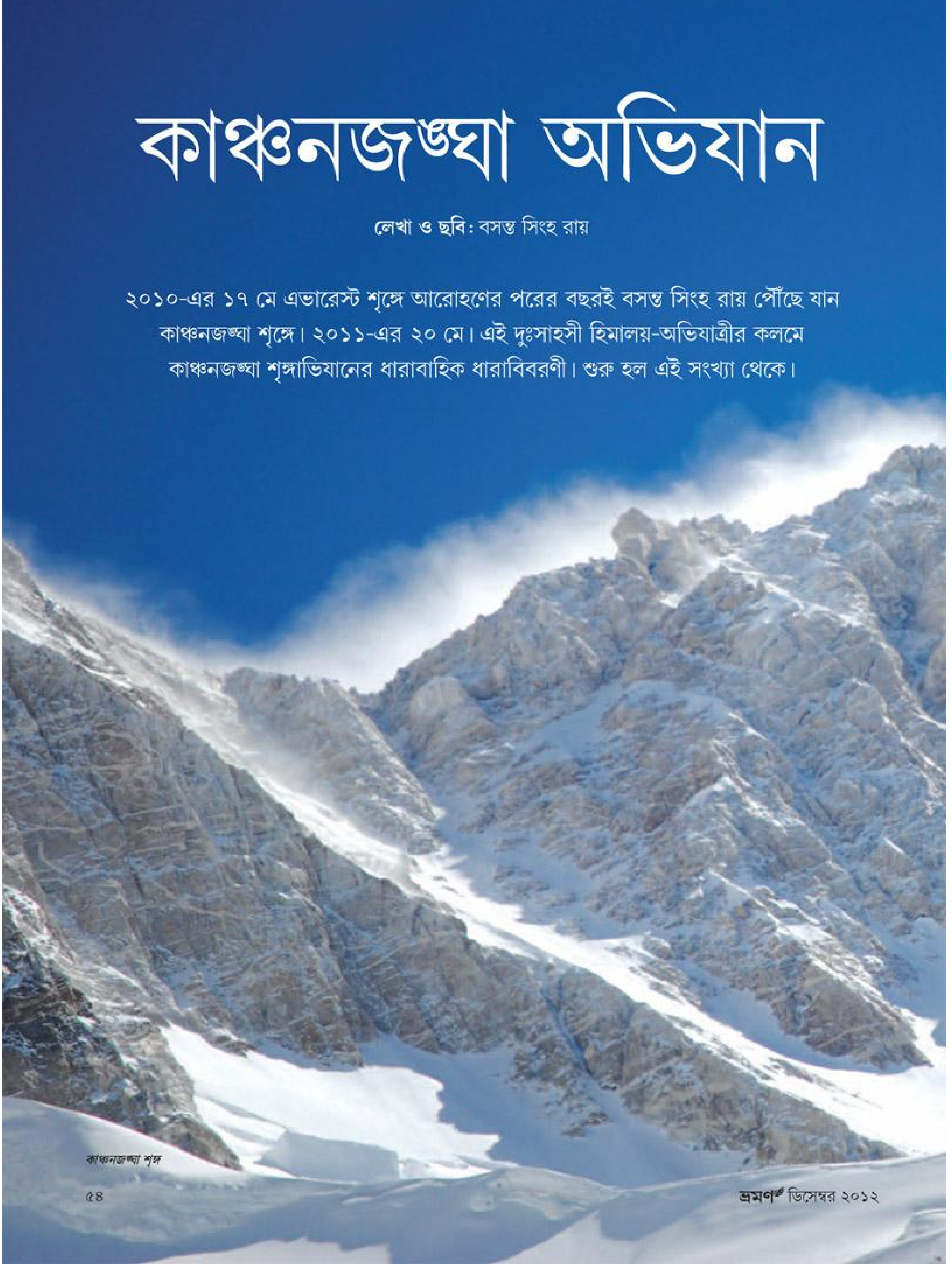

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ

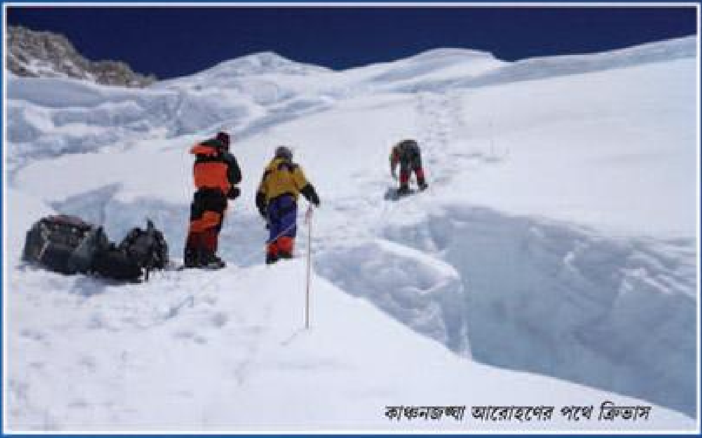

কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের পথে ক্রিভাস

বেসক্যাম্পের ভোর

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেতেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে জমাট ঠান্ডা। তবু প্রবল ইচ্ছে, প্রথম আলোয় দু-চোখ ভরে দেখব এই পৃথিবীর আসল রূপ।

চারদিকে বরফ আর পাথরের লঙ্কাকাণ্ড, তারই মাঝে একটা উটের কুঁজের মতো বিশাল স্তূপের ওপর অতি কষ্টে জমা হালকা সবুজের পোঁচ, সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লাগানো কয়েকটি রং-বেরঙের তাঁবু, যারা যারা কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে এসেছে তাদের আস্তানা— কাঞ্চনজঙ্ঘা বেসক্যাম্প।

মাত্র দুদিন হল এখানে এসে পৌঁছেছি। উচ্চতা, হিমবাহিক পরিমণ্ডল আর শুষ্ক তীব্র হাওয়ার প্রভাব শরীরটাকে বেশ কাবু করে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও অনেকগুলি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হয়েছে এই দুদিন। বেস ক্যাম্প স্থাপন, সরঞ্জামগুলি ঠিকমতো দেখে নেওয়া, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি। কিন্তু শরীর যতই অবসন্ন থাক, কাজের চাপ যত বেশিই হোক, এই দুদিন সবকিছুর ভেতরও আমার অন্তরাত্মা ছুটি চাইছিল এই অর্থহীন কার্যকলাপ থেকে, নিবিষ্ট চিত্তে হারিয়ে যেতে চাইছিল এই স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে।

ভেতরের এই আকুতিকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারিনি কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত। সন্ধে ছটায় রাতের খাওয়া সেরে কিচেন টেন্টে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে নিজের তাঁবুতে ঢোকার আগে একবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সব বর্ম ভেদ করে ঠান্ডা ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চাইছে আমাদের। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতেও মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলাম অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় জীবন্ত হয়ে ওঠা বরফশৃঙ্গমালার মায়াবী রূপ।

কিন্তু ঠান্ডার জন্যই বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে হল তাঁবুর আশ্রয়ে, স্লিপিং ব্যাগের অভ্যন্তরে। বেশ কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক উষ্ণতায় নিজেকে ফিরে পেলাম। কিন্তু ঘুম আর এল না কিছুতেই। সারারাত শুধু মনে হতে থাকল, এইসব অভিযান করে আখেরে কী লাভ? সর্বক্ষণের সঙ্গী উদ্বেগ আর ব্যস্ততা থেকে বিযুক্ত হয়ে যদি নিজেকে ভারহীন মনে বিলিয়ে দেওয়া যেত এই নিসর্গে! এমন স্বর্গীয় সুষমা, প্রকৃতির এত উদার আয়োজন আর কি কখনও পাব এ জীবনে? ভোর হওয়ার আগেই কে যেন ঠেলে তুলে দিল। কোনও একটা তাড়না, যার জন্য চটপট প্রয়োজনীয় সজ্জা সেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

পায়ের নীচে কাল রাতে পড়া টাটকা বরফ। রোজ রাতেই পড়ে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সাফ হয়ে যায়। থেকে যায় হাজার বছর ধরে জমে থাকা বরফের স্তর-হিমবাহ। তাকে তখন আর বরফ বলে চেনা যায় না। কাদা-মাটি-গুল্ম সবকিছুর আবরণে তার আসল শুভ্রতা হারিয়ে যায়। আমাদের মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে এরকমই এক হিমবাহের ওপর। কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণে এই হিমবাহের নাম ইয়ালুং হিমবাহ। ঠিক ঠিক অর্থে অবশ্য হিমবাহের ওপরে নয়, এই হিমবাহটা যেখানে শেষ হয়েছে, বছরের পর বছর ধরে বহন করে কোটি কোটি টন পাথর কাঞ্চনজঙ্ঘার গাত্র থেকে খসিয়ে এনে ফেলেছে যেখানে, উপচে-পড়া বরফ অ্যাভালাঞ্চের মাধ্যমে জমা হয়েছে যেখানে, সেখানেই আপাতত আমাদের অস্থায়ী বসতি— পরিভাষায় এই অঞ্চলকে বলে মোরেন।

> ভোরের প্রথম আলোয় দেখলাম সপারিষদ কাঞ্চনজঙ্ঘার অনন্য সৌন্দর্য। ঠান্ডার কামড় যে কতটা অসহনীয় তা বলে লাভ নেই। আমার সামনে উপবৃত্তাকারে একটার পর একটা বরফশৃঙ্গ যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি— বাঁদিকে জানু, মাঝখানে ইয়ালুংকাং, কাঞ্চনজঙ্ঘা (প্রধান), কাঞ্চনজঙ্ঘা (মধ্য) আর কাঞ্চনজঙ্ঘা (দক্ষিণ), ডানদিকে কাবরু— সব মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা জীবন্ত বিস্ময়রূপে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেই একটা নির্জন আড়ালে দাঁড়িয়ে ভোরের প্রথম আলোয় দেখলাম সপারিষদ কাঞ্চনজঙ্ঘার অনন্য সৌন্দর্য। ঠান্ডার কামড় যে কতটা অসহনীয় তা বলে লাভ নেই। তবুও সে আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করতে পারেনি, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। আমার সামনে উপবৃত্তাকারে একটার পর একটা বরফশৃঙ্গ যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি— বাঁদিকে জানু, মাঝখানে ইয়ালুংকাং বা কাঞ্চনজঙ্ঘা (পশ্চিম), কাঞ্চনজঙ্ঘা (প্রধান), কাঞ্চনজঙ্ঘা (মধ্য) আর কাঞ্চনজঙ্ঘা (দক্ষিণ), ডানদিকে কাবরু— সব মিলেমিশে একাকার হয়ে একটা জীবন্ত বিস্ময়রূপে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাভস আর বুটের ভেতরে অবশ হয়ে যেতে থাকা আঙুলগুলি একবার মুড়ে এবং পরমুহূর্তে একবার টানটান ছড়িয়ে দেওয়া বাদে আমি সত্যিই অচল। একটু একটু করে স্পষ্ট হতে হতে একসময় সূর্যের প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সবকিছু। সে যে কী বিস্ময়!

সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু জানি আমার পিছনে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে, দার্জিলিং-এর টাইগার হিল, তার পূর্বদিকে সান্দাকফু-ফালুট এবং পশ্চিমদিকে সিকিম। সব জায়গা থেকেই মোটামুটি একই দৃশ্য দেখা যায়। ভাবতেও অবাক লাগছে এই ভেবে যে ওরা এখন যা দেখছে, তার মধ্যে একটি ফুটকি হিসেবে আমিও এখানে আছি— আলাদা করে আমায় দেখা না গেলেও।

সান্দাকফুর কথায় মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা। এই যে আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর সঙ্গে সান্দাকফুর একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। জীবনে প্রথম ট্রেক করেছিলাম ১৯৮৮ সালে সান্দাকফুতেই। তখনও আমার পর্বতারোহী হওয়ার কোনও বাসনা ছিল না। কিন্তু সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখে আমার মনে হল পাহাড় মানে শুধু বরফের এক সুন্দর চূড়া নয়, ভয়ংকর দুর্গম, অসংখ্য প্রতিরোধ, স্তরে স্তরে, কোনায় কোনায়। আর এত প্রতিরোধ শুধু ওই চূড়াটিকে অপাপবিদ্ধ রাখতে।

প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার প্রবণতা আমার জন্মগত। তাই সেবার ফিরে এসেও আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল পাহাড়ের খাঁজ, উচ্চতা, ঢাল ইত্যাদি প্রতিরোধকে জয় করার রহস্য কী। অবস্থা এমন হল যে কয়েকমাসের মধ্যেই আবার সান্দাকফু গেলাম। কয়েকমাস পরেই আবার জোংরি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখলাম, আরও স্পষ্টভাবে। নিজেরই অজান্তে জড়িয়ে পড়লাম পাহাড়ের সঙ্গে এক স্থায়ী সম্পর্কে।

সান্দাকফু থেকে জীবনের প্রথম ট্রেকে যে পাহাড়টিকে দেখে আমার পাহাড়ি জীবন শুরু, ঘটনাচক্রে আজ এত বছর পর আমি দাঁড়িয়ে আছি তারই পাদদেশে। আগের আমি, আর আজকের আমি-র মধ্যে এখন অনেক ফারাক। আগে পাহাড়ের প্রতিরোধগুলিকে জয় করার

মত্ত ইচ্ছে তাড়িয়ে ফিরত। আর এই পবিত্র ভোরবেলা আমায় যেন মোহের মতো টানল তার স্নিগ্ধ স্থিতধী রূপ। তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে জয়-পরাজয়, পার্থিব আর সব বিষয় অর্থহীন বলে মনে হল।

ক্রমশ বেলা বাড়তে থাকল। পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকল সব দৃশ্যপট। সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত গোল হয়ে ঘিরে থাকা বরফশৃঙ্গগুলির তীব্র শুভ্রতায় উদ্ভাসিত চরাচর। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে কিছুক্ষণ তাঁবুর মধ্যে কাটিয়ে গোছগাছের কাজ সারলাম। তারপর বেলা দশটা নাগাদ দেবাশিসের ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের ওপর দুজন বসলাম। খালি চোখে তাকিয়ে থাকা যায় না। স্নো গগলস পরে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে দুজন টুকিটাকি কথা চালাতে থাকলাম। আমাদের সম্ভাব্য আরোহণের পথের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আকাশ ভেঙে-পড়া তীব্র গর্জনে কেঁপে উঠল চারধার। ভয়ে কুঁকড়ে স্থবির হয়ে কানে আঙুল দিয়েছি সবাই। সামনেই অ্যাভালাঞ্চের ধোঁয়ায় ঘেঁটে গিয়েছে দৃশ্যপট। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ টন বরফের বান।

মাত্র এক মিনিটের খেল। কিন্তু এই একটি মিনিটেই তোলপাড় হয়ে গেল— এই পরিমণ্ডল শুধু নয়, আমাদের মানসিকতাও। এই পথ দিয়ে আমাদের উঠতে হবে! অস্বীকার করব না, ভয়ে বুক হিম হয়ে গিয়েছিল তখন। মনে পড়ছিল মায়ের মুখ, স্ত্রীর মুখ আর আমার একমাত্র ছেলেটার মুখ। সবাই তো আমার ওপর নির্ভরশীল। আমার কিছু হলে, আর্থিক কথা যাক, মানসিকভাবেও ওরা চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হবে না কি? তাহলে শুধুমাত্র আমার এরকম একটা উদ্ভট শখের জন্য এতগুলি মানুষের আজীবন যন্ত্রণার কারণ হব? ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা রাগ হতে থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর। এখানে আসার পর থেকে, বিশেষত কাল রাতের পর থেকে যার মহানুভব-রূপে মগ্ন ছিলাম কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত, আসলে তার রূপ এত নিষ্ঠুর!

সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম বটে, কিন্তু দেখছিলাম না কিছুই। মাথায় ভাবনার অসংখ্য প্রবাহ ঘোরাফেরা করছিল। কী আশ্চর্য! দেবাশিসও একইরকম ভাবে নিশ্চুপ বসে আছে। হতাশায় 'হায় ভগবান' বলে মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম— নজর পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের প্রতি। কোনও নিষ্ঠুরতা নেই, কী নিষ্পাপ উপস্থিতি! মহিমান্বিত এক ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী যেন। এই অপরূপ রূপের কোনও তুলনা নেই।

মনে হল ওই শৃঙ্গ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে অভয় দিয়ে আমায় ডাকছে। সেই অমোঘ অভয়বাণীকে উপেক্ষা করার কোনও শক্তি আমার নেই।

কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা

কে এই শৃঙ্গের নাম রেখেছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা? তিব্বতিদের মধ্যে কে এভারেস্ট শৃঙ্গের নাম চোমোলুংমা বা কোন নেপালি তার নাম সাগরমাথা রেখেছিল তা কি কখনও বলা সম্ভব? আসলে স্থানীয় মানুষরা প্রাকৃতিক কোনও বিশালত্বকে তার বিভিন্ন গুণের জন্য বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে, তার ভেতর কোনও একটা বিশেষণ বা নাম সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে যায় সবার অলক্ষ্যে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছত্রছায়ায় যারা বাস করেন সেই তিব্বতি এবং লেপচারা, যাদের ভাষার সঙ্গে তিব্বতিদের ভাষার যথেষ্ট মিল আছে, তারাও নিশ্চয় এই শৃঙ্গকে বিভিন্ন নামে ডাকতেন। ক্রমে তারা আবিষ্কার করলেন যে কাঞ্চনজঙ্ঘা একটিমাত্র শৃঙ্গ নয়, পাঁচ পাঁচটি শৃঙ্গ নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপস্থিতি। তাই কোনও ধর্মগুরু অথবা কোনও শিল্পী বা কবি এর নাম দিলেন কাংগ-চেন-জো-নগা (KANG-CHHEN-ZOD-NGA) যার শব্দগত অর্থ হল যথাক্রমে বরফ-বিশাল-সম্পদ-পাঁচ অর্থাৎ পাঁচটি মহান তুষার সম্পদ। রূপকার্থে এই পাঁচটি সম্পদ হল সোনা, রুপো, মূল্যবান রত্নসামগ্রী, শস্য এবং পবিত্র গ্রন্থ। নামের ধ্বনি-ব্যঞ্জনার কথা যাক, অর্থের কথাও থাক, অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষরা যে সোনা-রুপো-মণিমুক্তার সঙ্গে শস্য এবং গ্রন্থকে সম্পদজ্ঞানে পুজো করছেন সেই গভীর অর্থের কথাও থাক, ভাবলে অবাক হতে হয় যে, কোনও দিক থেকেই যে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাঁচটি শৃঙ্গকে একসঙ্গে দেখা যায় না, অত বছর আগে তারা সেই পাঁচ শৃঙ্গের অস্তিত্বের কথা জানলেন কী করে?

তিব্বতিদের দেওয়া সেই কাংগ-চেন-জো-নগা নামটাই সাহেবদের ঠোঁটে অনেক হোঁচট খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত কাংচেনজঙ্ঘা বা কাঞ্চনজঙ্ঘায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সিকিমের মহারাজা স্যার তাসি নামগিয়াল 'এই নামটার তিব্বতীয় ভাষায় কোনও মানে হয় না' জানিয়েও একেবারে শেষে এই নামটাতেই স্ট্যাম্প মেরে দেওয়ার পর এটাই স্বীকৃত নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল।

ভারতের সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব নেপাল সীমান্তে কাঞ্চনজঙ্ঘার অবস্থান (২৭°৪২´০৯´´ উত্তর, ৮৮°০৯´০১´´ পূর্ব)। একেবারে শীর্ষ থেকে নীচের দিকে '+' চিহ্নের মতো চারদিকে চারটি গিরিশিরা নেমে গিয়েছে— উত্তরদিকের গিরিশিরাটি সবচেয়ে জটিল এবং বহু ভাগে বিভক্ত। পূর্ব এবং পশ্চিমেরগুলিও অনেকটা তেমনই, আর সবচেয়ে সরল হচ্ছে দক্ষিণের গিরিশিরাটি। মাঝখানটায় আর গিরিশিরাগুলির ৬০০০ থেকে ৮০০০ মিটারের ওপর অনেকগুলি নামকরা শৃঙ্গ আছে। যেমন উত্তর গিরিশিরায় আছে টুইন, নেপাল, টেন্ট, পিরামিড ইত্যাদি শৃঙ্গ। পশ্চিম গিরিশিরায় আছে বিখ্যাত একটি শৃঙ্গ জানু (৭,৭১০ মিটার) যার অন্য নাম কুম্ভকর্ণ। পূর্ব গিরিশিরা গিয়ে মিশেছে জেমু গ্যাপ-এ। আরও পূর্বে আছে সিম্ভো (৬,৮১১ মিটার) এবং সিনিয়ালচু শৃঙ্গ। আর দক্ষিণদিকের গিরিশিরার ওপর আছে তালুং (৭,৩৪৯ মিটার), কাবরু উত্তর (৭,৩৪০ মিটার) এবং কাবরু দক্ষিণ (৭,৩১৮ মিটার)। মাঝখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাঁচটি শৃঙ্গ হল কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮,৫৮৬ মিটার), কাঞ্চনজঙ্ঘা মধ্য (৮,৪৩২ মিটার), কাঞ্চনজঙ্ঘা দক্ষিণ (৮৪৭৬ মিটার), কাঞ্চনজঙ্ঘা পশ্চিম বা ইয়ালুং কাং (৮,৫০৫ মিটার) এবং কাংবাচেন (৭,৯০৩ মিটার)। কাঞ্চনজঙ্ঘার এই শেষ দুটি শৃঙ্গের অবস্থান নেপালে, বাকি তিনটির দাবিদার দুটি দেশই।

তৃতীয় উচ্চতম নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা— এমনটাই বিশ্বাস করা হত মাত্র দেড়শো বছর আগে পর্যন্তও। ১৮৫২ সালে গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভের বিচারে এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ বলে নিরূপিত হয়, যার ফলে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্থান হয়ে যায় তৃতীয়, কে-টু বা গডউইন অস্টিন-এর পরে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার অন্দরমহলে প্রথম বিদেশি হিসেবে যিনি পদার্পণ করেন তাঁর নাম স্যার জোসেফ ডালটন হুকার। এই তরুণ উদ্ভিদবিদ হিসেবে ১৮৪৮-৪৯ সাল এখানে কাটান।

যদিও কোনও পর্বত অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই অঞ্চলে আসেননি। কিন্তু আজ থেকে ১৬০ বছরেরও আগে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্গম এবং যেখানে মানুষের কোনও পদার্পণ ঘটেনি সেসব অঞ্চলে যেসব কাণ্ডকারখানা করেছিলেন, তার তুলনা সত্যিই হয় না। অনেকগুলি নতুন পথ এবং ডনকিয়ার মতো দুর্গম গিরিবর্ত্ম প্রথম অতিক্রম করা ছাড়াও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পর্যটক ভন হ্যাসবোল্টের প্রিয় ছাত্র হুকার এই অঞ্চলের অনেকগুলি স্কেচ-ম্যাপ এঁকেছিলেন, যেগুলি কাজে লাগিয়ে পরবর্তীকালে সার্ভে অব ইন্ডিয়া আরও বিশদভাবে মানচিত্র তৈরি করেছিল। এই অভিযানের ওপর ভিত্তি করে লেখা স্যার হুকার-এর দুটি খণ্ডে প্রকাশিত বই 'হিমালয়ান জার্নালস' হিমালয়-প্রেমীদের কাছে বাইবেল-এর মতো সমাদৃত।

স্যার হুকারের পর যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে তিনি ডগলাস ফ্রেসফিল্ড। হুকারের ৫০ বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে বিশিষ্ট পর্বতারোহী এবং ভূবিশারদ ফ্রেসফিল্ড এখানে আসেন এবং এই অঞ্চলের অনেক অগম্য স্থান আবিষ্কার করেন। অনেক দুর্গম

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি

Buy Online ► www.swarnakshar.in

তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী

শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী

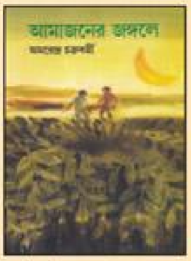
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

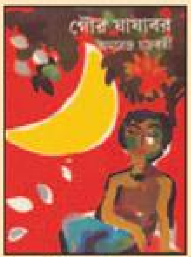
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার

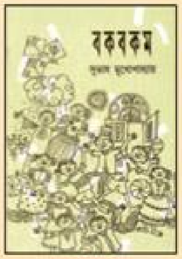
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

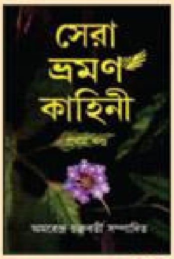
সেরাভ্রমণকাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

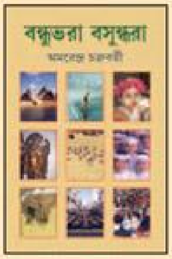
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

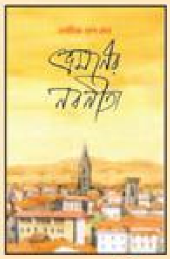
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

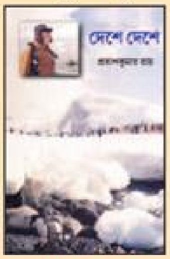
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে

Read / Subscribe Online ► www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

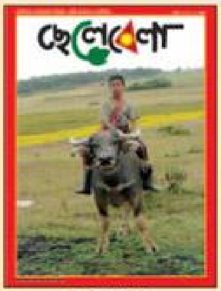
ছেলেবেলা

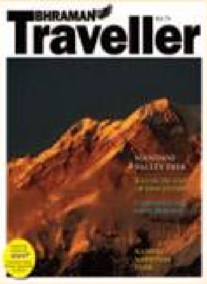
To be launched shortly

পেশাপ্রবেশ

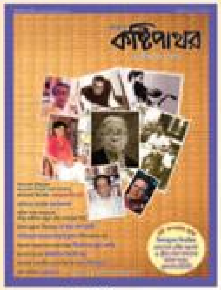
কষ্টিপাথর

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** books@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com

আরও অনেক
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিনিই প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পরিক্রমা করেন। এই অভিযানেই একজন বিশেষজ্ঞ-সদস্যকে দিয়ে ম্যাপ আঁকানো ছাড়াও প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘার বিভিন্ন দিক থেকে অনেক ছবি তোলানো হয়। তাঁর লেখা 'রাউণ্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা' (Round Kanchenjunga) বইটিও পর্বতারোহী মহলে সবচেয়ে সমাদৃত কয়েকটি বইয়ের একটি। কিন্তু ফ্রেসফিল্ড-এর আগে আরেকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। তিনি শরৎচন্দ্র দাশ। ১৮৭৯ সালে তিনি ছদ্মবেশে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরকে আংশিক পরিক্রমা করে অনেক দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিব্বতে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যথোচিত স্বীকৃতি তিনি পাননি, হয়তো 'নেটিভ' বলেই। ফ্রেসফিল্ডের আগে আরও একজন অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা মোটামুটি চষে গিয়েছেন। ১৮৮৩ সালে ডব্লু ডব্লু গ্রাহাম এই অঞ্চলে এসেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার বিষয়ে অজানা তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নয়, সরাসরি পর্বতারোহণের জন্য। ওই বছর তিনি দু'দফায় কাঞ্চনজঙ্ঘার আশেপাশে অভিযান চালান এবং কাব্রু শৃঙ্গ আরোহণ করে ফেলেছেন বলেও জানান, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর এই দাবি স্বীকৃত হয়নি।

সরাসরি কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ আরোহণের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম দলটি এসেছিল ১৯০৫ সালে। ডঃ গুইলারমড-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এই দলটি সিংগালিলা হয়ে ইয়ালুং হিমবাহে আসেন। যে পথ দিয়ে আমরা আরোহণ করব বলে এসেছি, তাঁরাও প্রথম সেই দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে আরোহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ২০,৫০০ ফুট উচ্চতা থেকেই তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। ফেরার পথে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পর্বতারোহী প্যাচে তিনজন মালবাহক সহ বরফের নীচে তলিয়ে মারা যান। প্রথম অভিযানেই চারটি প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল।

এরপর ১৯২৯ সালে ই এফ ফার্মার নামের এক নিউইয়র্কবাসী তরুণ একা একা কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করবেন বলে আসেন। তিনিও ইয়ালুং হিমবাহ ছাড়িয়ে আরোহণ করার পথেই হারিয়ে যান। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ওই বছরই জুলাই মাসে বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী পল বাওয়ার-এর নেতৃত্বে একটি জার্মানি-অস্ট্রিয়ার সেরা পর্বতারোহীর দল ১৯০৫-এর প্রথম অভিযানের ঠিক বিপরীত পথে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব স্পার দিয়ে ৭৪০০ মিটার পর্যন্ত উঠে খারাপ আবহাওয়া এবং প্রতিকূল অবস্থার জন্য ফিরে আসেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে আরেকজন খ্যাতনামা পর্বত-অভিযাত্রী প্রফেসর জি ও ডাইহেরনফার্থ-এর 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল হিমালয়ান এক্সপিডিশন'ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রথম চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ। এই অভিযানে চেতন নামে এক শেরপা অ্যাভালাঞ্চে মারা যায়। ১৯৩১ সালে পল বাওয়ার আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে আসেন। এবার আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, আবার সেই একই দিক দিয়ে। কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হয়েছিল। অভিযানে মৃত্যু হয়েছিল এক সদস্য, দুই শেরপা এবং একজন পোর্টারের।

বস্তুত, একমাত্র ১৯২৯-এ বাওয়ারের অভিযানটি বাদ দিয়ে বাকি সবকটি অভিযানেই কেউ না কেউ মারা গিয়েছে। আসলে এটাই স্বাভাবিক। উচ্চতার নিরিখে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্থান তৃতীয় হলেও এটা যে আরোহণের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রথম অভিযানটি হয়েছিল ১৯০৫ সালে, আর প্রথম সফল অভিযানটি হতে সময় লেগেছিল ঠিক আরও পঞ্চাশ বছর। ১৯৩১-এ পল বাওয়ার-এর অভিযানটির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পরিণতিতে সারা পৃথিবী জুড়েই পর্বতারোহণে ভাটা পড়ে। এর ভেতর রাজনৈতিক কারণে তিব্বতের দরজা বন্ধ হয় এবং নেপালের বন্ধ দরজা খুলে যায় বিদেশি পর্বত অভিযাত্রীদের জন্য। ১৯৫৩ সালে নেপালের দিক দিয়ে এভারেস্টে আরোহণ সম্ভব হয়। পরের বছর কে-টু শৃঙ্গেও মানুষের পদার্পণ ঘটে। এবার কাঞ্চনজঙ্ঘার পালা। ১৯৫৫ সালে ব্রিটিশদের এই কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে নেতা ছিলেন ডাঃ রবার্ট চার্লস ইভান্স। লিভারপুলের এই সার্জন প্রথম সফল এভারেস্ট অভিযানে স্যার জন হান্ট-এর ডেপুটি ছিলেন। ওই এভারেস্ট অভিযানের কনিষ্ঠতম সদস্য জর্জ ব্যাণ্ড এবং আরেক সদস্য জো ব্রাউন ২৫ মে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করতে সমর্থ হন। তার পরের দিন দলের অন্য দুই সদস্য নরম্যান হার্ডি এবং টনি স্ট্রিদার আবার শীর্ষারোহণ করেন এবং এই অভিযান হয়েছিল ১৯০৫-এর মতোই দক্ষিণ-পশ্চিম গাত্র বরাবর। কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতি সিকিমবাসীদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে তারা নিজেদের শ্রদ্ধা জানান। কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষের একটু নীচ পর্যন্ত (দশ ফুট দূরে এবং তিন ফুট নীচে) আরোহণ করেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘার দ্বিতীয় এবং প্রথম সফল ভারতীয় অভিযানটি হয় উত্তর-পূর্ব স্পার দিয়ে ১৯৭৭ সালে। ওই অভিযানের নেতা ছিলেন কর্নেল নরিন্দর কুমার। ৩১ মে ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী প্রেমচাঁদ এবং নিমা দোরজি শৃঙ্গারোহণ করেছিলেন। দুবছর পর ১৯৭৯ সালে এই শৃঙ্গে তৃতীয় সফল অভিযানটি হয় উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে। পিটার বোর্ডম্যান, ডুগ স্কট, জো টাসকার-এর মতো নামজাদা তিন পর্বতারোহী কৃত্রিম অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই এবং মূল আরোহণ-পর্বে কোনও শেরপার সাহায্য ছাড়া আলপাইন পদ্ধতিতে শৃঙ্গারোহণ করেছিলেন ১৬ মে। এ পর্যন্ত তিনটি দলই কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষের একটু নীচে পর্যন্ত গিয়ে আরোহণ শেষ করেছিল।

এরপর কাঞ্চনজঙ্ঘায় যে-সব আরোহণ হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি সবিশেষ উল্লেখ্য। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের পিয়ের বেঘিঁর প্রথম অক্সিজেন ছাড়া একক আরোহণ, ১৯৮৬ সালের ১১ জানুয়ারি জের্জি কুকুঝস্কা এবং ক্রিস্তফ উইলিকির প্রথম শীতকালীন আরোহণ এবং ১৯৯৫ সালে এরহার্ড লোরতেনের আরোহণ। তিনিই মেসনার এবং কুকুঝস্কার পর তৃতীয় পর্বতারোহী যিনি আট হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার সবকটি শৃঙ্গ আরোহণ করেছেন। এই কাঞ্চনজঙ্ঘাতেই তিনি ফ্রান্সের বেঁওৎ চামস্ককে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়, সমরেশ বসুর লেখায় বা মণি সেনের আঁকা ছবিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা যতই রোমান্টিক মনে হোক না কেন, আসলে কিন্তু সে ক্ষেত্রবিশেষে খুবই নিষ্ঠুর। কয়েকটি তথ্য দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেখানে ১৯৫৩ সালের ২৮ মে (বা ২৯ মে) থেকে এখনও পর্যন্ত তিন হাজার জনেরও বেশি মানুষ প্রায় পাঁচ হাজার বার এভারেস্ট আরোহণ করেছে সেখানে ১৯৫৫ সালের ২৫ মে-র পর আজ পর্যন্ত ২৬৬ জন ২৮৩ বার কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করেছেন। এভারেস্ট অভিযানে মৃতের সংখ্যা এপর্যন্ত প্রায় পাঁচশো, কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রায় পঞ্চাশ জন। মনে রাখতে হবে এভারেস্টে, বিশেষত সাউথ কলের পথে অনেক কম অভিজ্ঞ পর্বতারোহীও যান, তাই মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাঁরা যান তাঁরা শুধুমাত্র অভিজ্ঞ পর্বতারোহীই নন, রীতিমতো সক্ষম পর্বতারোহী। পর্বতারোহণের আটঘাট বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান খুবই পোক্ত। তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর এই সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। এভারেস্টে এপর্যন্ত মহিলা আরোহীর সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করে গিয়েছে, অথচ ১৯৯৮ সালে প্রথম মহিলা হিসেবে জিনেট হ্যারিসন সহ মাত্র আটজন মহিলা এপর্যন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করতে পেরেছেন। বস্তুতপক্ষে অসম্ভবের পরেই যদি কিছু থাকে তবে তা হল কাঞ্চনজঙ্ঘা, কে-টু এবং নাঙ্গা পর্বত আরোহণ।

এহেন কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চিন্তা আমাদের মাথায় এল কীভাবে?

ক্রমশ

কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা

অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৩৬৭৯
www.andhratourism.com
www.aptourism.in

অরুণাচল প্রদেশ পর্যটন
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই-১০৯, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৩৪-১২৩৪, ২৩২১-৩৬২৭
www.arunachaltourism.com

অসম পর্যটন
৮, রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২২৯-৫০৯৪
www.assamtourism.com

আই টি ডি সি
৩জি, এভারেস্ট বিল্ডিং
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮৮-০৯০১/৫২৫৪
www.tourism.gov.in
www.theashokgroup.com

আন্দামান-নিকোবর পর্যটন
৭-ডি পি ব্লক, সেক্টর-৫
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৫৭-৭৬২৮/৭৬২৯
tourism.andaman.nic.in

উত্তরপ্রদেশ পর্যটন
১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, দ্বিতীয় তল
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫, ২২৪২-৭৪০৩
www.up-tourism.com

ওড়িশা পর্যটন
উৎকল ভবন
৫৫, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৪৯-৩৬৫৩
www.orissa-tourism.com

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড, প্রথম তল
(বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পিছনদিকে)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৭২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫
www.kmvn.org

কেরালা পর্যটন
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার
কলকাতা মালায়লি সমাজম
২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎৬৫৩৬-৭১৯০
www.keralatourism.org

কর্নাটক পর্যটন
নম্বর ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর
খনিজ ভবন, রেসকোর্স রোড
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
☎(০৮০) ২২২৭-৫৮৬৯/৫৮৮৩
www.karnatakatourism.org

গোয়া পর্যটন
ট্রায়োনারা অ্যাপার্টমেন্ট
ডাঃ অ্যালভারেজ কোস্ট রোড
পানাজি, গোয়া-৪০৩ ০০১
☎(০৮৩২) ২৪২৪০০১/৪০০২/৪০০৩
www.goatourism.com

ঝাড়খণ্ড পর্যটন
উষাকিরণ বিল্ডিং
১২এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর-৮বি
কলকাতা-৭০০ ০১৭
☎২২৮২-০৬০১

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর
৩৩/১, এন এস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৫৫৫৪
www.gmvnl.com

গুজরাট পর্যটন
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎৯৪৩৩১-৯৬০৮১, ২২২৫-৪৩১৭
www.gujarattourism.com

ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড
চিত্রকূট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, রুম নম্বর: ২৫
২৩০-এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎(০৩৩) ৪০৬৬-২৩৮১, ৯৪৩৩৩-৭০০১১
www.chhattisgarhtourism.net

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২২৮-৫৭৯১
www.jktourism.org

তামিলনাড়ু পর্যটন
জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স
২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
☎২৪২৩-৭৪৩২/৭৬১১
www.tamilnadu-tourism.com

ত্রিপুরা পর্যটন
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট. কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩/৩৮৫৬
এইচ সি-১০, সেক্টর-৩, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ১০৬
☎২৩৩৪-০২১৩
www.tripuratourism.in

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮২-১৭১৫
darjeeling.gov.in
www.darjeelingnews.net

দিল্লি পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৬৩১৫/১৭১৫
www.delhitourism.com

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯–৬২,
৯০৫১০-৫৭২৭২, ৯৮৩৬৭-৬৯১৯৬
www.westbengaltourism.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার
আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২৩৭-০০৬০/০০৬১
www.wbfdc.com

বিহার পর্যটন
নীলকান্ত ভবন
২৬বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
☎৯৮৩০০-৪৫২৩৫
www.tourismbihar.org

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন
চিত্রকূট, রুম নম্বর ৭, সিক্সথ ফ্লোর
২৩০এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎২২৮৭-৫৮৫৫, ২২৮৩-৩৫২৬,
৩২৯৭-৯০০০
www.madhyapradeshtourism.com

মিজোরাম পর্যটন
মিজোরাম হাউস
আইজল-৭৯৬ ০০১
মিজোরাম
☎(০৩৮৯) ২৩৩৪৪৭৪, ২৩৩৪৫৭৭
mizoramtourism.nic.in

মেঘালয় পর্যটন
১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস
কলকাতা-৭০০ ০৪২
☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯
megtourism.gov.in

মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম
এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল
নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১
☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০, ২২৮৪-৫৬৭৮
www.maharashtratourism.gov.in

রাজস্থান ট্যুরিজম
কমার্স হাউস, প্রথম তল
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
www.rtdc.in
www.rajasthantourism.gov.in

সিকিম পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮
www.sikkim.gov.in

হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল)
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
www.himachaltourism.nic.in

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' জুন ২০০৪ সংখ্যা থেকে

বাড়ির পাশেই বাগান

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ জাহাজঘাটার সামনে বসে চা খেলাম। জাহাজটি তখনও জেটিতে লাগানো। আরোহীরা নেমে বাগান দেখতে গেছেন। আমাদের স্টলেই ওই জাহাজের একজন নাবিক চা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, জাহাজ রাতে ছেড়ে ৩৬ ঘণ্টা পরে ইয়াঙ্গন পৌঁছবে। জাহাজঘাটার পাশেই কাঠের পাটাতন ফেলা নিচু জেটি। সেখানে ছোট ছোট মোটর বোট মুখিয়ে বসে আছে যাত্রীদের নদীতে ঘুরিয়ে আনবে। ওরই মধ্যে একটায় আমরা চড়ে বসলাম। বোটের ছোট চেয়ারগুলি লাল। এক কোনায় মাঝি ছাড়াও ওর লাজুক মেয়েটা বসে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ছোট ছোট পুষ্পগুচ্ছ। সবুজ চা, নকুলদানার মতো চিনিমোড়া চিনাবাদাম, আরও কিছু টুকিটাকি।

হোটেল ছেড়ে খানিকটা এগোলেই এখানকার সাধারণ নদীগামী জাহাজের জেটি। মাঝি হাত তুলে দেখাল নদীর প্রায় ধার ঘেঁষে বু পায়া। বাগানের একমাত্র স্তূপ যার আকৃতি একটা ঢোলকের মতো। ফেরার সময় আরেকবার সূর্যাস্ত। এবার নদীর বুকে। আকাশের সব রং নদীজলে গুলে মনে হল যেন অস্তগামী সূর্যের পৃথিবী অবতরণের জন্য ইরাবতীর বুক জুড়ে একটা লাল কার্পেট পাতা হল। জেটিতে পৌঁছবার আগেই সূর্যের আলো নিভে এসেছে আর সমস্ত বাগানশহরে ইলেক্ট্রিক-আলো জ্বলে উঠল। এক মুহূর্তে দিন শেষ হয়ে রাত শুরু হল।

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রাণভোমরা

এক শেষ বসন্তের সকালে জুরিখে নেমেছিলাম। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেখে পকেট ভারী করবার দরকার নেই। সেগুলি সব হাতব্যাগে রেখে জুরিখে পৌঁছলাম। এয়ারপোর্ট তখন খুব দূরে ছিল না। অল্প সময়ে হোটেলে পৌঁছে গেলাম। লাঞ্চের সময় এক সুইস ভদ্রলোক এলেন, তিনি আমাকে লাঞ্চ খাইয়ে তাঁদের কারখানায় নিয়ে যাবেন।

দুজনে একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। ঝলমলে দিন, আমার মনটাও প্রসন্ন। এখন সঙ্গে শুধু আমার প্রিয় হাতব্যাগটি। তার ভেতর, আমার দলিল দস্তাবেজ সব সুরক্ষিত। ট্যাক্সিতে উঠে হাতব্যাগটা ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে রেখে দিয়ে দুজনে আরাম করে বসলাম।

জুরিখ, জুরিখ কেন, সুইজারল্যান্ডের সব শহরই বড় সুন্দর। এয়ারপোর্ট থেকে আসবার সময় রাস্তার দুপাশে নাতিউচ্চ আপেল এবং ন্যাসপাতি গাছে সাদা এবং লাল ফুল ফুটে আছে। আমি প্রথমে চেরি ব্লসম বলে ভুল করেছিলাম। অতিব্যস্ত জুরিখ শহরের মাঝেও পুষ্পভার নিয়ে আপেল বা ন্যাসপাতি গাছ।

আমার সঙ্গীর নির্দেশমতো বড়, মহার্ঘ এক ভোজনশালার কাছে ট্যাক্সি থামল। আমরা দুজন একটু এগিয়ে রেস্টুরেন্টের প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম। রাজার পোশাক পরে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের ভোজনকক্ষে পৌঁছে দিয়ে গেল।

অতিথিপরায়ণ সঙ্গী নানা বিশিষ্ট মদিরা থেকে একটি নির্বাচন করলেন। ভোজ্যের আদেশ দিয়ে আমরা মদিরায় মন দিলাম।

হঠাৎ মাথার মধ্যে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। আমার হাত-ব্যাগ, যেখানে আমার যাবতীয় দরকারি কাগজপত্র, সেই হাতব্যাগ কোথায়?

প্রতাপকুমার রায়

মানালি থেকে লে

লাচুলুং লা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে পাং। প্রায়-সমতল এই উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত। এখানে যে নদীটি বয়ে গেছে তার নামটি বেশ, দেবরিংমো নালা। নদীর ধারেই লাদাখি এবং তিব্বতিরা বেশ কয়েকটি তাঁবুতে হোটেল খুলে খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বেসরকারি বাস এবং টাটা সুমোর যাত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানেই রাত্রিবাস করেন। পাংয়ের পর পথে খাবারের দোকান মিলবে সেই উপসিতে, এখান থেকে দূরত্ব ১১৬ কিলোমিটার। তাই বাসের সব যাত্রীকেই যে-কোনও একটা তাঁবুতে ঢুকে আহারের সন্ধানে উদ্যোগী হতে হল। এই বড় তাঁবুগুলির প্রবেশপথেই রয়েছে রান্নার জায়গা আর লোকজনের বসার ব্যবস্থা। এখানে পাওয়া যাবে চিনি, দুধ দিয়ে তৈরি চা, মাখন, নুন দিয়ে তৈরি তিব্বতি চা, ভাত, আটার রুটি, সবজি, বানরুটি, ডিমভাজা আর নুডলস। তাঁবুর মাঝখানে কাঠের তাকে সাজানো রয়েছে কেক, বিস্কুট, রকমারি চিপস, ঠান্ডা পানীয় এবং আরও নানারকম শুকনো খাবার। তাঁবুর অবশিষ্ট জায়গাতে রাত্রিবাসের জন্য বিছানা পাতা আছে। লেপের চেহারা দেখে মনে ভরসা জাগে, শীতের সাধ্য কী তাকে ভেদ করে। ভোজনপর্ব সেরে, চায়ের গেলাস হাতে তাঁবুর বাইরে গিয়ে বসেছিলাম। সেখানেই আলাপ হল আমার সহযাত্রী কয়েকজন বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে। এঁরা এসেছেন ইজরায়েল থেকে। এঁরা লাদাখে মাসদেড়েক থাকবেন।

পাং জায়গাটিকে আমার বেশ মনে ধরেছিল। গোটা একটা দিন আর একটা চাঁদনি রাত এখানে কাটাতে পারলে কী ভালোই না হত! বিদায় নেবার আগে তাঁবু-হোটেলের তিব্বতি মালিককে প্রশ্ন করেছিলাম এই অস্থায়ী পান্থনিবাস কতদিন চালু থাকবে। উত্তর পেলাম 'মধ্য অক্টোবরে লে থেকে আসা শেষ বাসটির যাত্রীদের খাইয়ে তবেই আমাদের ছুটি।'

রবীন চক্রবর্তী

পাণ্ডিমের ছায়ায় সমিতি লেক

কোকচুংয়ের গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে প্রেকচু। অনেকগুলো শাখাপ্রশাখায় সে বিভক্ত। তার গর্জন শুনতে শুনতে কখন রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। সকালে ঘুম ভাঙতেই আগে ছুটে গেলাম ট্রেকার্স হাটের জানলায়। বাইরে দেখি সোনা-রোদের লুটোপুটি। পিছনদিকে উদ্ধত পাণ্ডিম। চোখ-ধাঁধানো শুভ্র দ্যুতি তার। যাত্রা শুরু হল থানসিংয়ের উদ্দেশে। কোকচুং থেকে থানসিং সামান্যই দূরে। মাত্র তিন কিলোমিটার। যদিও পথ খুব সহজ নয়। চড়াইয়ের মাত্রা খুব বেশি না হলেও নদীর কোল ধরে পাথরের জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে চলি। এ পথে গাইড না থাকলে সঠিক নিশানা পাওয়া মুশকিল। এক সময়ে ছোট এক কাঠের সেতুতে নদী পার হয়ে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা ঝরনাধারা টপকে এগিয়ে চলি। শেষে পাইন জুনিপারের গা ছুঁয়ে ৩ কিলোমিটার পথচলা শেষ করে সকাল ৯টায় পৌঁছে যাই থানসিং। অনবদ্য থানসিং। দারুণ সুন্দর এক উপত্যকা। দুদিকে উঁচু পাহাড়ের সারি। সবুজের ঢাল। বিরাট এক ময়দানের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে আছে থানসিং ট্রেকার্স হাট।

রবি দাস

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই, বেড়াবার বই, কাজের বই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা। ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য। ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ। ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ**
দাম ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই
কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই। ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই। ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন। ₹৬০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ ডিসেম্বর ২০১২

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওস্ত বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ☐ ☐

নাম : .... বয়স : ....

ঠিকানা : ....

....

.... ফোন নং : ....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

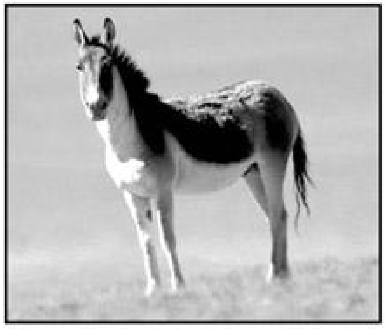

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোটি শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

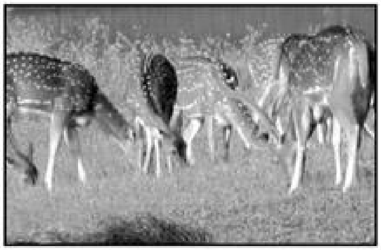

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মল্লহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মল্লহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মল্লহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মল্লহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলামিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধুপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধুপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

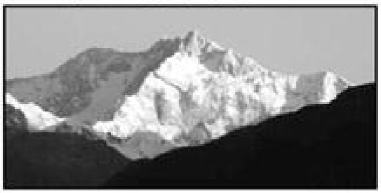

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

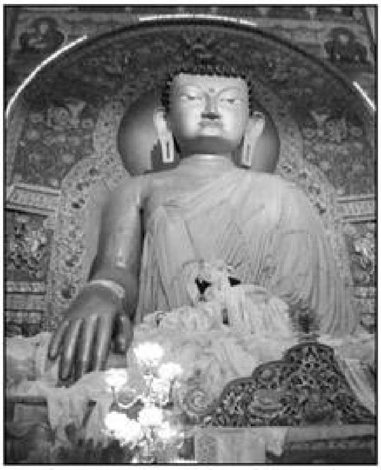

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, উনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

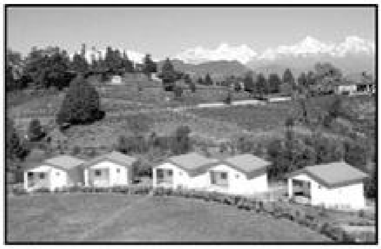

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

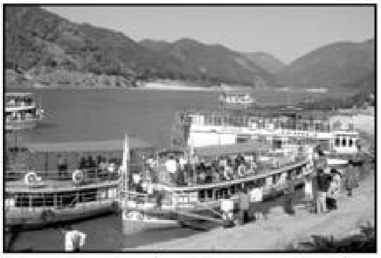

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধেয় ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

কর্মক্ষেত্র
হাজার তরুণীকে নার্সিং ট্রেনিং দেবেন সরকার
মহিলা ফুটবলারদের পূর্ব রেলে চাকরি
নার্সিং ট্রেনিং
অল্প শিক্ষা অল্প পুঁজিতে অল্প আয়ের চটজলদি ব্যবসা
কম্পিউটার শিখুন

IF YOU ARE AN EMPLOYER OR A MANUFACTURER OF MACHINES FOR SMALL INDUSTRIES

কর্মক্ষেত্র

KARMAKSHETRA

IS YOUR MEDIUM

The Largest Circulated Bengali Magazine*

Most read too**

**ABC (Audit Bureau of Circulations) Jan-June 2012*

***IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q2*

হলিডে হোম

গ্যাংটক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১

আপার আরিথাং রোডে হোটেল 'ফিনলে তারা'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ও ছয়শয্যার মোট ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮

ন্যাশনাল হাইওয়েতে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে দেওরালিবাজারে 'হোটেল সোনার তরী'তে হলিডে হোমটি। শিশু সহ দ্বিশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। শিশু সহ তিনশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯

সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। প্রথমটি বালুয়াখনিতে সি পি ডব্লু ডি অফিসের বিপরীতে 'হোটেল মিধাবী'তে হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। দ্বিতীয়টি টিবেট রোডে 'হোটেল দি ইম্পিরিয়াল'-এ। মোট ৪টি ঘর। শিশু সহ তিনশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪৫০ ও ৪০০ টাকা, শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৫০০ ও ৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২
☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬

'হোটেল রিজেন্ট' ও 'হোটেল জালিভিউ' তে রয়েছে হলিডে হোম দুটি। ভাড়া ৩৫০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ-রজত চক্রবর্তী।

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯৪৭৭৪-০৭৮৪৩, ৯৪৩৩০-৬৯৪৫০, ৯৪৩৩৭-০৬৭৫৮

এম জি মার্গে অবস্থিত 'রিগওয়া ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— ইন্দ্রজিৎ নস্কর বা নারায়ণ মণ্ডল বা দেবব্রত ঘোষাল।

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

দিল্লি

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮

দেবনগর, করলবাগ বাজারের কাছে 'মোহিনী প্যালেস'-এ হলিডে হোমটি। ৭টি তিনশয্যার ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯

পাহাড়গঞ্জে নিউ দিল্লি স্টেশনের কাছে সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি 'হোটেল লবকুশ ডিলাক্স'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ২টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন। প্রতিটির ভাড়া ৮০০ টাকা। দ্বিতীয়টি 'হোটেল শিভম প্যালেস'-এ তিনশয্যার ৩টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

দিঘা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১

ইন্দ্র দেব হোটেলে হলিডে হোমটি। দুটি চারশয্যার ঘর। ভাড়া ১৮০ টাকা। প্রতিটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯

ওল্ড দিঘায় রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল কাহিনী'-তে হলিডে হোমটি। মোট তিনশয্যার ১২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ ☎২২৫২-১০৩১/১৬১৯/১৬০২/১৪৯২, ৯৪৩৩৬-৪২৮৭৩, ৯৮৮৩২-৩০৫৪০

নিউ দিঘায় 'হোটেল সার্ফ রাইড'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৮০ টাকা। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি ৪৮০ টাকা। যোগাযোগ— সুবীরকুমার ভড় বা শুভঙ্কর ব্যানার্জি।

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি
৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন। কলকাতা-৭০০ ০১২
☎৯৮৩৬০-৮৮৯৬৩, ৯০৫১১-৪১৬২৩

ওল্ড দিঘায় 'নিউ সুভাষিণী ভবন'-এ সংস্থার হলিডে হোমটি। আধুনিক সুবিধাযুক্ত চারটি ঘর রয়েছে। রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা।

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল, ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১ ☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৬/৪৯৬৪

নিউ দিঘায় 'স্বপ্নদীপ রেসিডেন্স'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ মোট চারজনের শয়নোপযোগী মোট ৪টি ঘর। এর মধ্যে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ভাড়া ৬০০ টাকা ও অন্যান্য দিনে ৫৫০ টাকা। অপর সাধারণ দুটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ৩০০ টাকা ও অন্যান্য দিন ২৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

দেরাদুন

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯

স্টেশন থেকে ১ কিলোমিটার দূরে রাজ প্যালেসের

কাছে 'দ্বীপ লজ'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

নৈনিতাল

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি তাল্লিতাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'অশোক হোটেল'-এ। তিনশয্যার মোট ২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। দ্বিতীয়টি তাল্লিতালে নয়াবাজারে 'হোটেল শশী'-তে। তিনশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯০৩৮৯-২৬৮৯৬, ৯২৩৯২-৬৭৭৫১, ৯৮৩১৭-৬৮৫১৪
সারস্বত গৌড়ীয় মঠের বিপরীতে সুধীর স্মৃতি ভবনের দোতলায় হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট পাঁচটি ঘর। তিনটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও দুটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৩০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— ভবানী চক্রবর্তী বা বিকাশ মিত্র বা তাপস পাল।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারে হরিদাস মঠ লেনে 'শুভসৌম্য'তে তিনশয্যার মোট ৭টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন। সবকটি ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ২০০-৫০০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সতাসন রোডে 'হোটেল লর্ড'-এ। রান্নার ব্যবস্থা সহ বাথরুম সংলগ্ন মোট ২১টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ৩০০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
স্বর্গদ্বারে শঙ্করাচার্য মঠ লেনে 'নিরালা'য় হলিডে হোমটি। মোট চারটি ঘর। শিশু সহ পাঁচশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ১৫০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অফিসার্স ইউনিয়ন
৩৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২৪২-৬৮৮১, ২২৩১-৮৭২০, ৯৪৩৩৪-০৯৩৬৪
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে হোটেল ইন্টারন্যাশনালের 'সাগরবেলা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সমীরকুমার দাস।

বারাণসী

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দশাশ্বমেধ ঘাট এবং বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে সংস্থার দুটি হলিডে হোম। 'হোটেল গঙ্গা'য় বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৫টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। অপরটি 'হোটেল সাম্ব'-তে মোট ৪টি ঘর। তিনশয্যার ২টির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং চারশয্যার ২টির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
লাক্সা থানার কাছে 'রেণুকা ভবন'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার একটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ১৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। মোট ২৫টি ঘর। প্রথমটি বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে লহরিতলায় 'মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউস'-এ। দ্বিশয্যার ৩টি, তিনশয্যার ৬টি, চারশয্যার ২টি এবং পাঁচশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২২০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা। অপরটি মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউসের পাশেই রাজকুমার কাপুরের বাড়িতে। বাথরুম সংলগ্ন ১২টি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

কনস্ট্রাকশন অ্যাকাউন্টস কালচারাল অর্গানাইজেশন, ইস্টার্ন রেলওয়ে,
১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং, তৃতীয় তল, কলকাতা-১ ☎২২২২-৭৯১৪/১৫/২১
স্বর্গদ্বার মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন রাজ হোটেলের পার্শ্ববর্তী 'বিনু গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। মোট তিনটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— সেক্রেটারি।

সিমলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সিমলার সদর বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'রঞ্জন হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। মোট ১১টি ঘর। ৬টি ঘর শিশু সহ তিনশয্যার, ৩টি ঘর শিশু সহ চারশয্যার ও ২টি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

হরিদ্বার

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। একটি হর-কি-পৌড়ির কাছে 'হোটেল সিটি ভিউ'-এ। মোট ৮টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। শিশু সহ তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, চারশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। ছয়শয্যার ২টির প্রতিটির ভাড়া ৬৫০ টাকা।

দ্বিতীয় হলিডে হোমটি আপার রোডে মোতি বাজারের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ। মোট ৭টি ঘর। চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা ও অপর ৩টি তিনশয্যা ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
গুজরানওয়ালা ধর্মশালার পাশে বিড়লাঘাটে 'শিবশক্তি লজ'-এ হলিডে হোমটি। মোট ঘর ১৪টি। দ্বিশয্যার ৬টি ঘর, ভাড়া ২৫০ টাকা। তিনশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৩০০ টাকা। চারশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৪০০ টাকা। ছয়শয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং একশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। কোনও ফেরতযোগ্য জমা নেই। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
মনসমন্দির রোপওয়ে গেটের বিপরীতে 'হোটেল ময়ূর'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— রজতকুমার দাস।

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-২০	১২৩৮২	১৬-৪৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
সিউড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া প্রান্তিক)	১৩০৫৩	৮-৩৫	১৩০৫৪	২২-৪০
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
কবিগুরু (বোলপুর) এক্সপ্রেস (ভায়া ব্যান্ডেল)	১৩০১৫	১০-৪৫	১৩০১৬	১৭-১৫
শহিদ (রামপুরহাট) এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১২-০০	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
শিপ্রা (ইন্দোর) এক্সপ্রেস	১৯৩০৬	১৭-৪৫	১৯৩০৫	৬-৪৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
কবিগুরু (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০২৭	২২-৪০	১৩০২৮	১৩-৫৫
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১৩-০০	১২২৭৪	৬-০০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৪৫	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৪০	১২২৬০	১২-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২৫	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১২-৫৫	১৩১১৬	১৪-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-৩০	১২৩৫৮	১১-০৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
সাইনগর সিরডি এক্সপ্রেস	১২৫৭৪	১৪-৩৫	১২৫৭৩	১৯-৩০
(ছাড়ে: বৃহঃ; পৌঁছয়: রবি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫
প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১২৫৭১	১৫-৫০	১২৫৭২	১৪-৫০
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শনি)				

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
সিমলিপাল এক্সপ্রেস	১৮০০৭	১৮-৩৫	১৮০০৮	৯-২০
(ছাড়ে: শনি, সোম, মঙ্গল; পৌঁছয়: রবি, মঙ্গল, বুধ)				
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজ্যরানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেন্ড্রা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোমবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১১৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: www.irctc.co.in

ভ্রমণশব্দছক

১		২		■	৩		
	■		■	৪		■	■
৫				■	৬		৭
	■		■	৮	■	■	
■	■		■		■	৯	
১০					■	■	
	■		■		■	■	
	■	১১					

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

বিশ্বজিৎ ভৌমিক

৩৯৭/এ, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৫

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা : নিশীথকুমার সাহা, কমলকৃষ্ণ পাল, স্বপনকুমার মিত্র, বিষ্ণু তিয়ারি, মানস চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ পাল, বীরেশ পোদ্দার, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, শিঞ্জিনী সরকার ও অঙ্কিতা তিয়ারি।

পাশাপাশি

১। খ্যাত সে শহর দক্ষিণী ভিড়ে
আছে মীনাক্ষীদেবী মন্দিরে

৩। কেরলে শহর পশ্চিমঘাটে
চা-এর বাগিচা পাহাড়ের পাটে

৪। উল্টে রয়েছে, যদি সোজা হয়
তাজমহলের পাবে পরিচয়

৫। নাম অযোধ্যা— চড়ো যে-পাহাড়ে
বাংলার জেলা খোঁজ দিতে পারে

৬। লাভার অদূরে পাহাড়িয়া গাঁও
কাফেরের আগে নয় ঘুরে নাও

৯। আছে কোন দেবী 'ভীমা' নামধারী
কিন্নর গেলে দেখে নিতে পারি

১০। পিছোলার পাড়ে, আরাবল্লিতে
উদয় সিংয়ের নাম হয় নিতে

১১। গেলে জঙ্গলে দেখা পাবে তার
সাহেবেরা বলে 'ওয়াচটাওয়ার'

ওপর-নীচ

১। কৃষ্ণ রাধায় সঁপে দিয়ে মন
মন্দির এক গড়ে ইস্কন

২। দিল্লির বুকে প্রান্তর বড়
দশেরার দিনে চলো হই জড়ো

৩। দেরাদুন ঘেঁসে শৈলশহর
সারা দুনিয়ায় রূপের কদর

৭। পাঁচটি লিঙ্গ ডুবে আছে জলে
বালাসোর তার বাকি পথ বলে

৮। দিঘার অদূরে সৈকত ভারি
শিব নাম নিলে বুঝে নিতে পারি

১০। মিঠা জলে লেক, কাশ্মীরে ঠাঁই
আকারে ভারতে তার বড় নাই

রবি দাস

সেপ্টেম্বর সংখ্যার সমাধান

র	ডো	ডে	ন	ড্র	ন	■	শা
স্তা	■	জা	■	■	জ	য়	ন্তি
■	পো	র্ট	ব্লে	য়া	র	■	নি
চি	ন	■	■	■	মি	■	কে
■	মু	■	■	■	না	■	ত
চি	ড়ি	য়া	■	দু	র	বি	ন
ল্কা	■	■	■	গো	■	দি	■
■	গা	দি	য়া	ড়া	■	শা	ল

পুরস্কার

*পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই **ভ্রমণ**-এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা :*

ভ্রমণ শব্দছক
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

বনের পাতা

গ্রেভিস জেব্রা

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি রাষ্ট্রপতি জুল গ্রেভিকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার অ্যাবিসিনিয়ার সরকার একটি জেব্রা উপহার দিয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি প্রকৃতিবিদ এমিল আউস্টালেট ওই জেব্রাটিকে একটি পৃথক প্রজাতির জেব্রা হিসেবে চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রপতি গ্রেভির নামানুসারে তার নাম হয় গ্রেভিস জেব্রা বা ইম্পিরিয়াল জেব্রা। ইউরোপের সঙ্গে গ্রেভিস জেব্রার পরিচয় অবশ্য আরও প্রাচীন, রোমান সার্কাসে এর ব্যবহার হওয়ার প্রমাণ আছে।

অশ্ব পরিবারের বৃহত্তম বন্য সদস্য গ্রেভিস জেব্রার, অন্য দুই প্রজাতির জেব্রার তুলনায় আফ্রিকার বন্য গাধার সঙ্গেই মিল বেশি। প্লেনস আর মাউন্টেন জেব্রার মতো বড় বড় দলে থাকার বদলে এরা সাধারণত একা বা অস্থায়ী ছোট ছোট দলে বসবাস করে। বন্য গাধাদের মতোই এরা কম জল এবং কম পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্য খেয়েও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। ঘাস আর শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদই প্রধান খাদ্য হলেও গ্রীষ্মে অ্যাকাশিয়া ও অন্যান্য সমগোত্রীয় গাছের পাতাও এদের খেতে দেখা গেছে।

একসময় পূর্ব আফ্রিকার রিফ্ট ভ্যালির পূর্ব থেকে পশ্চিম সোমালিয়া আর উত্তর ইথিওপিয়া থেকে মাউন্ট কিনিয়ার উত্তরাংশ পর্যন্ত গ্রেভিস জেব্রাদের বিচরণভূমি ছিল। পরবর্তীকালে শিকার, খাদ্য ও জলের জন্য গৃহপালিত গবাদি পশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ব্যাপক বাসস্থান সংকোচন আর সংক্রামক অসুখে এদের সংখ্যা বিপজ্জনক হারে কমে যায়। বর্তমানে কেনিয়া এবং ইথিওপিয়া মিলিয়ে তিন হাজারেরও কম সংখ্যক গ্রেভিস জেব্রা টিকে আছে।

কাঁধের উচ্চতা: ১৪৫-১৬০ সেন্টিমিটার।
ওজন: ৩৫০-৪৫০ কিলোগ্রাম।
বাসস্থান: মরুপ্রায়, উষর হাল্কা ঝোপঝাড় যুক্ত প্রান্তর।

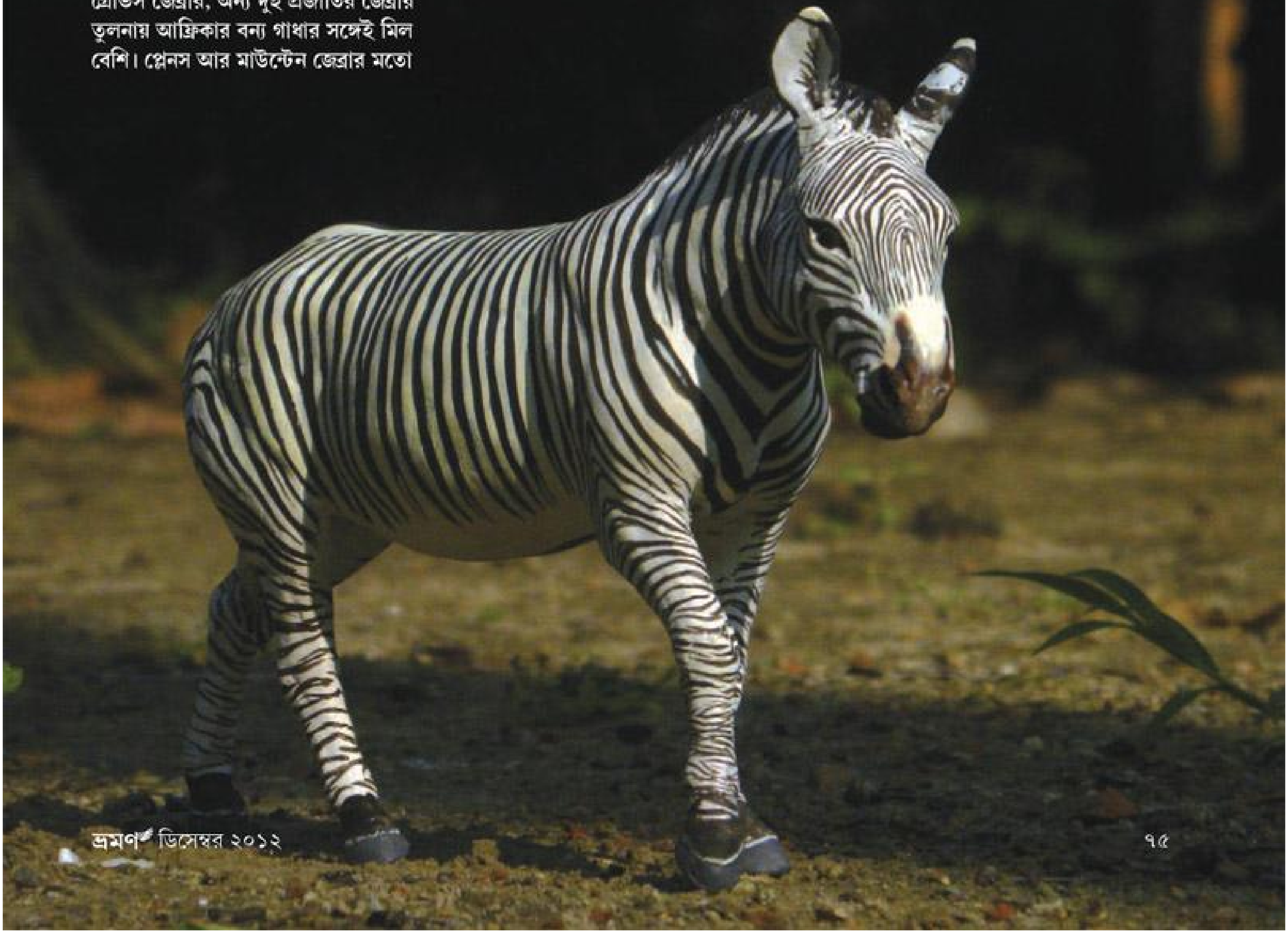

তথ্যেচিত্রে

প্যাংগট

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

নৈনিতাল থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট গ্রাম প্যাংগট। ওক, পাইন, ফার আর রডোডেনড্রন দিয়ে ঘেরা। নৈনিতাল থেকে গাড়ি নিয়ে খানিকটা ওপরে উঠলে লেকভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে লেক সমেত সমগ্র নৈনিতাল শহরের দৃশ্য অসাধারণ। আরও এগিয়ে গেলে স্নো-ভিউ পয়েন্ট কিলব্যুরি ছাড়িয়ে আধঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় প্যাংগট। দিগন্তবিস্তৃত সবুজে মোড়া প্যাংগটের অপার সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেবে। প্যাংগট ও তার আশপাশের এলাকায় কমবেশি ১৫০ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু বিরল প্রজাতির হিমালয়ান পাখি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিমালয়ান গ্রিফন, ল্যামারগিয়ার, ব্লু উইঙ্গড মিনলা, স্পটেড ও স্লেটি ব্যাকড ফর্কটেল, রুফাস বেলিড নিলটাভা, ব্ল্যাক ঈগল, হরেকরকমের থ্রাশ এবং প্রচুর কাঠঠোকরা। এছাড়াও এখানে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েছে লেপার্ড, ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন, হিমালয়ান পাম সিভেট, গোরাল, বার্কিং ডিয়ার আর সম্বর। পাখি দেখার জন্য এখানে তৈরি

হোয়াইট থ্রোটেড ল্যাফিং থ্রাশ

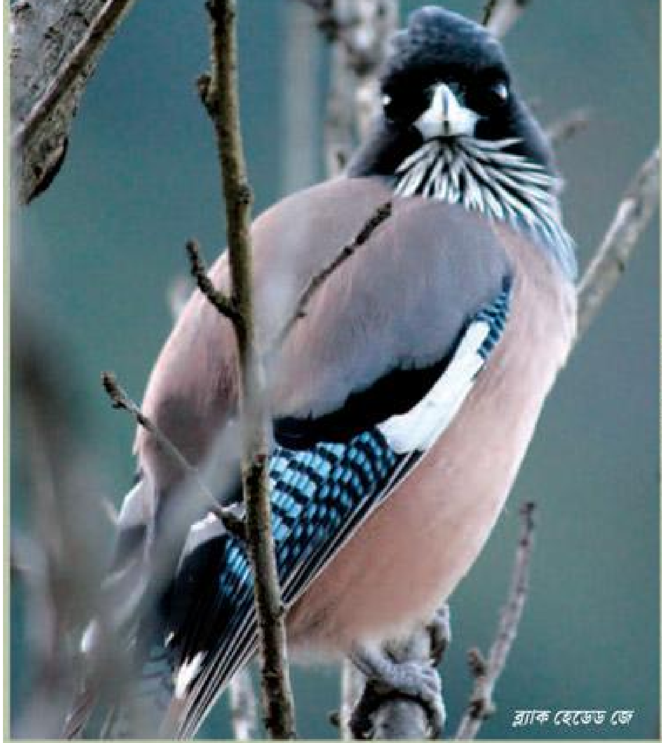
ব্ল্যাক হেডেড জে

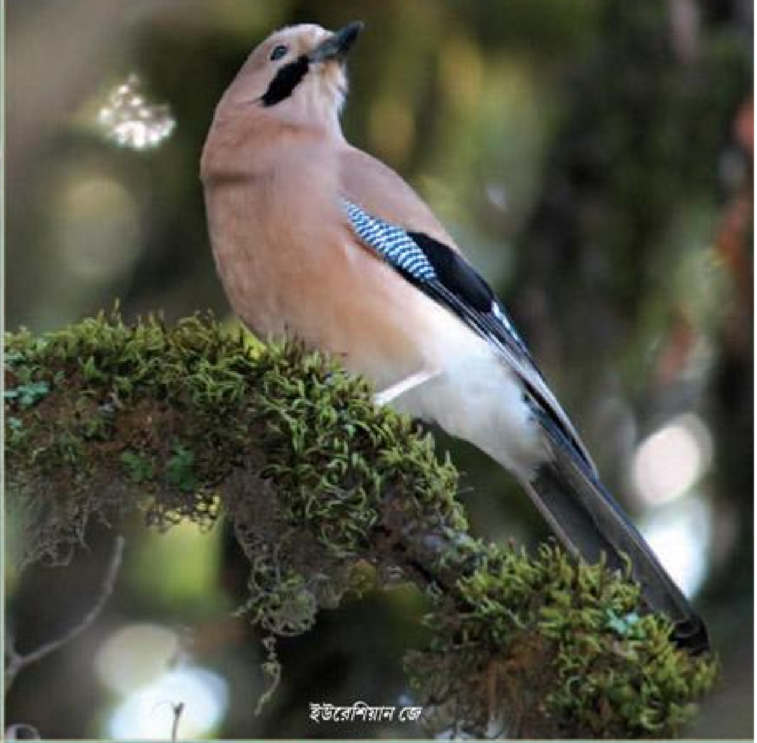
ইউরেশিয়ান জে

হয়েছে কয়েকটি বার্ডিং লজ। পাখি দেখার তেমন উৎসাহ না থাকলে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়ে সুন্দর সময় কাটবে। দু-একদিন বিশ্রামের জন্য অথবা শুধু সুন্দর পরিবেশে নিরিবিলিতে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সঁপে দিতে চাইলে প্যাংগটের জুড়ি নেই।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ১৩০১৯ বাঘ এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে কাঠগোদাম পৌঁছয় তৃতীয় দিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে। কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল ৩৫ কিলোমিটার। বাস বা ভাড়াগাড়িও পেয়ে যাবেন এপথে। এছাড়া হাওড়া থেকে ১২৩২৭ উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র) দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে বেরিলি পৌঁছয় দ্বিতীয় দিন সকাল ১১টা ১০ মিনিটে। বেরিলি থেকে নৈনিতাল তিন ঘণ্টার পথ গাড়িতে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে দিল্লি এসে, দিল্লি থেকে গাড়ি নিয়ে ৮-৯ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় নৈনিতাল। এপথে ভলভো বাসও আছে। নন-এ সি বাসের ভাড়া ৩০০ টাকা। এ সি সেমি-লাক্সারি বাসের ভাড়া ৫০০ টাকা। ভলভো বাসের ভাড়া ৬০০ টাকা। নৈনিতাল থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে প্যাংগট। ভাড়াগাড়ি পাবেন এপথে।

কোথায় থাকবেন

প্যাংগটে থাকার জন্য রয়েছে **জাঙ্গল লোর বার্ডিং লজ** (☎২৪৪০-১৮৭২, ৯০০৭০-০৯০৬১), থাকা-খাওয়া সমেত দুজনের ভাড়া ৫,৫০০ টাকা। **কাফল গেস্টহাউস** (☎০৫৯৪২-২২০৪০২), ভাড়া ১,৮০০-২,০০০ টাকা। ডিলাক্স টেন্টের (অ্যাটাচ বাথ) ভাড়া ১,৫০০ টাকা। **মোনাল রিসর্ট**, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎০৯৮৯৭২-০৯৯৩৩

তথ্য: নিজস্ব প্রতিনিধি চিত্র: সিদ্ধার্থ সমাজদার

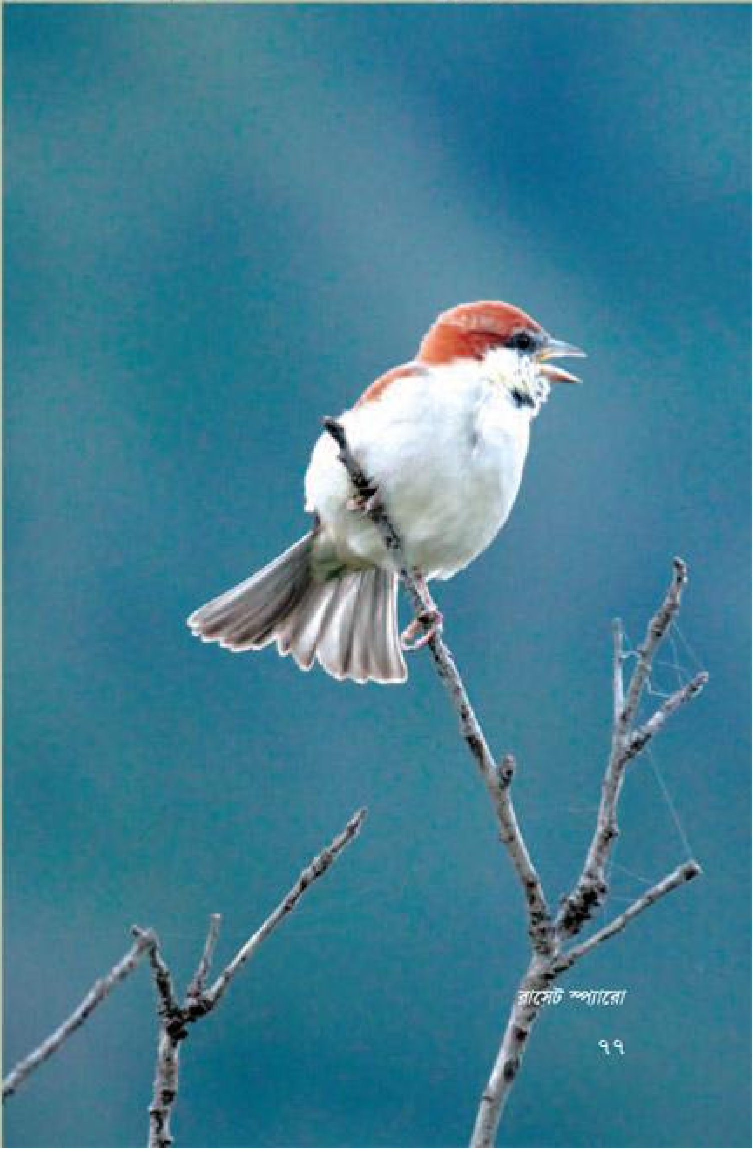
রাসেট স্প্যারো

নোটবই

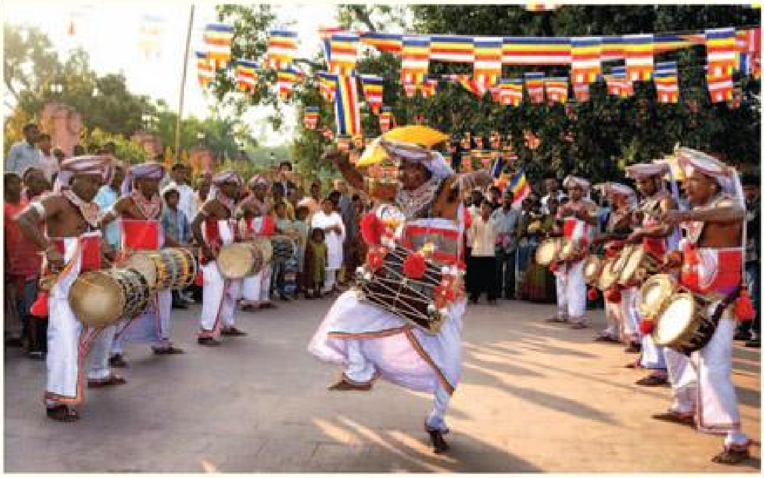

২২ নভেম্বর বুদ্ধগয়ায় মহাকঠিনা চিভেরা দানা উৎসবে শ্রীলঙ্কার শিল্পীদের নৃত্য-গীত। ছবি: পি টি আই

ব্যাঘ্র পর্যটনে অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট

ছবি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যগুলির কোর এরিয়ায় পর্যটনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল সর্বোচ্চ আদালত। ফলে এই শীতে করবেট পার্ক, কাজিরাঙা বা কানহার জঙ্গল ভ্রমণে আর কোনও বাধা রইল না। দেশের অধিকাংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যেহেতু জঙ্গলের কোর এরিয়া সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নেই, ফলে বাঘেদের বাসস্থানের কাছে পর্যটকদের গতিবিধি বেড়ে যাওয়ায় ব্যাঘ্র সংরক্ষণে বাধাসৃষ্টি হচ্ছে—এই অভিযোগে জুলাই মাস থেকে সমস্ত টাইগার রিজার্ভে পর্যটন বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় আড়াই মাস পর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত রাজ্য সরকারকে ব্যাঘ্র সংরক্ষণের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই পরিকল্পনা ন্যাশনাল টাইগার কনজার্ভেশন অথরিটির নিয়মানুযায়ী করতে হবে বলেও এই নির্দেশে বলা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া উড়ান

আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই দেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্নে সরাসরি উড়ান চালু করছে এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার কমার্শিয়াল ডিরেক্টর দীপক ব্রারা জানান, দিল্লি-মেলবোর্ন-সিডনি-দিল্লি রুটে সপ্তাহে চারটি উড়ান চালু হবে। দিল্লি-সিডনি-মেলবোর্ন-দিল্লি রুটে সপ্তাহে আরও তিনটি উড়ান চালু করার ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা চলছে। চালানো হবে অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৮৭ বিমান।

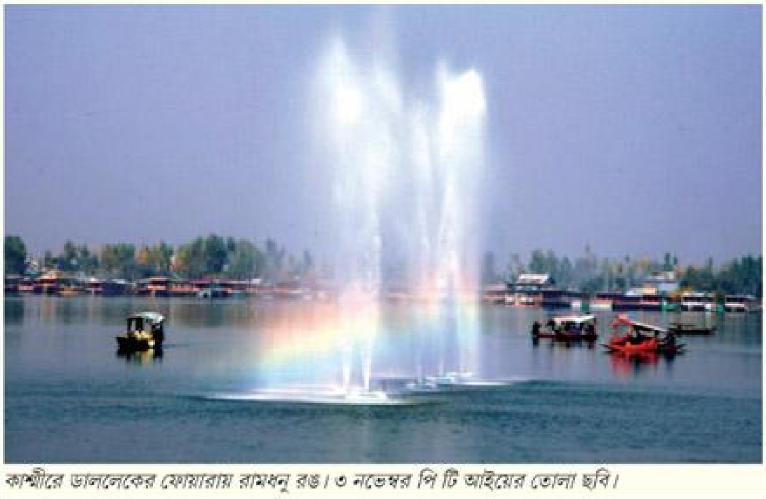

কাশ্মীরে ডাললেকের ফোয়ারায় রামধনু রঙ। ৩ নভেম্বর পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

রেল: সংরক্ষিত আসনে লাগবে সচিত্র পরিচিতিপত্র

রেলে সব ধরণের সংরক্ষিত আসনের যাত্রীদের কাছে সচিত্র পরিচিতিপত্র রাখতে হবে। এতদিন শুধুমাত্র বাতানুকূল শ্রেণীতে ভ্রমণের ক্ষেত্রেই সঙ্গে সচিত্র পরিচয়পত্র রাখতে হত। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দালালদের হাত থেকে যাত্রীদের রক্ষা করতে এবং সংরক্ষিত টিকিটের অপব্যবহার বন্ধ করতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সিটিং ও স্লিপার ক্লাসের যাত্রীদের জন্যও টিকিটের সঙ্গে ছবিসহ পরিচয়পত্র রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, পেনশন পে অর্ডার, ছবিসহ রেশন কার্ড, বি পি এল কার্ড, বয়স্ক নাগরিক কার্ড, ই এস আই কার্ড, সি জি এইচ এস, স্কুল-কলেজের সচিত্র ছাত্র পরিচিতিপত্র, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পাসবই, ছবিসহ ক্রেডিট কার্ড, আধার কার্ড এবং জেলা প্রশাসন, পুরসভা বা পঞ্চায়েত থেকে সিরিয়াল নম্বর সহ ইস্যু করা সচিত্র পরিচয়পত্রও এক্ষেত্রে গ্রাহ্য করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে শিশু ও বয়স্ক সহ অন্যান্য যেসব যাত্রী রেলভাড়ায় ছাড় পেতেন তাঁরা ডিসেম্বর মাস থেকে ছাড় পাবেন শুধুমাত্র মূলভাড়ার ওপর। টিকিটে ক্যাটরিং, রিজার্ভেশন এবং অন্যান্য চার্জের ওপর কোনও ছাড় দেওয়া হবে না বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

নাগাল্যান্ডের জালুকিতে জেলিয়াং উপজাতিদের সাংস্কৃতিক উৎসব। ৩১ অক্টোবর পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

TATA
TATA
STEEL

ভারতীয় মহিলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি বয়সে মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষে পদার্পণের নজির গড়েছেন প্রেমলতা আগরওয়াল। ঝাড়খন্ড নিবাসী দুই সন্তানের জননী প্রেমলতা টাটা স্টিল অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্পর্শ করেন ২০১১-এর ২০ মে। তখন তাঁর বয়স ৪৮। বাচেন্দ্রী পালকে আদর্শ করে পর্বতারোহণে আসা প্রেমলতা কিন্তু এখানেই থেমে থাকছেন না। এবছরের শেষেই যাচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আলাস্কার মাউন্ট ম্যাককিনলে অভিযানে। তাঁর লক্ষ্য সাত মহাদেশের সবকটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ স্পর্শ করার নজির গড়া। ১ নভেম্বর কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন সেকথাই।

দুষ্কৃতি দমনে পূর্ব রেলের বিশেষ ফোন নম্বর

ট্রেন বা স্টেশনে দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ থেকে যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে একটি বিশেষ মোবাইল ফোন নম্বর চালু করল পূর্ব রেল। নম্বরটি হল ৯০০২০-২০৭২১। ট্রেনে বিস্ফোরক বহন, স্টেশনে বা ট্রেনে দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপ সহ অন্যান্য কোনও বিপদের খবর এই নম্বরে ফোন করে জানাতে পারবেন যাত্রীরা। এই নম্বরে ফোন করলে তা সরাসরি পৌঁছবে পূর্ব রেলের চিফ সিকিওরিটি কন্ট্রোল অফিসে।

অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলও একই পরিষেবা দেওয়ার জন্য দুটি নম্বর ইতিপূর্বেই চালু করেছে। নম্বরগুলি হল ৯০০২০-৮১৭৮২ ও ২৪৩৯-১৪৩২।

কিং অব স্যাক্সনি বার্ড অব প্যারাডাইস। পাপুয়া নিউ গিনির প্রত্যন্ত অরণ্যে এই পাখিটি সহ 'কিং অব প্যারাডাইস' হিসেবে খ্যাত ৩৯টি প্রজাতির পাখির ছবি তুলেছেন পরিবেশবিদ-চিত্রগ্রাহক টিম লামান।

কাশ্মীরের সোনামার্গে তুষারপাত হল নভেম্বরের শুরুতেই। পি টি আইয়ের ছবি।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সৌর আলোকসজ্জা

পুরীর জগন্নাথ মন্দির সেজে উঠতে চলেছে পরিবেশবান্ধব সৌর আলোকে। উদ্যোগ ওড়িশা রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির। এই কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে কলকাতার নামও। জগন্নাথ মন্দিরের আলোকসজ্জার জন্য সৌর কোষ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে কলকাতার সংস্থা বিক্রম সোলার। পরিকল্পনা রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সৌরবিদ্যুৎ বিষয়ক পশ্চিমবঙ্গের বিশেষজ্ঞ ডঃ শান্তিপদ গণচৌধুরি। মন্দিরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নতুন আলোকসজ্জা করা হবে বলে জানিয়েছে ওড়িশা রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই পুরীর জগন্নাথ মন্দির রাতে আলোকিত হবে সৌরবিদ্যুতে।

পেশাপ্রবেশ
প্রাথমিক শিক্ষক
ডব্লু বি সি এস
রেলে গ্রুপ 'ডি'
মিসলেনিয়াস প্রিলিমিনারি
ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার

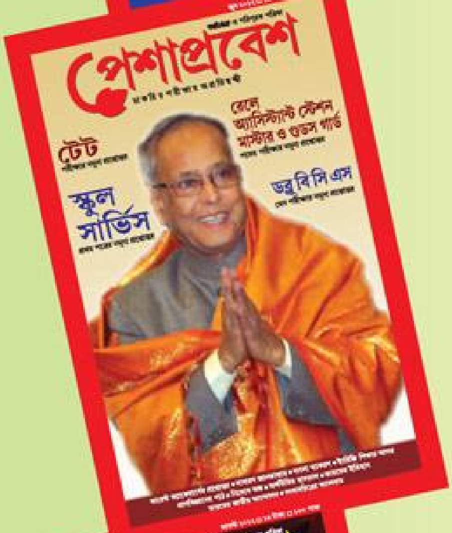
পেশাপ্রবেশ
রেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ও গুডস গার্ড
টেট
ডব্লু বি সি এস
স্কুল সার্ভিস

পেশাপ্রবেশ
ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি
কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল
ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার

কলেজে পড়তে পড়তেই
নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই
যে কোনও চাকরির
পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

আমার দেখা ভারত

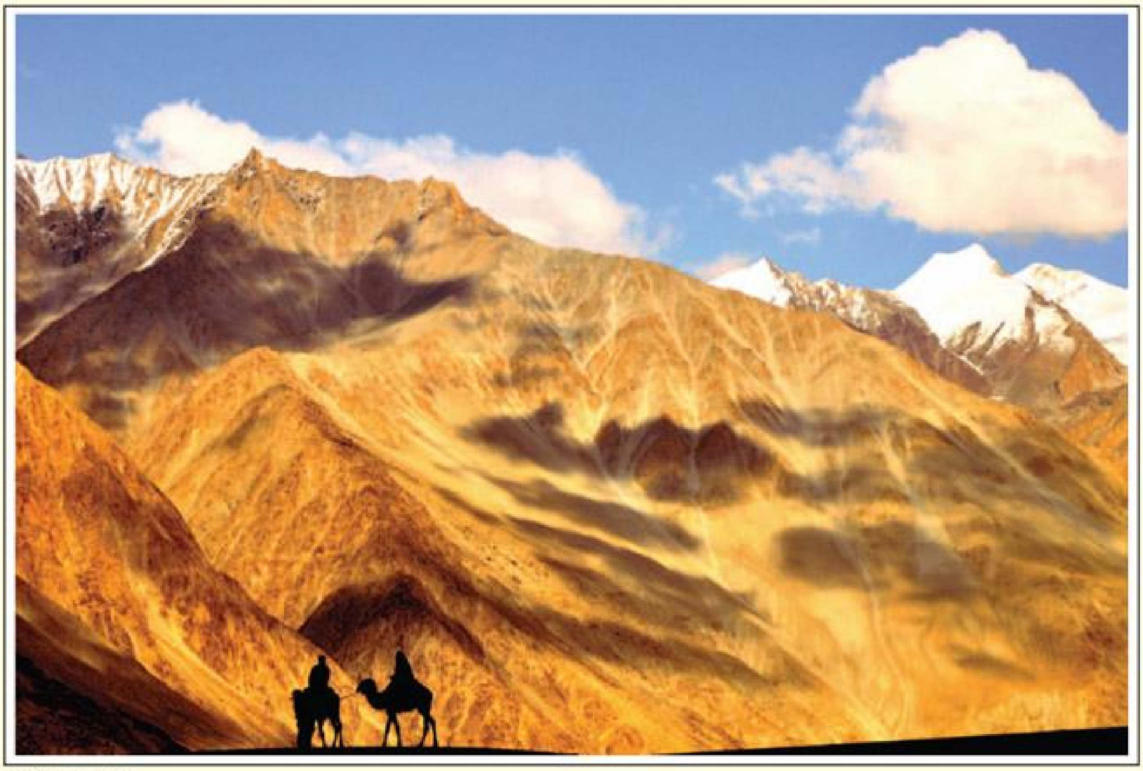

লাদাখের হুন্ডারে

এ-মাসের পুরস্কার বিজয়ী **পুরস্কার-মূল্য ১০০০ টাকা**

সম্বিৎ চট্টোপাধ্যায়
৪/৫২-জে, সি পি সি, হলদিয়া টাউনশিপ
পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১ ৬০৭

আমাদের দপ্তরে এ-মাসেও অসংখ্য ছবি এসেছে। প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। পুরস্কৃত ছবিটির বাইরেও ভারত ভ্রমণের ভালো ছবি 'ভ্রমণ'-এ প্রকাশিত হতে পারে। ডিজিট্যাল ছবি পাঠাতে হবে সিডি-তে, JPEG ফর্ম্যাটে। রেজলিউশন হতে হবে অন্তত ৩০০ ডি পি আই।

মনে রাখবেন, ছবিতে ফটোশপ কারেকশন করলে, সে-ছবি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবে না।

একজন প্রতিযোগী একসঙ্গে পাঁচটির বেশি ছবি পাঠাবেন না। জায়গার নাম সহ্ চিত্রপরিচয় ও প্রতিযোগীর নাম ফটোর ফাইল নেম হিসেবে সেভ করবেন। ছবিগুলি যে ফোল্ডারে রাখবেন তার নামকরণ করবেন প্রতিযোগীর নাম ও ফোন নম্বর দিয়ে। আলাদা কাগজে লিখবেন ছবিগুলি কবে কোথায় কোন ক্যামেরায় তোলা। সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর। কোনও অবস্থাতেই অমনোনীত ছবি ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

ছবি ই-মেলে পাঠাবেন না। আগামী প্রতিযোগিতার জন্য ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে ছবি পৌঁছতে হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

আমার দেখা ভারত, 'ভ্রমণ'
২৯/১এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ
Around The World
DBEO0829 BENGALI
ভ্রমণ
VCD/DVD

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান

দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২০ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৮০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৮০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৩৫০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৯০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,০৫০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫০০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,২০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৬৫০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফ্‌ট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332 17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending ☐ Rs. 300 ☐ Rs. 350 ☐ Rs. 400 ☐ Rs. 500 ☐ Rs. 900 ☐ Rs. 1,050 ☐ Rs. 1,200 ☐ Rs. 1,650 towards my subscription to BHRAMAN for ☐ One year ☐ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:..

Address:..

....

....

Bank Draft No.:...................................... Date:... Bank:..

Branch:............................... Signature & Date:.. Phone No.:.............................

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফ্‌ট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

ফুরোবার আগেই সংগ্রহ করুন

কালের কষ্টিপাথর

বাংলার নতুন পাক্ষিক ● বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

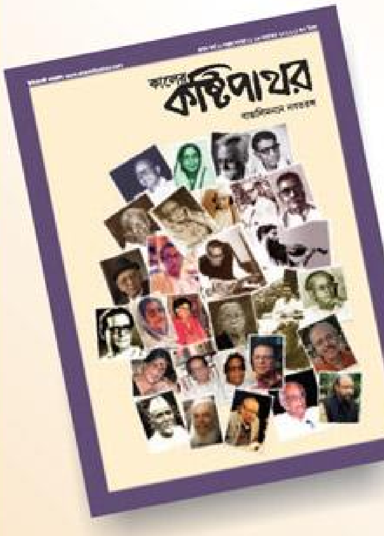

এই সংখ্যায়:

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য: একাত্তরের দিনগুলি

অমিতাভ চৌধুরির মহাজনসঙ্গ: **নন্দলাল বসু**

আমার ছবিজীবন: শুভাপ্রসন্ন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা
বুদ্ধদেব বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, সাগরময় ঘোষ, তসলিমা নাসরিন প্রমুখের চিঠি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

কালীকৃষ্ণ গুহের স্বনির্বাচিত ছয়টি কবিতা

সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক
গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ধারাবাহিক উপন্যাস **বিষাদগাথা**

কাজের বাংলা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রমণ: অস্ট্রেলিয়ার ঝোপে-সৈকতে কবিদল

কবিতা-পরিচয়। চণ্ডীমণ্ডপ। ক্ষণের বচন। শব্দবক্র। খোলা খাতা।

আরও অনেক কিছু।

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

কলকাতার সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ইন্টারনেটেও পড়া যায়: www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280 8818 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in

BHRAMAN ☐ Vol. 20 No. 11 ☐ 1 December 2012 ☐ Rs. 20 RN. 53133/93 ☐ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2010-2012

ভ্রমণ the most read travel magazine in India*
now brings you

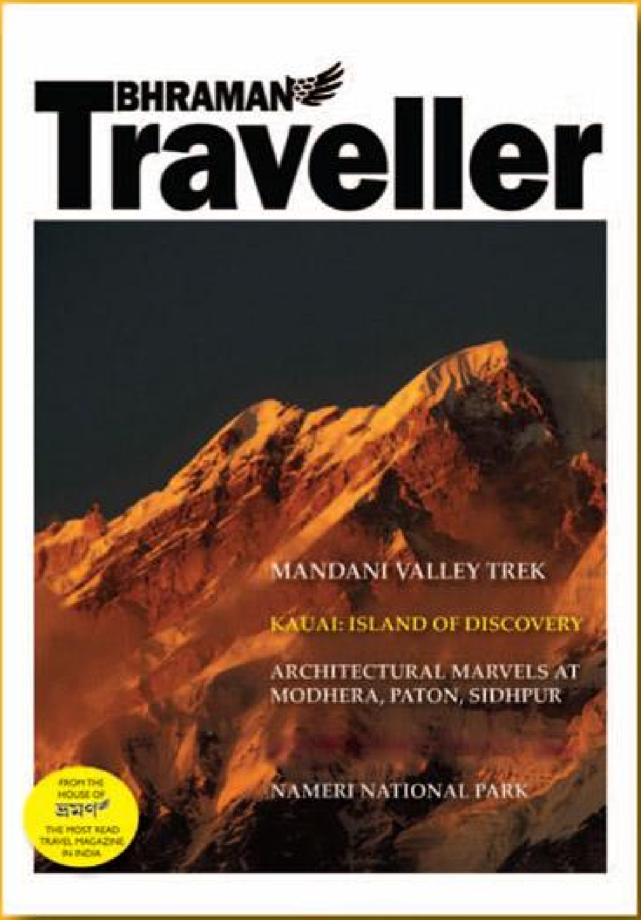

BHRAMAN
Traveller

MANDANI VALLEY TREK

KAUAI: ISLAND OF DISCOVERY

ARCHITECTURAL MARVELS AT MODHERA, PATON, SIDHPUR

NAMERI NATIONAL PARK

FROM THE HOUSE OF ভ্রমণ THE MOST READ TRAVEL MAGAZINE IN INDIA

Email: bhramantraveler@gmail.com

BHRAMAN
Traveller

A monthly travel magazine in English

*INDIAN READERSHIP SURVEY 2012 Q2: AVERAGE READERSHIP OF 3,51,000 PER ISSUE